অধ্যায় ঃ ৩২

দুনিয়ার অপকারিতা

(পূর্ব প্রসঙ্গ)

এক বুযুর্গ বলেন, হে লোক সকল! ধীর চিত্তে আমল করতে থাক, আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, আশার জালে পড়ে এবং মৃত্যুকে ভুলে ধোকা খেওনা। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে শক্ত গাদ্দার, মস্তবড় ধোকাবাজ। সে নানা রঙে সেজে তোমাদের ধোকা দেয়, হাজারো আশা-লালসার দ্বারা তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। তোমাদেরকে তার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পরমা সুন্দরী দুল্হানের ন্যায় নিজেকে সাজিয়েছে। এমনি তার সাজা-কাজা যে, সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ, সকল হৃদয়ে তার মযবুত আসন, লক্ষ মন তার জান-কোরবান আশেক। হায়, দুনিয়া তার অসংখ্য প্রেমিককে কি নির্মমভাবে হত্যা করেছে, কতনা আশাবাদীকে নিরাশ করেছে, কতনা ভক্ত বিশ্বাসীকে অপদস্থ করেছে। তাই বলি, হাকীকতের চোখ দিয়ে তাকে চিনতে চেষ্টা কর। দুনিয়া এমন ঘর যেখানে ঘটনাই বেশী। দুনিয়ার স্রষ্টাই তাকে খারাপ ও ক্ষতিকারক বলেছেন। এখানে এমন কোন নতুন নাই যা পুরানো হবে না, এমন কোন রাজত্ব নাই যা ধ্বংস হবে না, এমন কোন সম্মানিত নাই যে অপমানিত হয় না। এখানের যেকোন প্রাচুর্যই লয়প্রাপ্ত হবে, প্রিয়দের মৃত্যু হবে, মাল-দৌলত সবকিছু হারাতে হবে। ভায়েরা, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহম করুন, তোমরা গাফলত থেকে জেগে উঠ, সেই দিনের আগেই ঘুম ভাঙো যেদিন কেউ বলবে, অমুক অসুস্থ, অমুক জীবনের শেষ অবস্থায় পতিত, তখন কি আর কোন ওষুধ মিলবে? সত্যই কোন ডাক্তার খুঁজে পাওয়া যাবে? কি হবে হাজার ডাক্তার ডেকে—যখন সেই রোগ হতে সেরে উঠারই কোন পথ থাকবে না। হঠাৎ কেউ খবর দিবে, অমুক তার মালের শেষ হিসাব সেরেছে, এই ওছীয়ত করেছে। হঠাৎ শোনা যাবে, আহা, তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, কত আপনজন পাশে বসে আছে, কিন্তু হায়, কথা বলার শক্তি নাই, কাউকেই আর চিনতে

পারছে না। (হে বন্ধু!) যখন তোমার এ অবস্থা আসবে, তোমার কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাবে, বুকের ভিতর হতে কোঁকানি ও গোঙানির শব্দ উঠতে থাকবে, মউত হাযির হবে, চোখের দৃষ্টি কমে যাবে, জিহ্বা স্থিরতা হারাবে, ভাই-বেরাদররা কাঁদতে শুরু করবে। কেউ বলবে, এই দেখ, এ' হলো তোমার অমুক সন্তান, এ' হলো তোমার অমুক ভাই। কিন্তু, তোমার জিহ্বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি কথা বলতে পারছ না, তোমার জিহ্বার উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই জিহ্বা কাজ করছে না। এখন বিলকুল মরণ-মুহূর্ত, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে রূহ্ বের করা হচ্ছে, রূহ্ বের করে তা আসমানের দিকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এখন তোমার আত্মীয়-স্বজনের ভিড় লেগে গেছে, কাফনের কাপড়ও এসে গেছে, তোমাকে গোসল দিচ্ছে, কাফন পরাচ্ছে, এখন আর কেউ তোমার পরিচর্যা করতে আসবে না, আর কেউ হিংসা বা শত্রুতা করবে না, ওরা আজ নিরস্ত্র হয়ে গেছে। তোমার পরিবারবর্গ ধন-সম্পদ বন্টন করে নিচ্ছে। এই কবর ঘরে এখন তুমিই আছ আর তোমার আমল।

এক বুযুর্গ জনৈক বাদশাহ্কে বলেছিলেন, যে দুনিয়ার প্রাচুর্য ও আসবাবের বেশী অধিকারী, দুনিয়াকে অধিক ঘৃণা করা ও খারাপ মনে করা তার পক্ষে অধিক কর্তব্য। কারণ, তার সম্পদের উপর কোন বিপদ এসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। অথবা তার আত্মীয়-স্বজনের উপর কোন মুসীবত এসে তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে পারে, রাজত্বের উপর কোন বিপদ নেমে এসে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে। অথবা তার দেহের উপর কোন বালা নাযিল হয়ে তাকে টুকরা টুকরা করে ফেলতে পারে। অথবা যে বস্তুটি তার বন্ধুদের মাঝে বিতরণ করতেও তার বেদনা বোধ হয় সেই বস্তুর ব্যাপারেও কোন ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। তাই দুনিয়া সাংঘাতিক ঘৃণার বস্তু। দুনিয়া কিছু দিয়ে আবার তা কেড়ে নেয়। সে কারো কাছে এসে তাকে উল্লসিত করে, আবার অন্যদেরকে তার প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসায়। দুনিয়া কারো জন্য কাঁদে, আবার অন্যদেরকে তার জন্য কাঁদতে বাধ্য করে। আজ সে দানের হাত প্রসারিত করে, কাল সেই হাত বাড়িয়েই সব ছিনিয়ে নেয়। আজ যার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলো, কাল তাকেই মাটির তলে চাপা দেয়। তাই, দুনিয়ার আসা-যাওয়া, দান করা,

কেড়ে নেওয়া সব বরাবর, সবই ধ্বংসশীল। আজ যা এলো, কাল তা গেলো। আসা আর যাওয়া এবং দেওয়া আর কাড়ার পালা বরাবর চলতে থাকে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)-কে পত্র লিখেছিলেন ঃ দুনিয়ার ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে, এ ঘরে চিরদিন থাকা যাবে না। হযরত আদম (আঃ)-কে যে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল তা শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। অতএব, হে আমীরুল-মুমিনীন! দুনিয়াকে ভয় করুন, দূরে থাকুন। যে দুনিয়াকে বর্জন করে, দুনিয়া তার জন্য কল্যাণকর তোশা। যে দুনিয়ার ধনী, সেই প্রকৃত অভাবী। দুনিয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে কত যে বনী আদম হত্যার শিকার হচ্ছে। যে দুনিয়াকে ইয্‌যত দিবে, দুনিয়া তাকে অপমান করবে। যে দুনিয়া জমা করবে, দুনিয়া তাকে অভাবে ফেলবে। দুনিয়া হচ্ছে সর্বনাশা বিষ, যারা তার পরিচয় জানে না তারাই তাকে ভক্ষণ করে তার হাতে অপমৃত্যু বরণ করে। অতএব, দুনিয়াতে এভাবে থাক যেভাবে কেউ তার জখমে ঔষধ ব্যবহার করে, আসন্ন দীর্ঘ বিপদের ভয়ে সাবধানে চলে এবং রোগ বেড়ে যাবার ভয়ে তিতা ঔষধও বাধ্য হয়ে সেবন করে। গাদ্দার, ধোকাবাজ এ দুনিয়া হতে দূরে থাক, সে ধোকা দিয়ে মানুষের জীবনের অকল্যাণ ডেকে আনার জন্যই নানা রঙে সাজে এবং শত রকম আশা দেয়। চাতুর্য্যের সাথে আজকে না হলে কালকের ওয়াদা করে। সে ঐ রূপসী দুল্‌হানের মত, যার রূপ ও অপরূপ সাজ সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়, মনোলোভা সৌন্দর্যের দ্বারা পাগল করে তোলে। দুনিয়া নামের রূপসী তার সব স্বামীর সঙ্গেই শত্রুতার আবরণ করে, না দ্বিতীয় স্বামীকে সে অতীত স্বামীর মত সম্মান করে, না প্রথম স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, না কোন ওলী আল্লাহ্‌র উপদেশ গ্রহণ করে কেউ তার পাণি গ্রহণ থেকে দূরে থাকে। কোন কোন প্রেমিক সেই রূপসীর স্বাদ আস্বাদন করে ধোকাগ্রস্ত হয়, তখন সীমালংঘন করতে থাকে এবং পরকাল ভুলে যায়। বিবেক-বুদ্ধিকে দুনিয়ার হাতে বন্ধক দিয়ে পরিণামে পদে পদে শুধুই আছাড় খেতে থাকে। ফলে, তাকে সাংঘাতিক ভাবে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়। তখন শুধু আক্ষেপ আর আক্ষেপ করা ব্যতীত কোনই উপায় থাকে না। হঠাৎ করে মৃত্যুর যন্ত্রণাপদ বিভীষিকা

তাকে গ্রাস করে ফেলে, আর জীবনের ব্যর্থতার শত আক্ষেপ তাকে দগ্ধীভূত করে। এই রূপসী নববধূর এমন প্রেমিকও আছে, যারা তার কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হয়েছে, তবু তাকে লাভ করার কষ্টকর চেষ্টা থেকে নিজেকে অবসর দেয়নি। ফলে, অপ্রস্তুত অবস্থায় খালি হাতে তাকে পরকালের পথে রওয়ানা হয়ে যেতে হয়। অতএব, হে আমীরুল-মুমিনীন, এ দুনিয়া থেকে দূরে থাকুন, যত বেশী সম্ভব গোপন ও সাবধান থাকুন। যখনই কেউ দুনিয়ার কিছু পেয়ে উৎফুল্ল হয়, আর একদিকে সে তাকে দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এখানের ক্ষতিকারীরা ষড়যন্ত্রবাজ, হিতাকাংখীরাও গাদ্দার ও ক্ষতিসাধক। এখানের শান্তি ও প্রাচুর্য সমস্যা-জর্জরিত। এখানের সবকিছুরই ধ্বংস অনিবার্য। এ জন্যই এর সুখও হাজার দুঃখ ভরা। যা গেল তা আর ফিরে আসে না। ভবিষ্যতে কি আসবে বা আসবে না তাও অজানা। তাই, ভবিষতের আশাও তোমার বৃথা। সকল আকাংখাই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, সব আশাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এখানের স্বচ্ছও ময়লাযুক্ত, আনন্দও বেদনাযুক্ত। জীবন সর্বদাই আশংকাপূর্ণ। প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করলে সুখের উপকরণকেও বিপজ্জনক এবং বিপদকে আরও ভয়ানক দেখতে পাবে। আল্লাহ্‌ পাক যদি এতদসংক্রান্ত কোন খবরও না দিতেন এবং কোন দৃষ্টান্তও উপস্থাপন না করতেন তবুও দুনিয়ার স্বরূপ দেখেই ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গা উচিত ছিল, গাফেলের হুশ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যখন সতর্ককারী এবং উপদেশদাতা এসেছেন তারপরও ঘুমিয়ে থাকার কোনও অবকাশ আছে? আল্লাহ্‌র নিকট এ দুনিয়ার এতটুকু মূল্য নাই। যেদিন তাকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতে কখনও তার দিকে চোখ তুলে দেখেন নাই। আল্লাহ্‌ পাক দুনিয়ার সমূহ ভাণ্ডার তার চাবিসহ আপনার নবীর সম্মুখে পেশ করেছিলেন, তা গ্রহণ করলে তাতে আল্লাহ্‌র অনন্ত ভাণ্ডারে মশার এক ডানা পরিমাণও কমতো না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভেবেছেন, দুনিয়াকে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র হুকুমের খেলাফ করা যাবে না, তাঁর স্রষ্টার নযরে যা ঘৃণ্য, তাকে ভালবাসা যাবে না, তাঁর মালিক যে বস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন সে বস্তুকে তুলে নেওয়া উচিত হবে না। এ জন্যই তিনি পরীক্ষার মানসে সালেহীনকে (সৎকর্মশীলদেরকে) দুনিয়া দান করেন নাই, আর শত্রুদের জন্য তা ঢেলে দিয়েছেন, ওদের

ধোকাগ্রস্ত করার জন্য। তাই তো ঐ ধোকাগ্রস্তরা দুনিয়ার শক্তি ও প্রাচুর্যের ফলে নিজেদেরকে অন্যদের উপর মর্যাদাবান মনে করে। ওরা ভুলে যায় যে, সেরা মর্যাদাবান হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কি আচরণ করেছেন, যিনি পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছিলেন।

বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন ঃ 'যদি ধন আসতে দেখ তা' হলে বুঝবে, এটা আমার কোন পাপের নগদ সাজা। আর যদি দারিদ্র্য আসতে দেখ, তা' হলে বলবে, মার্‌হাবা! এ-যে নেক্ মানবদের বৈশিষ্ট্য।'

যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে হযরত ঈসা কালিমাতুল্লাহ্‌র অনুসরণ করতে পার। তিনি বলতেন ঃ 'ক্ষুধা আমার তরকারী, খোদার ভয় আমার বৈশিষ্ট্য, পশম আমার পোশাক, চন্দ্র আমার প্রদীপ, পদযুগল আমার সওয়ারী আর যমীন যা কিছু খাদ্য ও ফল-মুল উৎপাদন করে তা-ই আমার খোরাক। আমি শূন্য হাতে রাত্রি যাপন করবো, নিঃস্ব অবস্থায় আমার সকাল হবে, অথচ, পৃথিবীর বুকে আমার চেয়ে ধনী আর কেউ নাই।'

ওয়াহ্‌ব বিন মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলাইহিমাস্‌সালাম)-কে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁদেরকে বলেছিলেন, ফেরআউনের জাগতিক প্রতাপ ও প্রভাব যেন তোমাদের ভীত না করে। ওর ভাগ্য তো আমার হাতে। সে আমার হুকুম ছাড়া কথাও বলতে পারে না, দেখতেও পায় না, শ্বাসও গ্রহণ করতে পারে না। তার ভোগ-বিলাসের উপকরণাদিও যেন তোমাদের বিস্মিত না করে। কারণ, তা' হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিন্দেগীর সুখের সামান এবং তা অহংকারীদের সৌন্দর্যের উপকরণ। তোমরা যদি চাও তা' হলে আমি তোমাদেরকে এমনভাবে দুনিয়ার সুখ-সৌন্দর্যের সামানাদির অধিকারী করে যা দেখলে ফেরআউন তোমাদের শক্তির সামনে নিজেকেও শক্তিহীন মনে করবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এ থেকে ফিরে থাকতে বলি, দুনিয়াকে তোমাদের থেকে দূরে রাখতে চাই। আমি আমার ওলীদের সাথে এ রকমই ব্যবহার করি। আমি তাদেরকে জাগতিক সুখের উপকরণাদি হতে দূরে সরিয়ে রাখি, যেভাবে কোন মেহেরবান রাখাল তার বক্‌রীপালকে বিপজ্জনক

চারণভূমিসমূহ থেকে সরিয়ে রাখে। আমি তাদেরকে দুনিয়াতে কোন আশ্রয়স্থল বানাতে দিই না, যেভাবে কোন মমতাময় রাখাল তাদের মেষপালকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আশ্রয় নিতে দেয় না। আমার ওলীদেরকে যে এভাবে দুনিয়া হতে দূরে সরিয়ে রাখি তা এজন্য নয় যে, তারা আমার কাছে মর্যাদাহীন, বরং এজন্য যে, যাতে তারা তাদের জন্য রক্ষিত আমার নে'আমতসমূহের পরিপূর্ণ অধিকারী হতে পারে। আমার ওলীগণ আমার জন্য নিজেদেরকে মিস্‌কীনি, ভয়, বিনয় ও তাকওয়ার দ্বারা সজ্জিত করে। এসব গুণাবলী তাদের অন্তরে উৎপন্ন হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এ-ই তাদের পোশাক যা তারা পরিধান করে, এ-ই তাদের সৌন্দর্যের চাদর এবং নাজাত-সাফল্যের উছীলা। এ-ই তাদের আশা-ভরসা, এতেই তাদের মান-মর্যাদা এবং এই গুণাবলীর দ্বারাই তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের সাথে দেখা হলে তাদের সম্মুখে আন্তরিকভাবে নত হয়ে যাও, আদব ও বিনয়ের সাথে কথা বল এবং তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আচার-আচরণেও শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস রাখ, যে আমার কোন ওলীকে ভয় প্রদর্শন করলো, বস্তুতঃ সে আমার সাথে যুদ্ধের জন্য মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন আমি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

হযরত আলী (রাযিঃ) একদা তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, বিশ্বাস কর, অবশ্যই তোমরা মরবে, মৃত্যুর পর আবার তোমাদের জীবিত করা হবে, তোমাদের আমলসমূহের হিসাব হবে এবং সে আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতএব, দুনিয়ার জীবন তোমাদের যেন ধোকাগ্রস্ত না করে। এই দুনিয়া সম্পূর্ণ বিপদঘেরা, ধ্বংসশীল বলে পরিচিত, গাদ্দার নামে অভিহিত। দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে কেবলই পালাবদল হতে থাকে, এখন কারো হাতে, তখন কারো হাতে। দুনিয়ার কোন অবস্থাই স্থায়ী থাকে না। দুনিয়াতে যারা অবতরণ করে তাদের কেউই তার অনিষ্ট হতে রক্ষা পায় না। এখানে কোনকিছুর স্থিতি নাই, এই সুখ, এই মুসীবত। প্রাচুর্যও ক্ষণস্থায়ী। এখানের জীবনটাই কলুষতাপূর্ণ। দুনিয়াবাসীদের প্রত্যেকে আপন আপন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে, কেউ একদিকে, কেউ আর একদিকে। কিন্তু সকলের মৃত্যু নির্ধারিত। ভাগ্যও নির্ধারিত। হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! যে দুনিয়ায় তোমরা বাস করছ, তোমাদের পূর্বে এখানে ঐ সকল

লোকেরা বাস করেছে যারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী বয়স পেয়েছিল, তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, অধিক খ্যাতিসম্পন্ন। তারা দুনিয়াকে তোমাদের চাইতে বেশী আবাদ করেছে। কিন্তু তাদের আওয়াজ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের প্রতাপ নিভে গেছে, মহাকালের গর্ভে তারা হারিয়ে গেছে। তাদের দেহসমূহ পচে গেছে, তাদের বাড়ীঘর, প্রাসাদমালা, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তাদের সকল কীর্তি ও নিদর্শনাবলী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সু-উচ্চ প্রাসাদমালা, খাট-পালঙ্ক ও দামী দামী শাল ও বিছানার বদলে পাথর আর মাটির পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। আজ তারা কবরদেশে বন্দী। তাদের আবাসস্থল দূরে নয়। কিন্তু তারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল জনপদে অপরিচিত হয়ে গেছে। মহল্লাবাসীরাও তাদের কোন খবর রাখে না। তারা চিন্তা করে না যে, এখানে আর একটা জনপদ আছে। ঘরবাড়ী নিকটে হওয়া সত্ত্বেও তারা এদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার করে না। আর তাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকবেই বা কিরূপে? কারণ, পাথর, মাটি আর কীটপাল যে তাদের খেয়ে শেষ করেছে। আনন্দময় জীবনের অবসানের পর তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের শোকাহত করে তারা মাটির নীচে গভীর নিদ্রামগ্ন। আর কোনদিন ফিরে আসবে না। হায় আফসোস্! পবিত্র কুরআন এ' কথাই তো বলেছে ঃ 'ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত তারা বর্যখে পড়ে থাকবে।' মনে মনে ধ্যান কর যে, তোমরাও যেন তাদের মত বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, কবরের বিজন ঘরে পৌঁছেছ, সেই নিদ্রালয়ে শুয়ে আছ। হায়! তখন কি অবস্থা হবে, যখন তোমরা আযাবের ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পাবে, কবর হতে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, অন্তরের গোপন বিষয়াদিও প্রকাশ হয়ে যাবে, তোমার কর্মের রিপোর্টের জন্য প্রতাপশালী বাদশার সম্মুখে খাড়া করা হবে? যখন পাপাচারের ভয়ে কাঁপতে থাকবে, পর্দাসমূহ সরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তামাম দোষ প্রকাশ হয়ে যাবে? যখন সবাইকে তার কর্মফল ভোগে বাধ্য করা হবে? যেমন খোদ আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاؤُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝

'আল্লাহ্ পাক পাপীদেরকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিবেন এবং নেক্কারদিগকে নেক্ কাজের প্রতিদান দিবেন।' (নাজ্ম ঃ ৩১)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

'এবং আমলনামা খুলে দেওয়া হবে। তুমি দেখবে, তখন পাপীরা সে আমলনামার অবস্থা দেখে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।' (কাহ্ফ ঃ ৪৯)

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে তাঁর কিতাব মুতাবিক আমলের তৌফিক দিন, তাঁর ওলীদের অনুসরণের তওফীক দিন, যাতে তাঁর করুণায় আমরা বেহেশ্তবাসী হতে পারি। আল্লাহ্ বড়ই প্রশংসিত ও পরম সম্মানিত।

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন ঃ দিনগুলো হচ্ছে তীর আর মানুষ হচ্ছে লক্ষ্য বস্তু। যমানা প্রতিদিন তোমাকে তীর মেরে চলেছে, দিন-রাতের পরিবর্তন দ্বারা তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে পচিয়ে দিচ্ছে। এভাবে তোমার সমস্ত শরীর চুরমার করে ফেলবে। তাই, দিন-রাতের আগমন-প্রত্যাগমন যখন অব্যাহত, তাহলে কি করে তুমি নিরাপদ থাকতে পার? এই দিন-রাত যে তোমার কি সর্বনাশ করেছে তা যদি তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে, এক-একটা দিন তোমার কাছে ভারী মনে হবে, এক-একটি মুহূর্তকে তুমি বোঝা বলে ভাববে। অবশ্য, আল্লাহ্ পাকের শক্তি সকল চেষ্টা-তদবীরের চেয়ে বড়। এজন্যই মানুষ দুনিয়ার সমূহ অনিষ্ট হতে নিরাপদ থেকে দুনিয়াকে ভোগ করতে পারছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হচ্ছে হাকীমের তিতা দাওয়া। দুনিয়ার সীমাহীন অপকারিতার বর্ণনা দেওয়ার মত ক্ষমতা কারো নাই। উপদেশদাতাগণ যতটুকু বলতে সক্ষম হন, দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। হে আল্লাহ্! আমাদের সরল পথে চালাও।

এক বুযুর্গ দুনিয়ার জিন্দেগীর স্থায়ীত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, দুনিয়ার জিন্দেগী এর চেয়ে বেশী নয়। কারণ, জীবনের যে অংশ চলে গেছে, তা তুমি কিছুতেই আর ফিরে পাবে না। আর এই মুহূর্তের পরবর্তী মুহূর্ত সম্পর্কে তোমার কিছুই

জানা নাই যে, কি হবে। কালের প্রতিটি রাত মৃত্যুর সংবাদ দেয়, এক-একটি মুহূর্ত যমানাকে ধ্বংস করতে থাকে। যমানার তাণ্ডবলীলা মানুষের জীবনকে বরবাদ করতে থাকে। যমানা মানুষের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে, জনপদসমূহ ধ্বংস করে, রাজত্বের উত্থান-পতন ঘটায়। আশা তো অনেক বড়, কিন্তু জীবন যে খুবই ছোট। আর জীবনের সবকিছুই যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

একদা হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন যে, হে লোক সকল, তোমরা এমন একটা কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছ যা স্বীকার করে নিলে তোমাদের আহমক বলা হবে, আর যদি তা অস্বীকার ও প্রত্যাখান কর, তবে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করবে। তোমাদের চিরদিন এখানে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। এ জগত ছেড়ে তোমাদের আর এক জগতে যেতে হবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, তোমরা এমন এক জগতে আছ, যেখানে কিছু খাওয়াও বিপদ, পান করলেও অপমান। এখানে এমন কোন ভোগ্য বস্তু নাই যা কষ্ট-তকলীফমুক্ত ও আনন্দদায়ক। সুখের কোন উপকরণ হাতে আসে, আর একদিকে অন্যটা হাতছাড়া হয়ে যায়। যদিও তা তোমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ, কিন্তু, তোমাদের করারও কিছু নাই। তাই, যেখানে যেতে হবে, যেখানে চিরদিন থাকতে হবে, সেখানের জন্যে আমল কর, উপার্জন কর। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

একবার হযরত আলী (রাযিঃ) খুৎবার ভিতর বলছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দিই যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দুনিয়াকে বর্জন কর, যে-দুনিয়া তোমাদেরকে বর্জন করবে ; যদিও তোমরা তাকে ছাড়তে চাও না। দুনিয়া তোমাদের দেহকে অকেজো ও পুরাতন করে দিচ্ছে, অথচ তোমরা কেবলই তাকে নতুন সাজে সাজাচ্ছো। তোমাদের অবস্থা সেই কাফেলার মত যারা সফরের উদ্দেশে কোন পথ বেয়ে চলছে, এখনও পথেই রয়ে গেছে। কিন্তু, তাদের ধারণা যে, তারা পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। অথচ, তাদের কেউ হয়ত গন্তব্যে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু কেউ কেউ এখনও পথেই রয়ে গেছে। অথচ, তার জীবনের আর একটিমাত্র দিন বাকী আছে। অসংখ্য মানুষ আছে যারা পাগলপারা হয়ে

দুনিয়াকে খুঁজতে খুঁজতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। অতএব, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের দরুন পেরেশান হয়ো না। দুনিয়ার ধন-সম্পদের জন্যও আনন্দিত হয়ো না। কারণ, দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই দুনিয়াদারকে দেখে আমি বিস্মিত হই যে দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত, অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মৃত্যু থেকে গাফেল হয়ে আছে কিন্তু, মৃত্যু তার থেকে মোটেও গাফেল নয়।

মুহাম্মদ বিন হুসাইন (রহঃ) বলেন, উলামা, আওলিয়া ও আরেফগণ যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে ঘৃণা করেন এবং আপন ওলীদের জন্য তা পছন্দ করেন না, কারণ, তা ভীষণ অবজ্ঞার বস্তু—এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াকে ত্যাগ করেছেন, তাঁর সাহাবীগণকেও দুনিয়ার ফেতনা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁরা প্রয়োজন বশতঃ কিছু খেয়েছেন, আর আখেরাতের জন্য প্রচুর পরিমাণে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যতটুকু না হলে চলে না, ততটুকু গ্রহণ করেছেন, আবার যতটুকু হলে তা খোদা থেকে গাফেল করে দিবে, তা বর্জন করেছেন। মোটামুটিভাবে শরম-সম্ভ্রম রক্ষা হয়—পোশাকের ব্যাপারে এতটুকুই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায়—এতটুকুই ছিল তাঁদের খাদ্য। দুনিয়াকে তাঁরা এই দৃষ্টিতে দেখতেন যে, দুনিয়া অবশ্যই ধ্বংসশীল। আর আখেরাতকে দেখতেন এই নজরে যে, আখেরাতই চিরস্থায়ী! তাই, দুনিয়াতে মুসাফিরের মত কাটিয়েছেন আর আখেরাতের সম্বল জোগাড় করেছেন। তাঁরা দুনিয়াকে বরবাদ এবং আখেরাতকে আবাদ করেছেন। হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাঁরা আখেরাত অবলোকন করতেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল, খুব শীঘ্রই আখেরাতের পথে পাড়ি দিতে হবে এবং স্বচক্ষে তা দেখতে হবে, সশরীরে সেখানে উপস্থিত হবে। অল্পদিনের কষ্টের বিনিময়ে তাঁরা অনন্তকালের সুখের সামান নিয়ে গেছেন। এবং তা ছিল তাঁদের মাওলা-প্রদত্ত তওফীকের ফসল। আল্লাহ্ যা পছন্দ করেছেন, তাঁরা তাই পছন্দ করেছেন। আর আল্লাহ্ যে জিনিসকে ঘৃণা করেছেন, তাঁরা তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৩৩

ক্বানাআত বা 'অল্পে তুষ্টি'র কল্যাণ ও ফযীলত

মনে রেখো, আল্লাহ্ যাকে গরীব করেন তার উচিত অল্পে তুষ্ট থাকা, অন্যের কাছ থেকে কোন আশা না করা, অন্যের ধন-সম্পদের দিকে নযর না করা এবং কোনক্রমেই মাল হাসিলের লালসায় না পড়া। এসব গুণের অধিকারী হওয়া তখনই সম্ভব হবে যদি খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ী-ঘরের ব্যাপারে প্রয়োজন পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারে এবং তাতেও নিম্ন শ্রেণীর, কম দামের, কম মানেরটা গ্রহণ করতে পারে। এবং শুধু একদিনের অথবা অতিরিক্ত এক মাসের যা প্রয়োজন, শুধু ততটুকুরই চিন্তা-ফিকির করবে ; এক মাসের বেশীর চিন্তা আদৌ করবে না। যদি সে প্রাচুর্য লাভের আগ্রহী হয় কিংবা লম্বা-লম্বা আশা পোষণ করে তাহলে ক্বানাআতের (অল্পে তুষ্ট থাকার) ইয্যত থেকে বঞ্চিত হবে এবং লোভ-লালসার কলংক তাকে অপদস্থ করবে। এবং এই লোভ-লালসার জঘন্য চরিত্র ও মানবতাবিরোধী জঘন্যতম কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দিবে। তদুপরি, লোভ-লালসা ও অল্পে তুষ্টির অভাব তো মানুষের মধ্যে জন্মগত ভাবেই বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغٰى لَهُمَا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ -

'কোন মানুষ যদি দুই-দুইটা উপত্যকা বোঝাই স্বর্ণেরও মালিক হয়,

তবু সে আরেকটি স্বর্ণের উপত্যকা খুঁজে বেড়াবে। (কবরের) মাটি ব্যতীত আর কিছুতেই এ আদম জাতের পেট ভরবে না। বস্তুতঃ যে তওবা করে, আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবূল করেন।'

আবূ ওয়াকেদ লাইছী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন কোন ওহী নাযিল হতো, সে বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য আমরা তার কাছে আসতাম, তিনি আমাদের শিক্ষা দিতেন। সেই সূত্রে একদিন আমি তাঁর কাছে আগমন করি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক বলছেন ঃ আমি মাল দিয়েছি নামায কায়েম করার জন্য, যাকাত আদায় করার জন্য। আদম জাত যদি স্বর্ণের একটা উপত্যকার মালিক হয়ে যায় তবে আর একটা উপত্যকা কামনা করবে। দ্বিতীয়টাও যদি পেয়ে গেল তবে তৃতীয় আর একটা চাইবে। মাটি ব্যতীত আর কিছুই এ আদম জাতের পেট ভরাতে পারবে না। বস্তুতঃ যে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়, আল্লাহ্ও তার দিকে নযর করেন।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন যে, সূরায়ে তওবার মত একটি সূরা নাযিল হয়েছিল, পরে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ; তা থেকে শুধু এ অংশটুকু মনে আছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِاَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ الخ

আল্লাহ্ পাক এমন সব লোকদের দ্বারাও দ্বীন ইসলামের শক্তি যোগান যাদের ইসলামে কোন অংশ নাই। আদম সন্তান যদি দু'টি উপত্যকা পরিমাণ মালের অধিকারী হয় তাহলে সে তৃতীয় একটা উপত্যকার খোঁজে লেগে যাবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত আর কোন বস্তুই ভরতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়, আল্লাহ্ও তার দিকে রোখ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই লোলুপের কোনদিন পেট ভরে না ঃ যে ইল্মের প্রতি লালায়িত এবং যে মালের প্রতি লালায়িত। তিনি আরও বলেছেন ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مَعَهُ اثْنَتَانِ

اَلْحِرْصُ وَحُبُّ الْمَالِ (اوكما قال)

'মানুষ বুড়ো হয়, কিন্তু দু'টি বস্তু তার মধ্যে জোয়ান হতে থাকে ঃ লোভ ও মালের মোহ।' যেহেতু এগুলো মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ও বিপথগামীকারক চরিত্র, এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্পে তুষ্ট থাকার প্রশংসা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ لِلْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهٖ ـ

'ঐ সকল লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা ইসলামের হিদায়াতে ধন্য হয়েছে এবং প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক-প্রাপ্ত হয়েছে ও তা নিয়ে খুশী রয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ فَقِيْرٍ وَلَا غَنِىٍّ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهٗ اُوْتِىَ قُوْتًا فِى الدُّنْيَا ـ

'ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন আরজু প্রকাশ করবে, আহা, কত ভাল ছিল, যদি আমি দুনিয়াতে জীবন-ধারণ পরিমাণ রুযিই শুধু পেতাম।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ اِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ ـ

'ধন বেশী হলে ধনী হয় না। বরং আত্মার ধনীই প্রকৃত ধনী।' তিনি অধিক লোভ-লালসা থেকে বারণ করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلَا اَيُّهَا النَّاسُ اَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ لِعَبْدٍ اِلَّا مَا كُتِبَ لَهٗ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدٌ مِّنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَأْتِيَهٗ مَا كُتِبَ لَهٗ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ ـ

'হে মানুষ, (মাল ইত্যাদি লাভের) চেষ্টাকে সংক্ষিপ্ত কর। কারণ, প্রতিটি বান্দা তা-ই পাবে যা তার ভাগ্যে লেখা আছে। এবং কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাগে লিখিত দুনিয়াটুকু নাক মলতে মলতে তার কাছে এসে হাযির না হয়।'

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, (হে খোদা,) আপনার বান্দাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় ধনী? আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ আমি যতটুকু দিয়েছি ততটুকুর উপর যে সন্তুষ্ট। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার বান্দাদের মধ্যে কে সর্বাধিক ইনসাফগার? আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ যে নিজের (আত্মা ও জীবনের) প্রতি ইনসাফ করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, রূহুল-কুদ্স্ (জিব্রাঈল আঃ) ওহীযোগে আমার অন্তরে একথা ঢেলেছিলেন যে, কোন প্রাণীই তার জন্য বরাদ্দ রিযিক পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার আগে মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুন্দর ও সীমিত পরিশ্রম কর।

হযরত আবূ হুরাইয়াহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! اِذَا اشْتَدَّ بِكَ الْجُوْعُ فَعَلَيْكَ بِرَغِيْفٍ وَكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ وَعَلَى الدُّنْيَا الدَّمَارُ ـ

'হে আবূ হুরাইরাহ্! তোমার যখন খুব বেশী ক্ষুধা লাগে তখন একটা রুটি আর এক পেয়ালা পানি খেয়ে নিও। আর দুনিয়ার উপর ঘৃণা বর্ষণ কর।' হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَكُنْ وَرِعًا تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ اَشْكَرَ النَّاسِ وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ

لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَنَهَى عَنِ الطَّمَعِ -

তুমি পরহেযগার (পাপাচার মুক্ত) হও, তাহলে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ ইবাদত গুযার ; প্রাপ্ত হিস্সার উপর তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি হবে সর্বাধিক শোকর-গুযার, নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করবে, তবেই তুমি হবে প্রকৃত মু'মিন। এবং তিনি লোভ-লালসা বর্জন করতে বলেছেন।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে আরজু করল ঃ আমাকে উপদেশ দিন এবং সংক্ষেপ করুন। হুযুর বললেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, চিরবিদায়গ্রহণকারীর মত নামায পড়বে। এমন কথা বলবে না যে জন্য আগামীকাল ওযর ও ত্রুটি স্বীকার করতে হবে। অন্যের সম্পদের আশা থেকে মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখবে।

আওফ ইব্নে মালেক আশজাঈ (রাযিঃ) বলেন, আমরা সাত-আট জন সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছিলাম। তিনি বলে উঠলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের হাতে বাইআত হবে না? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কি ইতিপূর্বেই আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করি নাই? এতদসত্ত্বেও তিনি আবার বলতে লাগলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের হাতে বাইআত হবে না? এতে আমরা বাইআতের উদ্দেশে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের একজন বললেন, আমরা তো আগেই বাইআত হয়েছিলাম, এখন এ বাইআত কিসের উপর? তিনি বললেন, এখন এ বাইআত গ্রহণ কর যে, তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না ; পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে ; (দ্বীনি আমীরের কথা) শুনবে এবং মানবে। এরপর আস্তে করে একটা কথা বললেন যে, তোমরা লোকের কাছে কোন কিছু চাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর ঐ বাইআতকারীদের কারো কারো এমন অবস্থাই হলো যে, (সওয়ারীর পিঠে আরোহণ অবস্থায়) হাতের লাঠিটা পড়ে গেলেও কাউকে তা তুলে দিতে বলতেন না।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, লালসাই দারিদ্র্য এবং লালসামুক্ত থাকাই

প্রাচুর্য। যে অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ করবে না, সে তাদের মুখাপেক্ষী হবে না।

কোন জ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ধন বা প্রাচুর্যের অর্থ কি? উত্তরে তিনি বললেন আশা কম করা এবং যতটুকু হলে তোমার চলে যায় ততটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা। এক বুযুর্গ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ জীবন মানে কয়েকটি মুহূর্ত যা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, আর কতগুলো অবাঞ্ছিত ঘটনার সমষ্টি যা বার বার হামলা করছে। তাই, জীবন-যাপনের উপকরণে অল্পে তুষ্টির নীতি গ্রহণ কর, তাহলে তুমি সুখে থাকবে। আর খায়েশ-খুশী বর্জন করে চল, তুমি স্বাধীন জীবন লাভ করবে। কারণ, সোনা-চান্দি, মুক্তা-মানিক বহু মানুষের ধ্বংস ও অপমৃত্যু ঘটিয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) শুক্না রুটি পানিতে ভিজিয়ে নিতেন আর বলতেন, এতটুকুর উপর যে সন্তুষ্ট থাকবে, তাকে কারো মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ার ততটুকু অংশ তোমাদের জন্য মঙ্গলকর যতটুকুতে তোমরা আক্রান্ত হও নাই। আর যদি তাতে লিপ্ত হয়ে গিয়ে থাক তাহলে তা থেকে যতটুকু তোমার হাতের বাইরে চলে গেল ততটুকুই তোমার কল্যাণের।

হযরত ইব্নে মাসঊদ (রাযিঃ) বলেন, প্রতিদিন একজন ফেরেশ্তা ডেকে বলে, হে আদম সন্তান, সেই 'অল্প' যা তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়, ঐ 'বেশী থেকে উত্তম যা তোমাকে অবাধ্য বানিয়ে দেয়।

সামীত ইব্নে আজলান (রহঃ) বলেন, হে ইব্নে আদম, তোমার পেট হলো বর্গ মাপের এক বিঘত, এ ক্ষুদ্র একটা পেট কিরূপে তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে?

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনার কি কি সম্পদ আছে? তিনি বললেন ঃ দেহ ও জীবনের সৌন্দর্য ও বিমলতা, অন্তরের সততা-সরলতা এবং অন্যের সম্পদের প্রতি লোভহীনতা।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক হতে, তবুও তা থেকে তোমার খোরাক পরিমাণই তোমার ভাগে জুটতো। তাই, আমি যখন তোমাকে খোরাক পরিমাণ দান

করলাম, আর বৃহদাংশের হিসাব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম, এতে তোমার প্রতি মস্তবড় অনুগ্রহই তো করলাম।

ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের কারো যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সহজভাবেই যেন তা অন্বেষণ করে। লোকের কাছে গিয়ে 'জনাব, জনাব, আপনি, আপনিই' করে করে নিজের হাড্ডি মাংস যেন পানি না করে দেয়। কারণ, তার কিসমতে বরাদ্দকৃত রিযিক তার কাছে পৌঁছবেই।

উমাইয়া বংশীয় জনৈক বাদশাহ হযরত আবূ হাযেম (রহঃ)-কে কসম দিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন তাঁর যা যা প্রয়োজন তা অতি অবশ্যই বাদশাহকে অবহিত করেন। উত্তরে তিনি লিখলেন ঃ আমার সকল প্রয়োজনের কথা আমি আমার মাওলার কাছে ব্যক্ত করেছি। সে-মতে, তিনি যা-কিছু আমাকে দান করেছেন, আমি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। আর যা যা দেননি, তাঁর না-দেওয়ার উপরই আমি খুশী রয়েছি।

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ জ্ঞানীর জন্য কোন বস্তুটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক? আর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য কোন জিনিসটা সর্বাধিক সাহায্যকারী? তিনি বললেন, সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তু সেই নেক আমল যা সে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে। আর দুশ্চিন্তা দূর করার সর্বাধিক সাহায্যকারী হলো, তকদীর বা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি আন্তরিক সন্তুষ্টি।

আর একজন জ্ঞানী বলেছেন, আমি দেখেছি, সর্বাধিক চিন্তা-পেরেশানীগ্রস্ত থাকে হিংসুক ; সর্বাধিক সুখী জীবনের অধিকারী 'যা আছে তার উপর' তুষ্টপ্রাণ মানুষ, সর্বাধিক কষ্ট সহ্য করতে হয় লালসাপূর্ণ ব্যক্তিকে। আরও দেখেছি, যারা দুনিয়াকে বর্জন করে, তারা সহজ জীবন অর্জন করে, যে আলেম শরীয়তের সীমা লংঘন করে, তাকে সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হতে হয়। কোন বুযুর্গ এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ সেই যুবকের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ, যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যিনি রিযিক বন্টনকারী, তিনি তার হিস্সা তাকে অবশ্যই দিবেন। এ বিশ্বাসের ফলে তার ইয্যত নিরাপদ ও নির্দাগ থাকে, তার মুখখানাও তাজা ও অমলিন থাকে। যার জীবনের আঙ্গিনা 'অল্পে-তুষ্টির' গুণে অলংকৃত হয়, জীবনে কোনদিন তাকে হোঁচট খেতে বা পেরেশান হতে হয় না।

হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের বলবো যে, আল্লাহ্ পাকের মালের কতটুকু আমি হালাল মনে করি? তা হলো, আমার শীত ও গরমের দুই জোড়া কাপড় এবং যতটুকু আমার হজ্জ ও উমরাহ্ পালনকালে আমার কোমর সোজা রাখবে। এরপর, আমার খোরাক ঠিক ততটুকুই যা কুরাইশের একজন সাধারণ মানুষের খোরাক। আমি তাদের চাইতে উঁচু না এবং নীচুও না। আল্লাহ্র কসম, আমি বুঝতে পারি না যে, এইটুকুও আমার জন্য হালাল হবে কি-না? অর্থাৎ তিনি সংশয় বোধ করছিলেন যে, 'প্রয়োজন-পরিমাণ' বলতে যা বুঝায় এবং যতটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব—উল্লেখিত পরিমাণটা তদপেক্ষা বেশী হয়ে গেলো কিনা।

এক বেদুঈন তার ভাইকে লালসার প্রশ্নে ধমকাতে গিয়ে বলেছিল ঃ আমার ভাই, তুমি তো খোঁজা-খুঁজির মধ্যে ডুবে আছ, কিন্তু, তোমাকেও যে খোঁজা হচ্ছে? তোমাকে খুঁজছেন এমন একজন, যার নাগালের বাইরে যাবার কোন পথ তুমি পাবে না। আর তুমি খুঁজছ এমন এক জিনিস (রিযিক) যা তোমাকে 'প্রয়োজন-পরিমাণ' দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, সব গোপন তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে? তুমি যেন এখন আর আগের জায়গায় নাই? আমার ভাই, মনে হয়, কোন লোভতুরকে তুমি বঞ্চিত হতে এবং কোন দুনিয়াত্যাগী মুসলমানকে রিযিক পেতে দেখ নাই।

কোন বুযুর্গ এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তোমাকে দেখছি, যতই তোমার প্রাচুর্য বাড়ছে, ততই তোমার লালসাও বেড়ে চলেছে। তবে কি তোমার লালসার কোন শেষ প্রান্ত আছে(?) যেখানে পৌঁছলে তুমি বলবে, 'ব্যস ব্যস, যথেষ্ট, এবার আমি সন্তুষ্ট।'

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, কথিত আছে যে, এক লোক একটা ময়না পাখী শিকার করেছিল। পাখীটি বললো, তুমি আমাকে দিয়ে কি করতে চাও? সে বললো, আমি তোমাকে জবেহ্ করে খাবো। পাখী বললো, আমাকে দিয়ে না তোমার গোশতের সখ মিটবে, না তোমার ক্ষুধা নিবারণ হবে। বরং আমি তোমাকে তিনটি কথা শিক্ষা দিবো, আমাকে ভক্ষণের চেয়ে যা তোমার জন্য অধিক উপকারী হবে। প্রথমটি বলবো তোমার হাতে থাকা অবস্থায়, দ্বিতীয়টি বলবো যখন আমি বৃক্ষের উপর থাকবো, আর তৃতীয়টি

বলবো পাহাড়ের উপর অবস্থানের পর। শিকারী বললো, আচ্ছা, তবে প্রথমটি বল। ময়না বললো, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেজন্য কখনো আফসোস করবে না। অতঃপর বৃক্ষের ডালে গিয়ে বসার পর বললো, এবার দ্বিতীয়টি শোনাও। পাখী বললো, যা হতে পারে না তা হতে পারবে বিশ্বাস করবে না। অতঃপর উড়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর বসে বলতে লাগল, ওরে হতভাগ্য, যদি আমাকে যবেহ করতে তাহলে আমার পেটের ভিতর দু'টি মোতি পেয়ে যেতে, যার প্রতিটি মোতি কুড়ি মিছকাল ওজনের। শিকারী একথা শুনে ঠোঁট কামড়াতে ও আফসোস করতে লাগল। এবং বললো, আচ্ছা, তৃতীয় উপদেশটিও বলে ফেল। ময়না বললো, প্রথম দু'টি যখন ভুলে গিয়েছ, তবে তৃতীয়টি বলে আর কি ফায়দা। আমি কি বলিনি যে, যা হাতের বাইরে চলে গেছে তার জন্য আক্ষেপ করবে না। এবং যা হতে পারে না তা হওয়ার বিশ্বাস করবে না। আমার গোশত, রক্ত, পালক সব মিলিয়েও তো কুড়ি মিছকাল হবে না। তাহলে, আমার পেটে চল্লিশ মিছকাল ওজনের দুই-দুইটি মুক্তার কথা তুমি কিরূপে বিশ্বাস করতে পারলে? এই বলে ময়না উড়ে চলে গেল। এ হচ্ছে মানুষের সীমাহীন লালসার একটা উদাহরণ। লালসা মানুষকে অন্ধ-নির্বোধ করে দেয়, ফলে, সত্যকে বুঝার ক্ষমতা থাকে না। যদ্দরুন, অসম্ভবকেও সে সম্ভব বলে ধারণা করে।

হযরত ইব্নে ছিমাক (রহঃ) বলেন, আশা হচ্ছে তোমার অন্তরে (লক্ষ্য-বস্তুকে বেঁধে রাখার) একটা রশি এবং তোমার পায়ের বেড়ী। তাই আশাকে তোমার অন্তর হতে বের করে দাও, তাহলে তোমার পদযুগলও বেড়ীমুক্ত হয়ে যাবে। আবু মুহাম্মদ ইয়াযীদী (রহঃ) বলেন, একদা আমি বাদশাহ্ হারুনুর রশীদের দরবারে প্রবেশ করে দেখি, তিনি চান্দির পাতায় সোনার অক্ষরের একটা লেখা পড়ছেন। আমাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল-মুমিনীন, আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন, এটি কি কোন কাজের জিনিস? তিনি বললেন, হাঁ, বনি-উমাইয়াদের এক রত্নাগার হতে দুই ছন্দবিশিষ্ট এ লেখাটি আমি সংগ্রহ করেছি। ছন্দ দু'টি আমার কাছে ভাল লেগেছে। এর শেষে তৃতীয় একটি ছন্দ আমি যোগ করেছি। অতঃপর তিনি তা পড়ে শোনালেন ঃ

এক, তোমার প্রয়োজনের সময় এক দরজা যদি বন্ধ দেখতে পাও, তাহলে ঐ দরজা বাদ দিয়ে আর এক দরজা খোঁজ কর, সেই দরজা তুমি খোলা দেখতে পাবে।

দুই, কারণ, পেটের থলেটা কোন রকম ভরতে পারলেই তো হলো। অতটুকু তুমি পেয়ে যাবে। আর অবাঞ্ছিত পরিণাম হতে বাঁচার জন্য অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ হতে বেঁচে থাকাই তোমার রক্ষাকবচ।

তিন, তুমি নিজেই তোমার ইয্যত বরবাদ করো না। এবং গুনাহের পিঠে সওয়ার হয়ো না, তাহলে আযাবও তোমার পিঠে সওয়ার হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিঃ) হযরত কা'ব (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, মেহনত করে ইল্ম অর্জন ও হৃদয়স্থ করার পর আলেমদের অন্তর হতে ইল্মকে উঠিয়ে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বললেন, লোভ-লালসা এবং দুনিয়াবী স্বার্থ-সুবিধার পেছনে ছুটা। এক ব্যক্তি হযরত ফুযাইল (রাযিঃ)-কে বললেন, হযরত কা'ব (রাযিঃ)-র কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিন। এর অর্থ হলো, মানুষ তার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এতটা ডুবে যায়, যদ্দরুন তার দ্বীনই বরবাদ হয়ে যায়। সে চায় যে, তার কোন চাওয়াই যেন না-পাওয়া না থাকে। তাই, তার এক-একটা উদ্দেশ্যের জন্য এক-এক পথ অবলম্বন করে, শতজনের কাছে ধন্না দেয়। যার দ্বারা উদ্দেশ্য পুরা হয়ে গেল সে তার নাকে রশি লাগিয়ে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে থাকে। তখন, এমনও যদি হয় যে, তোমার হাজতসমূহ তার কাছ থেকে আর পুরা হচ্ছে না, তবুও তোমাকে নতজানু হয়েই থাকতে হয়। যার সাথে তোমার দুনিয়ার কারণে ভালবাসা থাকবে, তাকে দেখলে সালাম করবে, সে অসুস্থ হলে তার পরিচর্যায় যাবে। কিন্তু, তোমার এ সালাম বা পরিচর্যা তুমি আল্লাহ্র জন্য করবে না। তাই, তার সাথে যদি জাগতিক স্বার্থের সম্পর্ক না পয়দা হতো, তবে তা-ই ছিল তোমার জন্য মঙ্গলকর।

অধ্যায় ঃ ৩৪

আল্লাহ্‌র দরবারে গরীবের মর্যাদা ও গরীবির ফযীলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا وَاَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِي الْجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا ـ

'গরীবেরা হলো এই উম্মতের সবচেয়ে উত্তম মানুষ। এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশে দুর্বলেরা হবে সবচেয়ে দ্রুতগামী।' তিনি আরও বলেন, আমার দু'টি পেশা আছে, যে তাকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে তাকে ঘৃণা করলো, সে আমাকে ঘৃণা করলো। তা হলো ঃ দারিদ্র্য এবং জিহাদ।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট অবতরণ করে বললেন, হে মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌ আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছেন যে, আপনি কি চান যে, এ পাহাড়সমূহকে আমি সোনা বানিয়ে দিই, আপনি যখন যেখানে যাবেন, এ পাহাড়সমূহও আপনার সাথে সাথে যাবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থাকলেন। অতঃপর বললেন, 'হে জিব্‌রাঈল, দুনিয়া ঠিকানাহীনের ঠিকানা, সম্পদহীনের সম্পদ। বিবেকশূন্যরাই দুনিয়ার জন্য জমা করতে থাকে।' অতঃপর জিব্‌রাঈল বললেন, 'হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আল্লাহ্‌ আপনাকে ঈমানের দৃঢ় কথার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন।'

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) কোন এক সফরে পথের মধ্যে এক ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তিনি তাকে জাগালেন। বললেন যে, হে ঘুমন্ত, উঠ, আল্লাহ্‌র যিকির কর। সে বললো, এতে আপনার কি উদ্দেশ্য? আমি তো দুনিয়াকে বর্জন করে এসেছি।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, বন্ধু, তাহলে তুমি ঘুমাও।

হযরত মূসা (আঃ) কোথাও যাওয়ার পথে দেখলেন, এক ব্যক্তি মাটির উপর ঘুমিয়ে আছে। তার বালিশ হলো একখানা কাঁচা ইট। চেহারা ও দাড়িতে মাটি লেগে আছে। পরনে আছে একখানা লুঙ্গি। হযরত মূসা (আঃ) বলে উঠলেন, হে খোদা, তোমার এ বান্দার জীবনটা বুঝি এভাবে বরবাদ হবে। আল্লাহ্‌ পাক বললেন, হে মূসা, তুমি কি জাননা যে, আমি আমার যে বান্দার প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাই, সমগ্র দুনিয়াকে আমি তার থেকে আলাদা করে দিই।

হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট কয়েকজন মেহমান আগমন করেন। তাদের মেহমানদারী করার মত কোন কিছুই ছিল না। তিনি আমাকে খায়বরের এক ইয়াহুদীর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রজবের চাঁদ উঠা পর্যন্তের জন্য কিছু আটা ধার কিংবা বিক্রি হিসাবে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনুরোধ করেছেন। হযরত আবু রাফে' বলেন, আমি সে ইয়াহুদীর কাছে গেলাম। সে বললো, কিছু বন্ধক রাখ, নতুবা দেওয়া যাবে না। আমি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আসমানবাসীদের নিকট আমাতদার এবং এ যমীনবাসীদের মধ্যেও আমানতদার। ধার কিংবা বিক্রি—যেভাবেই সে দিতো, অবশ্যই আমি তা পরিশোধ করে দিতাম। যাও, আমার এ বর্মটি নিয়ে যাও। অতঃপর আমি তা ঐ ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখি। —এই সাহাবী যখন সেখান থেকে বের হয়ে এলেন ঠিক তখনই এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۔

'আমি যে ওদের অনেককে জাগতিক সুখের উপকরণাদি দিয়েছি, আপনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।' (আম্বিয়া ঃ ১৩১) এ আয়াত নাযিলের উদ্দেশ্য, দুনিয়া ত্যাগের প্রশ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দান

করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দারিদ্র্য মু'মিনের জন্য অশ্বের গালে চন্দ্রিম চিহ্ন অপেক্ষা অধিক শোভনীয়। তিনি আরও বলেন ঃ

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِيْ جِسْمِهٖ اٰمِنًا فِيْ سِرْبِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا

'তোমাদের মধ্যে যার এভাবে সকাল হলো যে, সেদিনের খোরাক তার মওজুদ, সমগ্র দুনিয়াই যেন তার কাছে জমা আছে।'

হযরত কা'বুল আহ্বার (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন, হে মূসা, যদি দারিদ্র্যকে তোমার দিকে এগুতে দেখ তাহলে বলবে ঃ মার্হাবা, হে ছালেহীনের আচ্ছাদন।

হযরত আতা-খোরাসানী (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী এক নবী (আঃ) নদীর উপকূল দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে মাছ শিকার করতে দেখলেন। সে বিস্মিল্লাহ্ বলে জাল ফেললো, কিন্তু, আদৌ কোন মাছ তাতে উঠলো না। তারপর আর এক মাছ শিকারীকে দেখতে পেলেন, সে 'বিস্মিশ্ শাইত্বান' (শয়তানের নামে) বলে জাল ফেললো। এতে এত বেশী মাছ পড়লো যে, তাকে ঝুঁকে ঝুঁকে জাল টানতে হচ্ছিল। নবী (আঃ) বললেন, হে পরোয়ারদেগার, আমি বিশ্বাস করি যে, উভয় ঘটনার চাবিই তোমার হাতে। কিন্তু, এর রহস্য কি? তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্তাগণকে হুকুম করলেন ঃ আমার প্রিয় বান্দাকে উভয়ের স্থান দেখিয়ে দাও। অতঃপর নবী (আঃ) যখন আল্লাহ্র দরবারে প্রথম জনের মর্যাদার আসন ও দ্বিতীয় জনের অপমানকর অবস্থান দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, হে মা'বুদ, আমি খুশী হয়ে গেলাম।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতের ভিতর দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব মানুষ। আর জাহান্নামের মাঝে দৃষ্টি ফেলে দেখলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই ধনী লোক ও মেয়ে মানুষ। অন্য এক বর্ণনায় শুধু মেয়েদের কথা উল্লেখিত

হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম যে, এর কারণ কি? উত্তরে বলা হলো, দুই লাল জিনিস তাদের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে ঃ সোনা এবং যাফরান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দারিদ্র্য মু'মিনের ইহকালীন তোহ্ফা। অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবীগণের মধ্যে সবার শেষে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন সুলাইমান আলাইহিস্-সালাম। কারণ, তাঁর উপর রাজত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। আর আমার সাহাবীদের মধ্যে সবার শেষে বেহেশ্তে প্রবেশ করবেন—আবদুর রহমান ইব্নে আওফ (রাযিঃ)। কারণ, তিনি মালদার ছিলেন। এক বর্ণনায় বলেছেন, আমি তাকে দেখলাম হামাগুড়ি দিয়ে বেহেশ্তে যাচ্ছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশ করা বড় কঠিন। আহ্লে বাইত কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়াতে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। আর যখন অত্যন্ত বেশী ভালবাসেন তখন তাকে খাসভাবে বাছাই করেন। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, খাসভাবে বাছাই করার কি অর্থ? তিনি বললেন, মানে, আল্লাহ্ পাক তার আওলাদ-পরিজন, ধন-সম্পদ কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। আর এক বর্ণনায় আছে, যদি দারিদ্র্যকে তোমার দিকে অগ্রসরমান দেখ, তাহলে বল, মার্হাবা! এ-যে আওলিয়ায়ে-ছালেহীনের ভূষণ ও বৈশিষ্ট্য? আর যদি প্রাচুর্য আসতে দেখ, তা'হলে বুঝবে, এ হচ্ছে আমার কোন পাপের নগদ সাজা।

হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেন, আপনার প্রিয় বান্দা কারা? আপনার জন্য তাদেরকে আমি ভালবাসবো। আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ প্রতিটি গরীব বান্দা। হযরত ঈসা (আঃ) বলতেন, আমি মিস্কীনিকে ভালবাসি এবং জাগতিক সুখের প্রাচুর্যকে ঘৃণা করি। কেউ তাঁকে 'হে মিস্কীন' বলে সম্বোধন করলে তাতে যে-কোন সম্বোধন অপেক্ষা তিনি অধিক খুশী হতেন।

আরবের কাফের সর্দারগণ ও ধনিক শ্রেণী নবীয়ে-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রস্তাবে রেখেছিল যে, আপনি একদিন আমাদের জন্য নির্ধারণ করুন, সেদিন ওসব গরীবেরা আসবে না। আর এক দিন গরীবদের জন্য নির্ধারিত করুন, সেদিন আমরা আসবো না। এসব গরীব

বলতে তারা হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত সুহাইব, হযরত আবু যর, হযরত খাব্বাব ইবনুল-আরত্, হযরত আম্মার ইব্নে ইয়াসির, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হুম ও আস্হাবে সুফ্ফার সহায়-সম্বলহীন সাহাবীদেরকে বুঝাচ্ছিল। নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। কারণ, তারা এ অভিযোগ তুলেছিল যে, এদের শরীর ও পোশাকের দুর্গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়। কারণ, তাঁরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও পশমের পোশাক পরিধান করতেন। যখন তাঁরা ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন তখন তাঁদের পোশাকাদি হতে একটা দুর্গন্ধ বের হতো যা ঐ ধনীদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিলো। ঐ প্রস্তাবকারীদের মধ্যে ছিল ঃ আক্রা ইব্নে হাবেছ, উইয়াইনাহ্ বিন হিছ্ন্ ফাযারী, আব্বাস বিন মেরদাস সুলামী ও অন্যান্য। প্রিয়নবী (দ্বীনের স্বার্থে) তাদের প্রস্তাব মতে উভয় শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক মজলিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

‘আপনি নিজেকে কঠোরভাবে তাদের সাহচর্যেই নিয়োজিত রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যা (সব সময়) তাদের পালনকর্তা মা'বুদের সন্তুষ্টির তালাশে তাঁর যিক্র ও ইবাদতে মশগুল থাকে। তাদের (অর্থাৎ এ সকল গরীবদের) থেকে আপনি দৃষ্টি ফিরাবেন না। আপনি কি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য চান? (নাকি আখেরাতের সৌন্দর্য চান?) (কাহ্ফ ঃ ২৮)

অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ قف فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

‘আপনি ওদের বলে দিন যে, ওদের রব্ব্-এর পক্ষ হতে ‘সত্যের’ আগমন ঘটেছে। অতএব, যার ইচ্ছা, ঈমান গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা কুফরী

করবে।

অনুরূপ, কুরাইশের একজন অভিজাত কাফের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপবিষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে-মাকতুম (রাযিঃ) তাঁর কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۙ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمٰى ۙ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰىٓ ۙ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۙ

‘তাঁর (হুযূরের) নিকট দৃষ্টিশক্তিহীন বান্দার আগমনে তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠলো এবং তিনি তাঁর দিকে লক্ষ্য করলেন না। (হে রাসূল,) আপনি কি জানেন? হয়ত সে সংশোধিত হতো অথবা নসীহত গ্রহণ করতো। ফলে, নসীহত তার জন্য উপকারী হতো।’

(আবাসা ঃ ১-৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দরিদ্রদের সঙ্গে তোমরা অধিক পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে তোল তাদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের পথ করে নাও। কারণ, তারা এক বিশেষ দৌলতের অধিকারী। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তাদের দৌলত কি? তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা দেখ, কে তোমাদের এক টুকরা রুটি খেতে দিয়েছিল কিংবা এক ঢোক পানি পান করিয়েছিল অথবা একখানা বস্ত্র দিয়েছিল। তার হাত ধরে তাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করলাম। তখন আমার সম্মুখে কারো পদসঞ্চালনের আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, সে হচ্ছে বেলাল (রাযিঃ)। তারপর বেহেশ্তের সর্বোচ্চ স্তরের দিকে লক্ষ্য করে দেখলাম, সেখানে রয়েছে আমার উম্মতের দরিদ্র-গরীবেরা। আর সর্বনিম্ন স্তরে দেখলাম, ধনী ও নারীদেরকে। তাও অল্প সংখ্যক। আমি বললাম, হে মা'বুদ, এ কি? ওরা ওখানে কেন? আল্লাহ্

পাক বললেন, নারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সোনা এবং রেশম। আর ধনী লোকেরা তো লম্বা হিসাবের মধ্যে ব্যস্ত ছিল। যাক, আমি আমার সাহাবীদিগকে খুঁজছিলাম। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফকে দেখলাম না। কিছুক্ষণ পর সে কাঁদতে কাঁদতে আগমন করলো। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কাছে আসতে তোমার বিলম্বের কারণ কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, আপনার নিকট পৌঁছতে আমাকে বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। ভাবছিলাম যে, আপনাকে দেখার ভাগ্য বুঝি আমার হবে না। হুযুর বললেন, সে-কি ব্যাপার? কেন? উত্তরে তিনি বললেন, কারণ, আমার কাছে আমার ধন-দৌলতের হিসাব নেওয়া হচ্ছিল। প্রিয় বন্ধু, চিন্তা কর, ইনি সেই আবদুর রহমান ইব্‌নে আওফ্ (রাযিঃ) যিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন মস্তবড় মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। এবং তিনি 'আশারা-মুবাশ্‌শারা'র একজন, যাঁদেরকে বিশেষভাবে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি সেই ধনীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মাল মালদারের জন্য ক্ষতিকর ; কিন্তু যারা মালকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি ধনের দরুন এতটুকু হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক গরীবের কাছে গমন করেন। দেখলেন যে, সম্পদ বলতে তার কিছুই নাই। তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ এই গরীবের নুর যদি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলতে লাগলেন, আমি কি তোমাদের বলবো যে, বেহেশ্‌তীদের বাদশাহ্ কারা হবে? সাহাবীগণ বললেন, জ্বী-হাঁ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি বললেন ঃ ঐসব দুর্বল, ধুলি-মলিন, অগুছালো-কেশ, ফাটা-পুরানো কাপড় পরিধানকারী, যাদেরকে অন্যরা হেয়, দুর্বল, অধর্তব্য বলে গণ্য করে ; কিন্তু, আল্লাহ্‌র উপর জোর দাবী জানিয়ে কোন বিষয়ে কসম করে বসলে তিনি তাদের কসম পুরা করে দেন।

হযরত ইমরান ইব্‌নে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খুবই মহব্বত ও ইয্‌যতের নযরে দেখতেন। একদা তিনি বললেন, ইমরান, আমার কাছে তুমি বিশেষ ইয্‌যত

ও মর্যাদার অধিকারী, (তুমি আমার খাস মানুষ)। তাই, অসুস্থ ফাতেমা বিন্‌তে রাসূলুল্লাহ্‌র পরিচর্যায় যেতে ইচ্ছা কর কি? আমি বললাম, জ্বী-হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হোন। অতঃপর আমি তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলাম। হযরত ফাতেমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি দরজা খটখটালেন। আস্‌সালামু আলাইকুম বলে প্রশ্ন করলেন ঃ ভিতরে আসতে পারি? হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বললেন, জ্বী-হাঁ, আসুন। হুযুর বললেন, আমি এবং আমার সাথী উভয়েই? তিনি বললেন, আপনার সাথে কে? হুযুর বললেন ঃ ইমরান। হযরত ফাতেমা বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমার দেহে শুধু একখানা চাদরই আছে। তিনি হাতের ইশারায় বললেন যে, এভাবে জড়িয়ে নাও। হযরত ফাতেমা বললেন, শরীরটা তো (কোন রকম) ঢেকে নিয়েছি, কিন্তু মাথা ঢাকবার তো কোন উপায় দেখছি না। এতদশ্রবণে হুযুর তাঁর সঙ্গের একখানা বস্ত্র ফাতেমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এটি মাথায় বেঁধে নাও। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে প্রবেশ করে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার স্নেহের দুলারী, আজ সকালে কেমন থেকেছ? ফাতেমা বললেন, ওয়াল্লাহ্, সকালে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। সেইসাথে খাবারের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুধার যন্ত্রণা ব্যথাকে যেন দ্বিগুণ করে তুলেছে। অনাহার আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে। ফাতেমার এ কথায় হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, দুলারী আমার, চিন্তা করো না, অস্থির হয়ো না। ওয়াল্লাহ্, আমিও আজ তিন দিন যাবত কিছুই মুখে দেই নাই। অথচ, অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌র নিকট তোমার চাইতে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে চাইতাম তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে খাওয়াতেন। কিন্তু, আমি দুনিয়ার উপর আখেরাতের প্রাধান্য দিয়েছি। অতঃপর তিনি ঈষৎ জোরে ফাতেমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, সুসংবাদ নাও, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি বেহেশ্‌তী বেগমদের সর্দার। হযরত ফাতেমা বললেন, তাহলে, ফেরআউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মরিয়ম বিন্‌তে ইমরান? হুযুর বললেন, আছিয়া হবেন তাঁর সময়কার বিশ্ব-নারীদের সর্দার এবং মরিয়মও হবেন

তাঁর সময়কার বিশ্ব-নারীদের সর্দার। আর তুমি হবে তোমার সময়কার সমগ্র নারীজগতের সর্দার। তোমরা এমন ঘরে বাস করবে যা হবে খোশবুদার ঘাসের, যেখানে থাকবে না কোন দুঃখ-কষ্ট ও কোনও শোরগোল। অতঃপর বললেন, ফাতেমা, চাচাতো ভাই আলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। শোন, আমি তোমাকে এমন স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়েছি যিনি দুনিয়াতেও সর্দার, আখেরাতেও সর্দার।

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন মানুষ ফকীর-গরীবদিগকে ঘৃণা করবে, উচুঁ-উচুঁ ইমারত তৈরী করবে, টাকা-কড়ি উপার্জনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পথ অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে চারটি বিপদে নিক্ষেপ করবেন ঃ কালের দুর্ভিক্ষ, রাজার জুলুম, সরকারী কর্মচারীদের খিয়ানত, শত্রুদের দাপট।

হযরত আবূ দার্দা (রাযিঃ) বলেন, দুই টাকার মালিক—এক টাকার মালিক অপেক্ষা অধিক সংকট ও শক্ত হিসাবের সম্মুখীন হবে।

হযরত উমর (রাযিঃ) সাঈদ ইব্নে আমের (রাযিঃ)-র জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়েছিলেন। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিষন্ন হয়ে ঘরে ফিরলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে? তিনি বললেন, বরং আরও মারাত্মক কিছু ঘটেছে। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, তোমার পুরাতন দোপাট্টাখানা দাও তো। তা নিয়ে তিনি খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন এবং তা দিয়ে থলে বানিয়ে ঐ দীনারগুলো বিলিয়ে দিলেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাঁদতেছিলেন। সকাল পর্যন্তই এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। তারপর বলতে লাগলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

يَدْخُلُ فُقَرَاءُ اُمَّتِى الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ
حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ يَدْخُلُ فِى غِمَارِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهٖ فَيُسْتَخْرَجُ

'আমার উম্মতের দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বছর আগে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। এজন্য কোন ধনী তাদের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করবে, কিন্তু তার হাত ধরে তাকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

জনৈক ব্যক্তি বলেন, একবার একজন ফকীর হযরত সুফ্ইয়ান সওরী (রহঃ)-র মজলিসে আগমন করেছিল। তিনি বললেন, তুমি সবার আগে এসে বস। ধনী হলে তোমাকে এত নিকটবর্তী করতাম না। তাঁর ধনী বন্ধু ও শাগরেদগণ আকাংখা করে বলতেন যে, হায়, আমরা যদি গরীব হতাম। এর, কারণ, হযরত সওরী (রহঃ) গরীবদেরকে অত্যধিক ভালবাসতেন, সম্মান করতেন, কাছে ডাকতেন। আর ধনীদের থেকে এড়িয়ে চলতেন। হযরত মুয়াম্মাল (রহঃ) বলেন, ধনীদেরকে হযরত সওরী (রহঃ)-এর মজলিসে যতটা ছোট ও নীচু থাকতে দেখেছি, এমনটা দ্বিতীয় কোথাও দেখি নাই। অনুরূপ, গরীবদেরকে তাঁর মজলিসে যে রকম মর্যাদা ও সম্মান পেতে দেখেছি, তেমনটি দ্বিতীয় কোথাও নযরে পড়েনি।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, মানুষ কত যে নির্বোধ! কারণ, সে দারিদ্র্যকে যতটুকু ভয় করে, জাহান্নামকে যদি এতটুকুও ভয় করতো তাহলে, দারিদ্র্য ও জাহান্নাম উভয় থেকেই সে নাজাত পেয়ে যেত। তদ্রূপ, যতটা সে ধনী হওয়ার আকাংখা করে, বেহেশ্তের জন্য ততটুকুও যদি আকাংখা পোষণ করতো তাহলে উভয়টাই সে পেয়ে যেত। অনুরূপ, যতটা সে প্রকাশ্যে মাখ্লুককে ভয় করে, আল্লাহ্কে অপ্রকাশ্যে অতটুকু ভয়ও যদি করতো তাহলে সে ইহ-পরকালের তামাম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যেত।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন; যে ব্যক্তি কাউকে ধনের জন্য সম্মান এবং দারিদ্র্যের জন্য অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, সে অভিশপ্ত।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ খবরদার, কারো পরনে ছেঁড়া-পুরানা কাপড় দেখে তাকে ঘৃণা করবে না। কারণ, তোমার খোদা ও তার খোদা একই খোদা।

হযরত মু'আয ইব্নে জাবাল (রাযিঃ) বলেন, গরীবদেরকে মহব্বত করা নবী-রসূলগণের আখলাক, তাদের উঠা-বসার অগ্রাধিকার দান করা আওলিয়ায়ে-ছালেহীনের বৈশিষ্ট্য, আর তাদের উঠা-বসা থেকে দূরে থাকা বা ঘৃণা করা মুনাফিকদের আলামত।

পূর্ববর্তী কোন আসমানী কিতাবের বরাতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক কোন এক নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন ঃ তুমি এই বিষয়ে ভয় কর যে, আমি যদি তোমার প্রতি ক্ষুব্ধ হই এবং সেজন্য তুমি আমার

—২০

করুণার নজর থেকে বঞ্চিত হও, তাহলে দুনিয়াকে আমি তোমার জন্য বৃষ্টির মত ঢেলে দেব।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইব্‌নে আমের (রহঃ) প্রমুখ হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-র জন্য যে হাদিয়া পাঠাতেন তিনি তা থেকে প্রত্যেক দিন এক হাজার দেরহাম বিলিয়ে দিতেন। অথচ, তাঁর দোপাট্টা তালিযুক্ত ছিল। একদা রোযাদার আয়েশা (রাযিঃ)-কে তাঁর বাঁদী বললেন, যদি একটিমাত্র দেরহামের গোশত খরিদ করতেন, তা দিয়ে ইফতার করতে পারতেন। তিনি বললেন, তুমি স্মরণ করিয়ে দিলেই তো পারতে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওছীয়ত করে বলেছিলেন, তুমি যদি আমার সাথে মিলতে চাও তাহলে অবশ্যই গরীবের জীবন-যাপন করবে, ধনীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে এবং দোপাট্টায় তালি লাগানোর আগে তা খুলে রাখবে না।

এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আদহাম (রহঃ)-এর জন্য দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পেশ করলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। লোকটি জোর অনুরোধ জানাতে থাকলে তিনি বললেন, তুমি কি চাও যে, দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে আমি গরীবদের রেজিষ্টার থেকে আমার নাম মুছে ফেলি? আমি কক্ষনো তা করব না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِىَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهٗ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهٖ۔

'বড়ই খোশ্-নসীব সেই ব্যক্তি যে ইসলামের হেদায়াতপ্রাপ্ত হলো এবং প্রয়োজন-পরিমাণ উপজীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে তাতেই সন্তুষ্ট থাকলো।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'হে গরীবেরা, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তোমরা দারিদ্র্যের জন্য আল্লাহ্-প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করবে, অন্যথায় নয়।' এই হাদীসের দ্বারা সন্দেহ জাগতে পারে ধনের প্রতি লালায়িত গরীব দারিদ্র্যের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু, ব্যাপকার্থবোধক হাদীসসমূহের প্রতি গভীরভাবে নজর করলে বুঝা যায় যে, এ ধরণের গরীবগণও দারিদ্র্যের জন্য সওয়াবের অধিকারী হবে। পরে এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে। অতএব, উল্লেখিত হাদীসে আল্লাহ্‌র

প্রতি সন্তুষ্ট না থাকলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাক যে তাকে সম্পদ দান করেন নাই, আল্লাহ্‌র এ ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া। কারণ, আল্লাহ্‌র ফয়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি সওয়াবকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু, এমনও বহু গরীব আছে যারা সম্পদের আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পদহীন করার দরুণ তাদের মনে কোন অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি নাই। (ফলে, তাদের সওয়াবও বাতিল হবে না।)

হযরত উমর ইবনুল-খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحًا وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِيْنَ

وَالْفُقَرَاءِ لِصَبْرِهِمْ هُمْ جُلَسَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'প্রত্যেক বস্তুর একটা চাবি থাকে। বেহেশ্‌তের চাবি হলো গরীব-মিসকীনদের মহব্বত করা, এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র জন্য ছবর অবলম্বন করছে। ক্বিয়ামতের দিন গরীব-মিসকীনরা হবে আল্লাহ্ পাকের অধিকতর নিকটবর্তী।'

হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ঐ গরীব যে আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিকে তুষ্ট এবং আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوْتَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا۔

'আয় আল্লাহ্, মুহাম্মদের পরিবারবর্গকে জীবনধারণ পরিমাণ রিযিক দান কর।'

তিনি বলেছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيْرٍ اِلَّا وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّهٗ كَانَ اُوْتِيَ قُوْتًا فِى الدُّنْيَا

'ক্বিয়ামতের দিন ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই আক্ষেপ করবে যে, দুনিয়াতে

যদি তাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিকই দেওয়া হতো।'

আল্লাহ্ পাক হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, আমাকে তালাশ কর ভাঙ্গা-হৃদয় লোকদের কাছে। তিনি বললেন, ভাঙ্গা-হৃদয় কারা? আল্লাহ্ পাক বললেন, সত্যপন্থী গরীবেরা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দরিদ্রের চাইতে উত্তম কেউ নাই যদি সে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তিনি আরও বলেন যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমার বাছাইকৃত-মনোনীত বান্দাগণ কোথায়? ফেরেশ্তাগণ বলবেন, হে খোদা, তারা কারা? আল্লাহ্ পাক বলবেন যে, এরা ঐ সকল দরিদ্র মুসলমান, যারা আমার দেওয়া হিস্সার উপর তুষ্ট ছিল, আমার নির্ধারিত তকদীরের উপর খুশী ছিল। তাদেরকে বেহেশ্তে দাখিল করে দাও। অতঃপর তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করে খেতে থাকবে এবং পান করতে থাকবে, অথচ তখনও লোকেরা হিসাবে ব্যস্ত থাকবে।

অল্পে তুষ্টি বা আল্লাহ্র হিস্সার উপর খুশী থাকা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। অল্পে-তুষ্টির বিপরীতে রয়েছে লোভ-লালসা। এ সম্পর্কে হযরত উমর (রাযিঃ) বলেছেন ঃ লালসাই দারিদ্র্য, আর লালসামুক্ত থাকাতেই প্রাচুর্য। কারণ, যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ না করে বরং নিজের যা আছে তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে, কোন মানুষের কাছে তাকে তোয়ায-নোয়ায করতে বা ধন্না দিতে হবে না।

হযরত ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যহ আরশের নীচ থেকে একজন ফেরেশ্তা আওয়ায দিয়ে বলে, হে আদম সন্তান, যে 'অল্প' তোমার প্রয়োজন মিটাতে যথেষ্ট তা ঐ 'বেশী' অপেক্ষা উত্তম যা তোমাকে অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী করে দেয়।

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, প্রতিটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিই ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, সে দুনিয়ার প্রাচুর্য দেখলে ফূর্তিতে নেচে উঠে। অথচ, দিবা-রাতের অশ্রান্ত চাকা যে তার মূল্যবান জীবনকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সেজন্য তার কোন ভাবনা নাই, বেদনা নাই। হায় মানুষ, কি সর্বনাশ করছ! সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসে ব্যস্ত থাকছ অথচ, জীবন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ধন বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন,

আশা কম করা এবং প্রয়োজন-পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

কথিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম ইব্নে আদ্হাম (রহঃ) খোরাসানের স্বচ্ছন্দ ও আয়েশী জীবন-যাপনকারী এক বাদশাহ ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর বালাখানার উপর থেকে লক্ষ্য করে দেখেন, একটি লোক তাঁর মহলের একপ্রান্তে তার হাতের একটি রুটি খাচ্ছে, খাওয়ার পর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি তাঁর কোন গোলামকে বললেন, লোকটি জেগে উঠলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কিছুক্ষণ পর ঘুম ভাঙলে গোলাম তাকে ইব্রাহীমের কাছে নিয়ে গেলো। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যে রুটি খাচ্ছিলে, তা কি ক্ষুধার্ত অবস্থায়? সে বললো, জ্বী-হাঁ। আবার প্রশ্ন করলেন, তবে কি তুমি ঐ একটি রুটিতে পরিতৃপ্ত হয়েছিলে? সে বললো, জ্বী-হাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি যে ঘুমালে, আরামেই ঘুমালে? সে বললো, জ্বী-হাঁ। ইব্রাহীম তখন আপন মনে ভাবতে লাগলেন, কি হবে আমার এই দুনিয়া, এই ঐশ্বর্যভাণ্ডার দিয়ে? কারণ, জীবন ধারণের জন্য এতটুকুই তো যথেষ্ট দেখছি।

হযরত আমর ইব্নে আবদুল কায়স (রহঃ) লবন দিয়ে তরকারী খাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, আল্লাহ্র বান্দা, দুনিয়ার জীবনে এ কিঞ্চিতের উপরই আপনি সন্তুষ্ট? তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিবো যে নিকৃষ্ট বস্তুর উপর সন্তুষ্টচিত্ত? সে বললো, জ্বী, বলুন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের বদলে 'দুনিয়া' নিয়ে সন্তুষ্ট।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থলে থেকে একখানা শুকনা রুটি বের করে পানিতে ভিজিয়ে লবন দিয়ে খেয়ে নিতেন। আর বলতেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে এতটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাকে কারুরই মুখাপেক্ষী হতে হয় না।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক যাদের কসম খেয়ে বলার পরও তারা আল্লাহ্র কথায় বিশ্বাস করে নাই, তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হোক। অতঃপর তিনি এই আয়াত আবৃত্তি করলেন ঃ

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ○ فَوَرَبِّ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

'আসমানে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু। আসমান ও যমীনের রব্ব্-এর কসম, এটি ধ্রুব সত্য।'

(যারিয়াত ঃ ২২, ২৩)

একদা হযরত আবূ যর (রাযিঃ) লোকদের নিয়ে মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় তাঁর বিবি এসে বলতে লাগলেন, আপনি এখানে মজলিস করছেন? অথচ, আপনার ঘরে মুখে দেওয়ার মত কিছুই নাই। তিনি বললেন, হে বিবি! আমাদের সম্মুখে এক দুর্গম ঘাঁটি বিদ্যমান। সেই ঘাঁটি হতে তারাই নাজাত পাবে যারা হাল্কা সহজ জীবন-যাপন করে। এতদশ্রবণে তাঁর বিবি সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরে যান।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, যে ক্ষুধা-পীড়িত ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ে, সে কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

জনৈক বুযুর্গ জিজ্ঞাসিত হলেন ঃ আপনার কি কি ধন-সম্পদ আছে? তিনি বললেন ঃ কর্মজীবনের স্বচ্ছ ও সৎ কর্মশীলতা, হৃদয়ের ঈমানসিক্ত সরলতা এবং পরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভহীনতা।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাবতীর্ণ কোন কিতাবে বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান, সমগ্র পৃথিবীও যদি তোমার হয় তবে তোমার ভাগ্যে জুটবে শুধু তোমার নির্ধারিত খোরাকটুকু। অতএব, আমি যখন তোমাকে শুধু তোমার ভোগ্য খোরাকটুকু দান করি, আর বাকীটুকুর হিসাব অন্যদের গর্দানে চাপিয়ে দিই, বস্তুতঃ এতে আমি তোমার বৃহত্তম উপকারই করি।'

কোন বুযুর্গ ক্বানাআত বা 'অল্পে-তুষ্টি' প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ কাঁদতে হয় আল্লাহ্র কাছে কাঁদ, আল্লাহ্র কাছে মিনতি কর, মানুষের কাছে মিনতি করা বৃথা। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাক, মানুষের থেকে কিছুর আশা করো না। বিশ্বাস কর, নির্লোভ থাকাতেই তোমার ইয্যত। ঘনিষ্ঠ অ-ঘনিষ্ঠ কারুরই মুখাপেক্ষী হয়ো না। কারণ, পরের ধনে যে লোভ করে না সে-ই প্রকৃত ধনী।

আর এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ 'এ সম্পদের স্তূপে তো ওয়ারিশদের জন্যই

স্তূপীকৃত। তোমার সম্পদ তো তা-ই যা তুমি আল্লাহ্র জন্য খরচ করেছ। আসলে, সেই হৃদয় বড়ই শান্তিপূর্ণ যার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, সকলের রিযিক বন্টনকারী আমাকেও অবশ্যই রিযিক দিবেন। এ বিশ্বাস তার ইয্যতকেও নির্দাগ-নিরাপদ রাখে, তার চেহারাকেও সজীব ও অমলিন রাখে। বস্তুতঃ 'ক্বানাআত' (খোদা-প্রদত্ত হিস্সাতে সন্তুষ্টি) যদি কারো জীবনের আঙিনায় অবতরণ করে, ক্বানাআতের শীতল ছায়া তাকে সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে দেয়।

অধ্যায় ঃ ৩৫

গায়রুল্লাহকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

'তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকো না ; অন্যথায়, জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে।' (হূদ ঃ ১১৩)

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, ركون বলতে কোন বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়া ও আকৃষ্ট হওয়াকে বুঝায়, চাই তা কম মাত্রায় হোক কিংবা অধিক মাত্রায় হোক। হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো ঃ 'তোমরা যালিমদিগকে আপন বলে গ্রহণ করো না।' বস্তুতঃ উক্ত আয়াতের যাহেরী অর্থ হয় ঃ তোমরা কাফের মুশরেক ও ফাসেক মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো না। আল্লামা নিশাপুরী (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এর অর্থ, যুলুমবাজদের যুলুম-অত্যাচার ও তাদের নির্যাতনমূলক রীতি-নীতির সমর্থন, গুণ-কীর্তন বা প্রশংসা করা এবং তাদের যে কোন অন্যায়কর্মে সহযোগিতা বা অংশগ্রহণ করা। কিন্তু তাদের যুলুম ও অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উদ্দেশে কখনও কখনও তাদের কাছে যাতায়াত করা উক্ত আয়াতের নিষিদ্ধ সম্পর্কের আওতায় পড়ে না। (ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেন,) আমার ধারণায় এ যাতায়াতের বৈধতা কেবলমাত্র সামাজিক জীবনের নীতি-আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং রুখসত্ বা 'অবকাশ'-এর পর্যায়ভুক্ত। অন্যথায়, যালিমদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই হচ্ছে তাকওয়ার দাবী। কারণ, আল্লাহ্ই তার বান্দার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

'আল্লাহ্ই কি যথেষ্ট নন তার বান্দার জন্য?' (যুমার ঃ ৩৬)

তাই, তাদের প্রতি আকৃষ্ট বা সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ার মূল গোড়াই উৎপাটন করে ফেলা দরকার, বিশেষ করে আশংকা-সংকুল বর্তমান যমানায়। কারণ, আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সত্য-ন্যায়ের প্রতি আহ্বানই যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, তাদের কাছে যাতায়াত ধোকা ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত নয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আয়াতের বক্তব্য অনুসারে যেকোন যুলুমে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে সামান্য সম্পর্ক বা যাতায়াতই যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার কারণ, তাহলে, চরম ধরণের যালিম, নিপীড়ক ও সীমালংঘনকারীদের সাথে যারা গভীর সম্পর্ক রাখে, অহরহ যাতায়াত করে, তাদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভের জন্য জান কুরবান করে দেয়, এমনকি তাদের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন-যাপন, চলা-ফেরা, উঠা-বসা করে এবং তাদের চাল-চলন, লেবাস-পোশাক অনুসরণ করে তৃপ্তি অনুভব করে, তাদের উন্নত ও আকর্ষণীয় আহার-বিহার ও উপকরণাদি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়— তাদের পরিণতি কত বেশী লাঞ্ছনাকর ও ভয়াবহ হতে পারে? আসলে হাকীকতের দৃষ্টিতে তাকালে দেখবে, তাদের বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্র নিকট তা একটিমাত্র দানা বা মশার ক্ষুদ্র পালক বরাবরও নয়। বন্ধুগণ, তাহলে এও কি কোন কামনার যোগ্য বস্তু? ধিক্ এমন কামনাকারীর প্রতি, ধিক্ সেই কাম্য বস্তুর প্রতি। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

المرءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَّنْ يُّخَالِلُ

'মানুষ তার অন্তরঙ্গ-বন্ধুর রীতি-আদর্শের অনুসারী, সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরে। অতএব, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা দরকার যে, কাকে, কেমন মানুষকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে।'

বর্ণিত আছে যে, সৎ সঙ্গীর উদাহরণ মেশক বহনকারীর মত। মেশক তোমাকে নাইবা দিল কিন্তু, তার সুঘ্রাণ তুমি অবশ্যই আঘ্রাণ করবে। আর অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ কর্মকারের জাঁতার মত ; তোমাকে না পোড়ালেও

তার ধোঁয়া অবশ্যই পৌঁছবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ

'যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের অবস্থা ঠিক মাকড়সার বুনা জালের মত।' (আন্‌কাবূত ঃ ৪১)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ عَظَّمَ غَنِيًّا لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِيْنِهِ.

'যে ব্যক্তি কোন ধনীকে তার ধনের জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলো, তার দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।' তিনি আরও বলেন ঃ

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذٰلِكَ الْعَرْشُ

'কোন ফাসেকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্ পাক গোস্বান্বিত হন এবং এতে তার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে।'

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ

'(সেই দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রতিটি মানুষকে তার ইমাম সহকারে তলব করবো।' (ইসরা ঃ ৭১) অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে।

এখানে তফসীরকারগণ 'ইমাম' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতে ইমাম বলতে আমলনামাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, এর অর্থ হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেককে তার আমলনামা সহ ডাকবো। নিম্নবর্ণিত আয়াতটি এ অর্থকেই সমর্থন করে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ

'যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে.........।'

(আল-হাক্কাহ ঃ ১৯)

ইব্‌নে যায়দ (রহঃ) বলেছেন যে, এখানে ইমাম মানে, নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। অর্থাৎ লোকদিগকে 'হে তাওরাতওয়ালা, হে ইন্‌জীলওয়ালা, হে কুরআনওয়ালা ইত্যাদি বলে ডাকা হবে। হযরত মুজাহিদ ও হযরত ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, 'প্রত্যেকের ইমাম' মানে তার নবী। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করবেন যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অনুসারীদের হাযির কর, মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের হাযির কর, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদেরকে হাযির কর, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুগামীদের হাযির কর ইত্যাদি। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন যে, ইমাম মানে নেতা বা অনুসৃত ব্যক্তি। অর্থাৎ যে-সময় লোকেরা যার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতো তাদেরকে সেই নেতা সহকারে তলব করা হবে। সহীহ্ হাদীসে হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ)-এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন তখন প্রত্যেক গাদ্দারের (অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর) জন্য এক-একটি (অপমানকর) ঝাণ্ডা বুলন্দ করা হবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের গাদ্দারীর নিশান।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্(রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নেক বান্দাদের এক-একজনকে ডাকা হবে এবং ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। এবং তার দেহকে ষাট হাতে বর্ধিত করা হবে, চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে, মাথায় ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ মুক্তা নির্মিত মুকুট পরানো হবে। অতঃপর তার সাথীদের দিকে যেতে শুরু করবে। সাথীরা তাকে দূর হতে দেখেই বলতে থাকবে ঃ হে আল্লাহ্, তাকে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও এবং তার উছীলায় আমাদেরকেও বরকতস্নাত কর। এতক্ষণে সে তাদের কাছে এসে পৌঁছবে এবং বলবে ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই অনুরূপ নে'আমত ও মর্যাদা।

আর কাফেরের চেহারাকে কালো-কুৎসিত করে দেওয়া হবে। হযরত আদম (আঃ)-এর মত তার দেহকে ষাট হাতে বর্ধিত করা হবে। তার মাথায়ও এক বিশেষ ধরনের মুকুট থাকবে। তার সাথীরা তাকে দেখে বলতে

শুরু করবে ঃ এই লোকটার অনিষ্ট হতে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। আয় আল্লাহ্, একে আমাদের কাছে আসতে দিবেন না। তবুও সে তাদের কাছে এসে পৌঁছবে। তখন সাথীরা বলবে, আয় আল্লাহ্, একে লাঞ্ছিত করুন। সে তখন বলবে, আল্লাহ্‌র রোষানল তোমাদের প্রতি। শোন, তোমাদের প্রত্যেকেরই এই পরিণতি হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَاۙ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَاۙ

'যখন এ যমীন প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হবে এবং তামাম বোঝাসমূহ বাইরে নিক্ষেপ করবে।' (যিলযাল ঃ ১, ২)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ ভূতলসহ সমগ্র যমীন থরথর করে কাঁপতে থাকবে এবং তার অভ্যন্তরস্থ মৃতদেহ ও তামাম রত্নরাজি বাইরে নিক্ষেপ করবে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতখানা পাঠ করলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَاۙ

'সেদিন এ যমীন সমস্ত খবর বলে দিবে।' (যিলযাল ঃ ৪)

অতঃপর বললেন, তোমরা জান, জমীন কি খবর বলবে? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। হুযূর বললেন, প্রত্যেক বান্দা-বান্দি যমীনের উপর যা কর্ম করেছে, যমীন সে-সবকিছুরই সাক্ষ্য প্রদান করবে। হুযূর বলেন ঃ তোমরা যমীন থেকে নিজেদের হিফাযত কর। কারণ, যমীন সবকিছুই প্রকাশ করে দিবে। —ত্বাবরানী

অধ্যায় ঃ ৩৬

ইসরাফীল (আঃ)-এর শিঙ্গায় ফুৎকার, ক্বিয়ামতের বিভীষিকা ও কবর হতে হাশরের মাঠে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ

كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى الْجَبْهَةَ وَاَصْغَى بِالْاُذُنِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ -

'কিভাবে আমি আনন্দ-উল্লাস করবো, অথচ, ইস্‌রাফীল (আঃ) মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে শির অবনত করে গভীর মনোযোগে কান পেতে অপেক্ষা করছেন—কখন শিঙ্গায় ফুঁকদানের হুকুম আসে।'

হযরত মুকাতিল (রহঃ) বলেন, শিঙ্গাটা শিং-এর মত! হযরত ইস্‌রাফীল (আঃ) শিঙ্গা মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। শিঙ্গার গোলাকার মুখটি সাত আসমান-যমীনের পরিধি বরাবর। তিনি অপলক নেত্রে আরশের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করছেন যে, কখন আদেশ করা হয়। প্রথম বার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দারা তাতে বেহুঁশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভীষণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে সমস্ত প্রাণীই মারা যাবে, মাত্র কয়েকজন ছাড়া। তারা হলেন, জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, ইস্‌রাফীল ও মালাকুল-মউত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মালাকুল-মউতকে যথাক্রমে জিব্‌রাঈল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের রূহ্ কবযের হুকুম দিবেন ; অতঃপর মালাকুল-মউতও আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃত্যুপ্রাপ্ত হবেন। এই ফুৎকারে সমগ্র বিশ্বপ্রাণীকুলের মৃত্যু ঘটার পর চল্লিশ বছর যাবত তারা আলমে-বর্‌যখে একরূপ অবস্থাতেই পড়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইস্‌রাফীলকে জীবিত করে দ্বিতীয়বার ফুঁকের হুকুম দিবেন। (প্রথম ফুঁককে বলা হয় 'নাফ্‌খায়ে ঊলা' এবং দ্বিতীয় ফুঁককে 'নাফ্‌খায়ে ছানিয়া') আল্লাহ্ পাক এ নাফ্‌খায়ে ছানিয়ার কথাই বলেছেন এই আয়াতে ঃ

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۝

'অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তৎক্ষণাৎ তারা (জীবিত) হয়ে (আপন পদযুগলের উপর) দাঁড়িয়ে (পুনরুত্থানের বিস্ময়কর দৃশ্য) অবলোকন করতে থাকবে।' (যুমার ঃ ৬৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'শিঙ্গা ফুৎকারক ফেরেশ্‌তা পুনর্জীবিত হবার পর আবার শিঙ্গার কাছে এসে তা মুখে লাগাবেন। এবং এক পা আগে ও আর এক পা পিছনে স্থাপন করে দ্বিতীয় ফুৎকারের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকবেন।' বন্ধুগণ, শিঙ্গায় ফুকের কথা স্মরণ কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। চিন্তা কর, দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই যখন পুনর্জীবিত হবে তখন সেই ফুৎকারের বিভীষিকা দেখে তারা কিরূপ ভীত সন্ত্রস্ত হবে, কিরূপ পেরেশান ও অসহায় বোধ করবে। তদুপরি, পরবর্তী ফয়সালার ভয়ে কিরূপ কম্পমান থাকবে যে, রহমত ও জান্নাতের ফয়সালা হয়, নাকি লা'নত ও গযবের। তুমিও সেদিন তাদের মত দিশাহীন ও অসহায় বোধ করবে। আর যদি তুমি দুনিয়াতে রাজা-বাদশা বা দাম্ভিক ঐশ্বর্যশালী হয়ে থাক তবে মনে রাখ, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজা-বাদশা ও ঐশ্বর্যশালীরা সেদিন সর্বাধিক বিপন্ন, বিষন্ন ও ঘৃণ্য সাব্যস্ত হবে। মানুষের পদস্রোত তাদের পিপীলিকার মত নিষ্পেষিত করবে।

সেইদিন জঙ্‌লী জানোয়াররা মাথা নীচু করে পাহাড়-পর্বত ও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে, প্রকৃতিগতভাবে মানবভীরু হওয়া সত্ত্বেও সেদিন তারা মানুষের মাঝে এসে ভিড় করবে। এ তাদের কোন অপরাধের শাস্তি নয় বরং হাশর দিবসের ভীতি, প্রচণ্ড আওয়ায ও শিঙ্গায় ফুৎকারের বিকটতায় ওরা মানুষের থেকে দূরে থাকার অনুভূতি বিস্মৃত করে দিবে। আল্লাহ্‌ পাক একথাই বলেছেন ঃ

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

'যখন জঙ্‌লী প্রাণীরা একত্রিত হবে।' (তাক্‌ভীর ঃ ৫)

সেদিন সমস্ত শয়তান, বড় বড় না-ফরমান ও সীমালংঘনকারীরাও আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযিরার ভয়ে কাতর ও অবনত হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

'আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি ঐ কাফেরদিগকে ও শয়তানদিগকে পুনরুত্থিত করবো এবং তাদেরকে উপুড় করা অবস্থায় জাহান্নামের পার্শ্বে এনে উপস্থিত করবো।' (মারইয়াম ঃ ৬৮)

হে মানুষ, চিন্তা কর, তখন তোমার কি পরিস্থিতি হবে, তোমার মন-মানসিকতার কি করুণ দশা হবে।' তারপর চিন্তা কর, পুনরুত্থানের পর কি অবস্থা দাঁড়াবে। সমস্ত মানুষদিগকে খৎনাহীনভাবে খালি পায়ে, উলঙ্গ দেহে হাশর-ময়দানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। সে ময়দান তৃণ-লতাশূন্য সমতল ময়দান। এমন কোন টিলা থাকবে না যার আড়ালে লুকানো যাবে, এমন কোন নিম্নভুমিও থাকবে না যে, ফাঁকি দিয়ে তথায় পালিয়ে যাওয়া যায়। বরং তা হবে সম্পূর্ণ সমতল বিশাল ময়দান। দলে দলে সকলকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সুব্‌হানাল্লাহ্‌! কত বড় শক্তিধর সেই খোদা যিনি সমগ্র পৃথিবীর আনাচ-কানাচ হতে হাজারো-লাখো রং-রূপ ও লাখো কিসিমের মাখলূককে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন। বাস্তবিকই, সেইদিন হৃদয়সমূহের প্রকম্পিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না, মস্তক ও দৃষ্টি অবনত করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকবে না।

আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

'যেদিন যমীন ও আসমানসমূহকে ভিন্নতর যমীন ও আসমানে রূপান্তরিত করা হবে।' (ইব্‌রাহীম ঃ ৪৮)

এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌নে-আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ যমীনের ভিতর সংকোচন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হবে, বৃক্ষরাজি, পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, উকাযী চামড়ার মত দীর্ঘায়িত করে চান্দির মত সাদাভ যমীনে পরিবর্তিত করা হবে—যার উপর কোন রক্তপাত, কোন পাপাচার সংঘটিত হয় নাই। আর আসমানের চন্দ্র, সূর্য, তারকামণ্ডলীও ধ্বংসপ্রাপ্ত

হবে। হে মিসকীন, হে সম্বলহীন! চিন্তা কর, সে-দিনটি কিরূপ ভয়াবহ ও সঙ্গীন হবে। হায়, সমস্ত মাখলূক যখন ঐ যমীনের উপর একত্রিত হবে তখন তাদের উপর হতে আকাশের তারকাসমূহ নীচে পড়তে থাকবে, চাঁদ-সুরুজ আলোহীন হয়ে যাবে, ফলে, সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যাবে। এমনি অবস্থায় আসমান তাদের মাথার উপর ঘুরতে শুরু করবে এবং এই কঠিন, শক্ত ও মোটা আসমান পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকবে। ফেরেশ্তাগণ বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকবেন। হায়, কি ভয়াবহ অবস্থা হবে, কি ভীষণ ও বিকট আওয়ায হবে যখন এ কঠিনতম আসমান খান-খান হতে থাকবে, অতঃপর হলুদাভ রঙে প্রবাহিত হতে থাকবে। পাহাড়-পর্বত তুলার মত হয়ে উড়তে থাকবে, মানুষ উলঙ্গ দেহে, উলঙ্গ পায়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গ-পালের মত দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত স্ত্রী হযরত সাওদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি লজ্জার কথা! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হালতে একজন আর একজনের দিকে দেখবে। তিনি বললেনঃ নিজ নিজ পরিস্থিতির ফলে সেই অবকাশই কারো হবে না।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

'প্রতিটি মানুষ সেদিন এমন অবস্থার সম্মুখীন থাকবে যা তাকে অন্য সবকিছুর কথা বিস্মৃত করে দিবে।' (আবাসা ঃ ৩৭)

অতএব, হে মানুষ, সেই ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন সকলের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে যাবে, তবুও একজন আর একজনের দিকে তাকাবার উপায় হবে না। আর তা সম্ভবই বা কিভাবে? কারণ, কেউ সেখানে উপুড় হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলবে, কেউ মাথার উপর চলবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতের দিন মানুষ তিন অবস্থায় হাশরের মাঠে আসবে ঃ সওয়ার হয়ে, পায়ে হেঁটে এবং চেহারার দ্বারা হেঁটে। একজন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, চেহারার দ্বারা হাঁটবে কিরূপে? তিনি বললেন, যে খোদা পায়ের দ্বারা হাঁটিয়েছিলেন, তিনি চেহারার সাহায্যে হাঁটাবারও ক্ষমতা রাখেন।

মানুষ যে বস্তুকে ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা উপলব্ধি করে না তাকে অস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। সাপ যে বিনা পায়ে পেটের উপর বিদ্যুৎগতিতে হাঁটে তা যদি সে স্বচক্ষে অবলোকন না করতো তবে বিনা পায়ে হাঁটতে পারাকেও অস্বীকার করতো। অতএব, দুনিয়ার উপর অনুমান করে ক্বিয়ামাতের বিস্ময়কর ঘটনাবলী অস্বীকার করা হতে বিরত থাক। কারণ, দুনিয়াতেও অনেক বিস্ময়কর জিনিস আছে যা স্বচক্ষে দেখার আগে তুমি অস্বীকারই করতে।

অতএব, হে বান্দা, তুমি ধ্যান কর যে, ক্বিয়ামতের ময়দানে তুমি উলঙ্গ, অপমানিত-অপদস্থ অবস্থায় দিশাহারা হয়ে অপেক্ষা করছ যে, তোমার সম্পর্কে বেহেশ্তের ফয়সালা হয়, নাকি জাহান্নামের। সেই পরিস্থিতিকে অতি কঠিন বলে বিশ্বাস কর ; কারণ, সত্যিই তা যারপর নাই কঠিন। তারপর চিন্তা কর যে, সাত আসমান, সাত যমীনের সমস্ত মাখলূকাত তথা ফেরেশ্তা, জ্বিন-ইনসান, শয়তান, বন্য পশু, হিংস্র জন্তু, পশু-পক্ষী সবাই সেখানে একত্রিত হয়ে প্রচণ্ড ভিড় সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য্য আগের মত নাই, বরং তা দুই ধনুক পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে তাদের মাথার উপর প্রচণ্ড তাপ ঢালছে। আল্লাহ্র আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নাই। একমাত্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণই সেই ছায়া লাভে ধন্য হচ্ছে। আর বাকী সকলে প্রখরতর সূর্য্যতাপে জ্বলে-পুড়ে শেষ হচ্ছে। সূর্য্যের তেজ যেন তাদের গলিয়ে ফেলছে। অগ্নিঝরা তাপে মানুষ দিশাহীন হয়ে পড়েছে। পরন্তু প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন ধাক্কা-ধাক্কি ও পায়ে-পায়ে ঘর্ষণ লাগছে। তদুপরি, মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্র সম্মুখে হিসাবের লজ্জা ও অপমানবোধ তো আছেই। হায় কি বিভীষিকা! একদিকে সূর্য্যের অগ্নিঝরা উত্তাপ, অসংখ্য প্রাণীর নিঃশ্বাসের উত্তাপ, আর একদিকে লজ্জা, ভীতি ও অপমানবোধের দরুন হৃদয়ের অগ্নিসম যন্ত্রণার উত্তাপ। প্রতিটি চুলের গোড়া হতে ঘাম প্রবাহিত হয়ে ক্বিয়ামাতের মাঠ ছেয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্র দরবারে যার যার স্তর হিসাবে সেই ঘাম কারো হাঁটুর সমান, কারো কোমর সমান, কারো কানের লতি পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলছে। কেউ কেউ তো ঘামের ভিতর একেবারেই যেন ডুবে যাচ্ছে।

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেদিন মানুষ রাব্বুল-আলামীনের সম্মুখে হিসাবের

জন্য দণ্ডায়মান হবে, সেদিন অনেকেই নিজের ঘামে কান পর্যন্ত ডুবে যাবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ক্বিয়ামতে মানুষের শরীর থেকে অজস্র ঘাম ঝরতে থাকবে।সেই ঘাম যমীনের সত্তর গজ তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছবে। —বুখারী, মুসলিম

আর এক হাদীসে আছে, মানুষ দণ্ডায়মান অবস্থায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং সীমাহীন কষ্টের দরুন ঘাম ঝরে ঝরে গলা পর্যন্ত পৌঁছবে।

হযরত উক্‌বা ইব্‌নে আমের (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে সূর্য্য যমীনের নিকটবর্তী হবে ; ফলে, মানুষ ঘর্মাক্ত হতে থাকবে। কারো ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো অর্ধহাঁটু, কারো হাঁটু, কারো উরু, কারো কোমর, কারো মুখ পর্যন্ত পৌঁছবে। কারো মাথা পর্যন্ত ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে।

হে মিসকীন ! হে সহায়-সম্বলহীন। হাশর ময়দানের ঘামের দরুন পরিস্থিতি ও সীমাহীন কষ্টের কথা চিন্তা করে দেখ। ঐ অবস্থায় অনেকে বলতে শুরু করবে, হে খোদা, আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে হলেও এ কঠিন বিপদ ও প্রতীক্ষার কষ্ট হতে মুক্তি দাও। অথচ তখনও হিসাব-কিতাব শুরু হয় নাই, কোন শাস্তিও দেওয়া হয় নাই। হে মানুষ, তুমিও তো তাদেরই একজন হবে। তোমার কি জানা আছে যে, কি পরিমাণ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে? মনে রেখো, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশে হজ্জ, জিহাদ, রোযা, নামায, কোন মুসলমানের উপকারের জন্য যাতায়াত, কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও অন্যায়-অনাচার হতে বিরত রাখার কাজে যদি তোমার ঘাম না ঝরে থাকে তবে কাল ক্বিয়ামতের মাঠে লজ্জা, শংকা ও ভীতি তোমার সেই ঘাম বের করে ছাড়বে। তখন সেই কষ্টের কোন সীমা থাকবে না। মানুষ যদি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও দম্ভ-অহংকারের শিকার না হয় তা'হলে খুব সহজেই উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ্‌র বিধান ও বন্দেগী পালনের কষ্ট সময় ও পরিমাণের দিক থেকে ক্বিয়ামতের নিদারুণ কষ্ট ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময়কাল ও পরিমাণের তুলনায় অনেক তুচ্ছ, অতীব সামান্য। কারণ, সেই কষ্ট অতি ভীষণ ও অত্যন্ত দীর্ঘ।

অধ্যায় ঃ ৩৭

মাখলুকাতের বিচারের বয়ান

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ 'বলতে পার, নিঃস্ব-নিঃসম্বল কাকে বলে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমাদের বিবেচনায় নিঃস্ব-নিঃসম্বল তো সেই ব্যক্তি যার টাকা-কড়ি, ধন-সম্পদ বলতে কিছুই নাই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃসম্বল হলো সেই ব্যক্তি যে কাল ক্বিয়ামতে নামায-রোযা, সদ্‌কা-যাকাত প্রভৃতি আমল নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু সে কাউকে গাল-মন্দ করেছিল, কাউকে চারিত্রিক অপবাদ দিয়েছিল। অন্যায়-ভাবে কারো মাল ভক্ষণ করেছিল, কারো রক্ত ঝরিয়েছিল, কাউকে প্রহার করেছিল— ফলে, ঐ সকল মযলুমকে তার নেকীসমূহ বন্টন করে দেয়া হবে। তাদের ক্ষতিপূরণের আগেই যদি তার নেকীসমূহ খতম হয়ে যায় তবে তাদের গোনাহসমূহ তার গর্দানে চাপানো হবে এবং পরিণামে তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।'

অতএব, হে বন্ধু, চিন্তা কর, সেদিন তোমার কি দুর্দশা হবে। কারণ, তোমার কোনও নেক আমল কি রিয়া ও শয়তানের ফেরেবমুক্ত আছে? নাই। তাই, দীর্ঘদিনেও যদি দু'য়েকটি দোষমুক্ত নেকী করেও থাক, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরাই তো তা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেড়ে নিয়ে যাবে। তুমি যদি আজীবন লাগাতার নফল রোযা ও রাতভর ইবাদতে অভ্যস্ত থাক তবুও নিজেই নিজের হিসাব নিলে দেখতে পাবে যে, এমন কোন দিন যায় নাই যেদিন তোমার জিহ্বা মুসলমানদের এমনসব গীবত করে নাই যার ক্ষতিপূরণে জীবনের যাবতীয় নেক আমলই তামাম হয়ে যাবে। তাহলে, আরও যে সকল গুনাহসমূহ রয়েছে—যেমন, হারাম মাল, হারাম রুযি ভক্ষণ, সন্দেহযুক্ত কাজ বা বস্তু ব্যবহার, ইবাদতে ত্রুটি প্রভৃতির কি পরিণাম হবে! তুমি পরের হক হরণ ও যুলুমের প্রায়শ্চিত্ত হতে মুক্তি লাভের কি আশা

করতে পার? অথচ, সেদিন শিংবিহীন জানোয়ারের প্রতি শিংওয়ালা জানোয়ারের যুলুমেরও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। হযরত আবূ যর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বকরীকে পরস্পর গুতোগুতি করতে দেখে বললেন, হে আবূ যর, বলতে পার, কি জন্য ওরা গুতোগুতি করছে? আমি বললাম, জ্বী-না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক কিন্তু জানেন এবং ক্বিয়ামত দিবসে ওদের মাঝে তার ফয়সালা করবেন।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

'পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণীসকল ও দু' ডানায় ভর করে উড্ডয়নকারী পাখীর দল তোমাদেরই মত।' (আন্আম ঃ ৩৮)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, ক্বিয়ামত দিবসে তাবৎ প্রাণীকূল তথা চতুষ্পদ জন্তু, যমীনে বিচরণকারী অন্যান্য জীব-জানোয়ার ও পাখীর দল—সকলকেই একত্রিত করা হবে। আল্লাহ্ পাক তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বিচার অনুষ্ঠান করবেন, শিংহীনের জন্য শিংদারের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা মাটি হয়ে যাও, তখন তারা মাটি হয়ে যাবে। তা দেখে কাফেররা বলতে শুরু করবে ঃ হায়, আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম।

হে মিসকীন! কি অবস্থা হবে, যখন তুমি দেখবে যে, বহু কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত নেকীসমূহ তোমার আমলনামায় নাই। তুমি বলবে, আমার নেকীগুলো কোথায় গেল? তখন বলা হবে ঃ তা তোমার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগকারীদের আমলনামায় দেওয়া হয়েছে। আরও দেখবে, তোমার আমলনামা এমনসব পাপাচারে পূর্ণ হয়ে আছে যেসকল পাপাচার হতে তুমি কঠিন সাধনা ও কষ্টের দ্বারা নিজেকে বিরত রেখেছিলে। তুমি বলবে, হে খোদা, এ সকল পাপাচারে তো আমি কখনও লিপ্ত হই নাই। তখন জবাব আসবে ঃ এ হচ্ছে ঐ সকল মানুষের পাপরাশি যাদের তুমি গীবত করেছিলে, ভর্ৎসনা করেছিলে, যাদের অনিষ্টের চিন্তা করেছিলে, লেন-দেনে, প্রতিবেশীত্বে, কথায়-বার্তায়, আলাপ-আলোচনায় যাদের প্রতি অন্যায় করেছিলে ইত্যাদি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরবের যমীনে মূর্তিপূজার ব্যাপারে শয়তান সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু, সেই তুলনায় ছোট ধরনের পাপে লিপ্ত দেখেই আনন্দিত হবে, অথচ, এ পাপাচারই তোমাদের ধ্বংস করে দিবে। অতএব, তোমরা যুলুম হতে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। কারণ, মানুষ ক্বিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহ পরিমাণ নেকী নিয়ে আসবে। সে ধারণা করবে যে, এই নেকীর উসীলাতেই সে নাজাত পেয়ে যাবে। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করবে, হে আল্লাহ্, এই ব্যক্তি আমার উপর এই যুলুম করেছিল, হক নষ্ট করেছিল। তখন হুকুম হবে যে, তার নেকীসমূহ থেকে তা পুরণ করে নাও। এভাবে হতে হতে তার একটিমাত্র নেকীও অবশিষ্ট থাকবে না। তার অবস্থা এ রকম যে, কিছু মুসাফির কোন জঙ্গলে অবতরণ করলো। তাদের সঙ্গে জ্বালানি নাই। তাই, তারা জ্বালানি সংগ্রহ করে অতঃপর খুব করে আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং নিজেদের ইচ্ছামত যা করার করলো। অনুরূপ, যুলুমের গুনাহ্ও নেকীসমূহকে বরবাদ করে দেয়।

যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

'হে নবী! অবশ্যই তোমার মৃত্যু হবে এবং অবশ্যই তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।' (যুমার ঃ ৩০, ৩১)

তখন হযরত যুবায়ের (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, দুনিয়াতে আমাদের মধ্যে যা-কিছু সংঘটিত হয়েছে, অপরাধের ধারা স্বরূপ তা কি সেখানে উত্থাপিত হবে? তিনি বললেন, হাঁ, তা পুনরায় উত্থাপিত হবে, যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করে দাও। হযরত যুবায়ের

বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এ তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। হায়, কি সঙ্গীন সেই দিনটি যেদিন মযলুমের পক্ষ হতে তিলমাত্র সহানুভূতি থাকবে না, একটি থাপ্পড়ও ক্ষমা করা হবে না, এমনকি একটি অন্যায় বচনও মাফ করা হবে না—যতক্ষণ না যালিমের নিকট হতে মযলুমের জন্য যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ পাক বান্দাদিগকে ধূলিমলিন ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তিনি এক আওয়ায দিবেন যা দূর থেকেও তেমনি শোনা যাবে যেভাবে নিকট হতে শোনা যাবে। তিনি বলবেন ঃ আমি বাদশাহ্, আমি হিসাব গ্রহণকারী, প্রতিফলদাতা। কোন বেহেশ্‌তী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কোন দোযখীর কোন হক রয়েছে, যতক্ষণ আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ না গ্রহণ করি। অনুরূপ, কোন জাহান্নামীও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার উপর কোন জান্নাতীর হক রয়েছে যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি। এমনকি, আমি একটা চপেটাঘাতেরও আজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। আমরা আরজ করলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ্, কিভাবে আমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, অথচ, আমরা থাকবো উলঙ্গ দেহ, ধূলি-মলিন, সহায়-সম্বলহীন? তিনি বললেন, তোমাদের নেকীসমূহের দ্বারা আর নেকী না থাকলে মযলূমের পাপরাশি যালিমের গর্দানে চাপিয়ে দেওয়ার দ্বারা। অতএব, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি যুলুম থেকে বাঁচ, কারো মাল হরণ, মানহানি, হৃদয়ে আঘাত করা, আচার-আচরণে দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কারণ, আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার ব্যাপারসমূহ তো খাস বিষয়, তা দ্রুততর মাফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, যার উপর, মানুষের প্রতি যুলুম বা অন্যান্য পাওনা দাঁড়িয়ে গেছে এবং ঐ সব অন্যায় থেকে তওবা করতঃ বিরতও হয়েছে, কিন্তু, হকদারের কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারে নাই, তার জন্য উচিত অধিক পরিমাণে নেকী হাসিল করতে থাকা, যাতে তা ঐ প্রতিফল দিবসে তার কাজে আসে। এবং অতি গোপনে একান্ত এখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে এমন কিছু নেক আমল করা উচিত যা একমাত্র সে ও আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানতে না পারে।

হয়ত বা ঐ সকল আমল তাকে আল্লাহ্ পাকের এমন নিকটতর ও প্রিয়পাত্র করে দিবে যে, আল্লাহ্ পাকের ঈমানদার বান্দাগণের জন্য তার বিশেষ অনুগ্রহবশতঃ তিনি তার প্রতি মেহেরবান হয়ে পাওনাদারদের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। যেমন, হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে তশরীফ রাখছিলেন। হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন যাতে তাঁর সম্মুখের দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান যাক, আপনি হাসছেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের দুই ব্যক্তিকে হাঁটুমুখী করে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করা হবে। তাদের একজন বলবে, হে আমার রব্ব, আমার এ ভাইয়ের কাছ থেকে আমার হক আদায় করে দিন। আল্লাহ্ পাক বলবেন, হে ব্যক্তি, তোমার ভাইয়ের হক আদায় করে দাও। সে বলবে, আয় খোদা! আমার একটা নেকীও যে অবশিষ্ট নাই। আল্লাহ্ পাক তখন দাবীদারকে বলবেন, ওর তো কোন নেকীই অবশিষ্ট থাকে নাই, বল, এখন কি করতে চাও? সে বলবে, হে প্রতিপালক, সে আমার পাপের বোঝা বহন করুক। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন, সত্যি সে দিনটি কি কঠিন ছিল! মানুষ সেদিন এমন সঙ্গীন বিপদে পড়বে যার জন্য তার পাপের বোঝা আর একজনের ঘাড়ে তুলে দিতে প্রয়াস পাবে। তিনি বললেন, অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঐ দাবীদারকে বলবেন, মাথা তুলো, বেহেশ্‌তের দিকে তাকাও। সে মাথা তুলে দেখবে। হে আল্লাহ্, এ-যে মূল্যবান চাঁদির সু-উচ্চ শহরসমূহ ও মুক্তাখচিত সোনার বালাখানাসমূহ দেখতে পাচ্ছি। এসকল নে'আমত কোন্ নবীর জন্য? কোন্ সিদ্দীকের জন্য? অথবা কোন্ শহীদের জন্য? আল্লাহ্ বলবেন, এ তার জন্য যে আমাকে এর মূল্য দিতে পারবে। সে বলবে, আয় আল্লাহ্! কার সাধ্য সে, এর মূল্য দিতে পারে? আল্লাহ্ বলবেন, তুমিই তা পার। সে বলবে, তার মানে? আল্লাহ্ বলবেন, তুমি যদি তোমার ভাইকে মাফ করে দাও। সে বলবে, হে মাওলা, এ ভাইকে আমি মাফ করে দিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, যাও, তোমার ভাইয়ের হাত ধর এবং তাকে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাও।—রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক দুরুস্ত রাখ, পারস্পরিক মনোমালিন্যের ইছলাহ্ ও সংশোধন করে নাও। কারণ, আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইছলাহ্ ও সংশোধন করে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করেন।

বস্তুতঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত নে'আমত পাওয়ার জন্য নিজেকে আল্লাহ্র আখলাকে গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ অন্যান্য চরিত্রসমূহের অনুকরণ কর। এখন তুমি মনে মনে চিন্তা কর যে, তোমার আমলনামা যদি অন্যের হক থেকে মুক্ত থাকবে কিংবা থাকলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং তুমি নিশ্চিত কামিয়াবী লাভ করতে পার তাহলে তোমার কি আনন্দ হবে যখন তুমি কাজীর দরবার হতে মুক্তি লাভ করবে, যখন তোমার প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া হবে, যখন তোমাকে শংকামুক্ত সৌভাগ্যের ও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। তখন তোমার প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে, তোমার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে যাবে। তুমি লোকদের মাঝে উল্লসিত মনে মাথা উঁচু করে হেলে-দুলে চলবে। তোমার উপর কারো কোন বোঝা থাকবে না। তোমার মুখমণ্ডলে সুখের আভা ফুটে উঠবে, তোমার ললাটে তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির শীতলতা মুক্তার মত চমকাতে থাকবে। তাবৎ মানবসম্প্রদায় তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমার সৌন্দর্য ও আনন্দ দেখে তারা ঈর্ষান্বিত হবে। তোমার সামনে ও পিছনে আল্লাহ্র ফেরেশ্তারা চলতে থাকবে। তারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে থাকবে যে, ইনি অমুকের সন্তান অমুক, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। সে এমন সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে যার পর আর কখনও কোন দুঃখ-দুর্গতি আসবে না।

হে মানুষ, দুনিয়ার জীবনে রিয়া, দ্বীনে শিথিলতা, কৃত্রিমতা ও কৃত্রিম সাজ-সজ্জা দ্বারা তুমি মানুষের মনে যতটুকু সম্মান লাভ করতে পারতে,—এই সম্মান ও মর্যাদাকে সেই তুলনায় অনেক বড় মনে কর না? যদি তুমি বিশ্বাস কর যে, এই সম্মান দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্মানের চাইতে অনেক বড়—আর মূলতঃ সেই মান-মর্যাদার সাথে দুনিয়ার মান মর্যাদার

তো কোন তুলনা করাই ভুল—তাহলে তুমি নির্মল হৃদয়, সাচ্চা নিয়ত ও সর্ব বিষয়ে আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ত ও আস্থাপূর্ণ সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সেই মর্তবা লাভের চেষ্টা কর। এতদ্ব্যতীত আর কোন পথেই তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

হে মানুষ, আল্লাহ্ পানাহ্! তোমার অবস্থা যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ তোমার আমলনামায় যদি এমন কোন অপরাধ দেখা যায় যাকে তুমি তুচ্ছ ভেবেছিলে, অথচ তা আল্লাহ্র নিকট খুবই সঙ্গীন, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি রোষান্বিত হয়ে বলবেন ঃ হে নিকৃষ্ট বান্দা, তোমার উপর আমার লা'নত ; আমি তোমার কোন ইবাদতই কবুল করব না। এই ঘোষণা কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেহারা কালোবর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্কে গোসান্বিত দেখে ফেরেশ্তাগণও তোমার উপর ক্ষেপে যাবে। এবং বলবে, তোমার উপর আমাদের লা'নত এবং সমগ্র মাখলূকের লা'নত। ঠিক ঐ মুহূর্তে 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্তারা তোমার দিকে অগ্রসর হবে। আল্লাহ্কে গোস্বান্বিত দেখে তারাও গোস্বায় ফেটে পড়বে। তারা তোমার প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিস্ঠুর আচরণ করবে। তাদের চেহারা এবং গঠনও হবে খুবই ভীতিপ্রদ। তারা তোমাকে উপুড় করে তোমার কপালের চুল ধরে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে। লোকেরা তোমার কালো-কুশ্রী চেহারা ও তোমার এ অপমান ও লাঞ্ছনা দেখতে থাকবে। আর তুমি 'হায় ধ্বংস, হায় বরবাদি' বলে চিৎকার করতে থাকবে। জবাবে ফেরেশ্তারা বলবে, আজ শুধু একটি ধ্বংস আহ্বান করো না বরং শত শত ধ্বংসের দো'আ কর। তারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, এই ব্যক্তিটি অমুকের সন্তান অমুক ; আল্লাহ্ পাক তার অপকীর্তিসমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন, তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করেছেন ; তার কুকর্মসমূহের দরুন তার উপর লা'নত করেছেন। ফলে, তার কপাল এমন পোড়াই পুড়েছে যে, কোনদিন আর এই কপালে জোড়া লাগবে না ; ভাগ্যের এ বিড়ম্বনা থেকে তার কখনও মুক্তি নাই। হে মানুষ, বহুক্ষেত্রে এ ধরণের পরিণতি ভুগতে হবে এমনসব গুনাহের দরুন যা তুমি লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে করেছ অথবা মানুষের অন্তরে মর্যাদার আসন প্রতিস্ঠার জন্য তা করেছ, অথবা লোক-লজ্জার ভয়ে তাতে লিপ্ত হয়েছ। ছি, তুমি কত বড় মূর্খ (?) যে, তুমি ক্ষণস্থায়ী

দুনিয়ার গুটিকয়েক মানুষের কাছে লজ্জার তোয়াক্কা করছ, অথচ ক্বিয়ামতের অপার ময়দানের বিশাল মানব কাফেলার সম্মুখে অপদস্থ হবার কথা ভাবছো না। সেখানে তো শুধু অপমানই হতে হবে না বরং আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হবে, ভীষণ যন্ত্রণাপদ আযাব হবে, 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা টেনে নিয়ে দোযখের মাঝে নিক্ষেপ করবে।

হে মানুষ, এ-ই হবে সেদিন তোমাদের অবস্থা। অথচ, তুমি ভয়হীন, বেপরোয়া।

অধ্যায় ঃ ৩৮

ধন-সম্পদের অপকারিতার বয়ান

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخسرون ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিরা যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র ইয়াদ বিস্মৃত না করে দেয়। যারা তা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (মুনাফিকূন ঃ ৯)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم ۝

'তোমাদের সম্পদ ও আওলাদ হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা। এবং আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে বৃহৎ পুরস্কার।' (তাগাবুন ঃ ১৫)

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে পুরস্কার লাভের উপর সন্তান ও জাগতিক ধন-সম্পদের প্রাধান্য দিবে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون ۝ اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون ۝

'যারা কেবল পার্থিব জীবন ও এর জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাদেরকে

তাদের কৃতকর্মগুলো দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দিই ; এবং তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখেরাতে দোযখ ছাড়া আর কিছুই নাই, আর তারা যা কিছু করেছিল, তা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হবে। (হূদ ঃ ১৫, ১৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ○ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

'সত্য সত্যই, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।' (আলাক ঃ ৬, ৭)

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ○

'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে উদাসীন ও খোদাবিস্মৃত করে রেখেছে।' (তাকাসুর ঃ ১)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্পদ ও সম্মানের মোহ হৃদয়ে কপটতা উৎপন্ন করে, যেভাবে পানি শস্য উৎপাদন করে।

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ اُرْسِلَا فِيْ زَرِيْبَةِ غَنَمٍ بِاَكْثَرَ اِفْسَادًا فِيْهَا مِنْ حُبِّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ فِيْ دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ۔

'দুটি হিংস্র বাঘকে কোন বকরীর পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলে তা ঐ বকরী পালের জন্য অত বেশী ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর সম্পদ ও সম্মানের মোহ যেকোন মুসলমানের দ্বীনের জন্য।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিদের ধ্বংস অবধারিত; তবে যারা সেই সম্পদ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। একদা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট

কারা? তিনি বললেন, ধনী ব্যক্তিরা (যদি তারা সৎপথে আয় ও ব্যয় না করে থাকে।)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন যে, তোমাদের পর এমনসব লোকেরা দুনিয়াতে আসবে যারা সব রকমের উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করবে, রকমারী উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার হবে, বিভিন্ন রঙের সুন্দরী নারীদেরকে বিবাহ করবে, বিভিন্ন রং-রূপের উৎকৃষ্টতম লেবাস-পোষাক পরিধান করবে। কিন্তু অল্পতে তাদের পেট ভরবে না, অনেক পেয়েও তাদের সাধ মিটবে না ; দুনিয়ার জন্য তারা হবে পাগলপারা, দিনরাত দুনিয়ার পিছনেই পড়ে থাকবে। আল্লাহ্কে ছেড়ে দুনিয়াকেই তারা মা'বূদ বানাবে, দুনিয়াকেই তাদের পালনকর্তা জ্ঞান করবে। দুনিয়াই হবে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তারা স্ব-স্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। অতএব, তোমাদের পরবর্তীদের মধ্যে যারা সেই যমানা পাবে তাদের প্রতি মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কঠোর নির্দেশ, তারা যেন ঐ সব লোকদের সালাম না দেয়, তাদের রোগীদের পরিচর্যায় না যায়, তাদের জানাযায় শরীক হবে না, তাদের বড়দের প্রতি সমীহ প্রদর্শন করবে না! যে ব্যক্তি তা করবে, সে ইসলামকে ধ্বংসের কাজে সাহায্য করবে।

তিনি আরও বলেছেন, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও। যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অধিক দুনিয়া হাসিল করে, নিজের অজান্তে সে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِيْ مَالِيْ وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ۔

'মানুষ তো 'আমার মাল, আমার মাল' বলে বেড়াচ্ছে। অথচ, তোমার মাল তো শুধু এতটুকু যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ কিংবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছ, অথবা দান-সদ্কা করে আখেরাতের জন্য জমা করেছ।'

এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার কি হলো যে, আমি মৃত্যুকে

ভালবাসতে পারি না? হুযুর বললেন, তোমার কাছে কোন মাল আছে? সে বললো, জ্বী-হাঁ, আছে। হুযুর বললেন, তোমার মালকে (আখেরাতের পথে) আগেই পাঠিয়ে দাও। কারণ, মু'মিনের অন্তরে তার সম্পদের প্রতি টান থাকে। অতএব তা অগ্রে পাঠিয়ে দিলে সেই প্রেরিত মালের কাছে চলে যেতে আগ্রহ পয়দা হবে। আর যদি মালকে পিছনে ফেলে যায় তবে মালের সাথে নিজেরও থেকে যেতে ইচ্ছা হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

أَخِلَّاءُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ إِلَى قَبْضِ رُوحِهِ وَالثَّانِي إِلَى قَبْرِهِ وَالثَّالِثُ إِلَى مَحْشَرِهِ فَالَّذِي يَتْبَعُهُ إِلَى قَبْضِ رُوحِهِ فَهُوَ مَالُهُ وَالَّذِي يَتْبَعُهُ إِلَى قَبْرِهِ فَهُوَ أَهْلُهُ وَالَّذِي يَتْبَعُهُ إِلَى مَحْشَرِهِ فَهُوَ عَمَلُهُ.

'তিনটি বস্তু আদম সন্তানের বন্ধু ; তন্মধ্যে একটি তার রূহ্-কবয পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকবে, আর একটি কবর পর্যন্ত, আর একটি হাশরের মাঠ পর্যন্ত। প্রথমটি তার মাল, দ্বিতীয়টি তার আত্মীয়-স্বজন, তৃতীয়টি হচ্ছে তার আমল।'

হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) হযরত আবূ দার্‌দা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নিকট পত্র লিখেছিলেন ঃ আমার ভ্রাতা! দুনিয়ার ধন-সম্পদ এই পরিমাণ সঞ্চিত করোনা যার শোকর তুমি আদায় করতে পারবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ধন-সম্পদের ব্যাপারে যে আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলেছে এমন মালদারকে হাশর মাঠে হাযির করা হবে এবং তার মাল তার সম্মুখে থাকবে। যখন তার পুলছেরাত পার হবার সময় আসবে তখনই সে কেঁপে উঠবে, কিন্তু মাল তাকে বলবে, নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাও। কারণ, আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের যে হক ছিল তা তুমি আদায় করেছ। অতঃপর এমন মালদারকে হাযির করা হবে যে মালের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলে নাই। মালকে তার গর্দানের

উপর রাখা হবে। যখনি সে পুলছেরাত থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হবে, মাল তাকে বলবে ঃ তোমার ধ্বংস হোক, তুমি আমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হক আদায় কর নাই। তুমি ধ্বংস হও, বরবাদ হও।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দা যখন মারা যায় তখন ফেরেশ্‌তারা বলে ঃ সে কি কি আমল পাঠিয়েছে? আর লোকেরা বলে? সে কি কি রেখে গেলো?

তিনি আরও বলেছেন ঃ

لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتُحِبُّوا الدُّنْيَا

'তোমরা জায়গা-জমির আয়োজন করো না, অন্যথায় দুনিয়ার মোহ-মায়া তোমাদের গ্রাস করে ফেলবে।'

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ দার্‌দা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। তখন হযরত আবূ দার্‌দা (রাযিঃ) বললেন, আয় আল্লাহ্, যে ব্যক্তি আমার সাথে দুরাচার করলো, তুমি তাকে স্বাস্থ্যবান করে দাও, দীর্ঘ জীবন দান কর এবং অঢেল সম্পদের মালিক করে দাও।' এতে বুঝা যায় যে, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের সাথে যদি বিপুল সম্পদও থাকে তাহলে তা মুসীবতে পরিণত হয়। কারণ, নিশ্চয় সে ব্যক্তি অন্যায় ও সীমালংঘনের দিকে পা বাড়াবে।

একদা হযরত আলী (রাযিঃ) একটি দেরহামকে হাতের তালুতে রেখে বললেন, হে দেরহাম, (রৌপ্য মুদ্রা), আমি জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে সরে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কোন উপকারে আসবে না।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত উমর (রাযিঃ) দূত মারফত যয়নব বিন্‌তে-জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার নিকট কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। হযরত যয়নব তা দেখে বললেন, এ কি জিনিস? উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললেন, আপনার জন্য হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পাঠানো হাদিয়া। তিনি বললেন, আল্লাহ্ উমরকে মাগফিরাত করুন। অতঃপর তিনি তাঁর একটা দোপাট্টাকে ছিঁড়ে কতগুলো থলে বানালেন। এবং ঐ হাদিয়ার মাল থলেতে পুরে আহ্‌লে-বাইত্, আত্মীয় স্বজন ও ইয়াতীমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অতঃপর

হাত তুলে দো'আ করলেন* ঃ আয় আল্লাহ্ উমরের হাদিয়া এই বৎসর পর আর কখনো যেন আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। এর পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইমি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হন।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, যে কেউ টাকা-কড়িকে বড় মনে করে, আল্লাহ্ পাক তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করে দেন।

কথিত আছে যে, সর্বপ্রথম যখন দিরহাম ও দীনার (রৌপ্য মুদ্রা ও স্বর্ণ মুদ্রা) বানানো হয় তখন ইবলীস ঐ দিরহাম-দীনারকে সযত্নে তুলে নিয়ে তার কপালে লাগায়। অতঃপর চুম্বন করে বললো, যারা তোমাদের ভালবাসবে, তারাই আমার প্রকৃত গোলাম।

হযরত সুমাইত বিন আজ্লান (রহঃ) বলেন, টাকা-পয়সা, সোনা-চান্দি হচ্ছে মুনাফিকদের লাগাম, এই লাগাম ধরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন, টাকা-পয়সা হলো বিষাক্ত বিচ্ছু ; যদি তাকে বশ করার মন্ত্র না জান তাহলে তা স্পর্শই করো না। কারণ, এ বিচ্ছু তোমাকে দংশন করলে তার বিষে তোমার মৃত্যু অবধারিত। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কি সেই মন্ত্রটি? তিনি বললেন, হালাল পথে উপার্জন করা এবং হক-হালাল ক্ষেত্রে ব্যয় করা।

আলা ইব্নে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, দুনিয়া পরমা সুন্দরীর বেশে আমার সম্মুখে হাযির হয়েছিল। তখন আমি বললাম, হে দুনিয়া, আমি আল্লাহ্র নিকট তোর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। জবাবে সে আমাকে বললো, আল্লাহ্র নিকট আমা হতে আশ্রয় পাওয়াতেই যদি তোমার সুখ-শান্তি বিশ্বাস কর তবে টাকা-কড়ি ও সোনা-চান্দিকে ঘৃণা কর। কারণ, এটাই হচ্ছে দুনিয়ার সবকিছু। কারণ, এর দ্বারা দুনিয়ার সবকিছুই অর্জন করা যায়। অতএব, যে ব্যক্তি এ থেকে বিরত থাকবে, তার পক্ষেই সম্ভব হবে দুনিয়া হতে দূরে থাকা।

মাসলামাহ্ বিন আবদুল আযীয (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর নিকট গমন করেন। অতঃপর তাকে বললেন, হে আমীরুল-মু'মিনীন, আপনি দ্বীনের

জন্য ও মানুষের কল্যাণে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কিন্তু, আপনার তেরটি সন্তানের কারো জন্যই তো আপনি একটি কানাকড়িও রেখে গেলেন না। জবাবে উমর ইব্নে আবদুল আযীয (রহঃ) বললেন, আপনি যে বললেন যে, আমি তাদের জন্য কানাকড়িও রেখে যাই নাই, কিন্তু আমি তো তাদের কোন হক অনাদায়ী রেখে যাই নাই এবং তাদের কোন হক আমি অন্যকে দিয়ে দিই নাই। কথা এই যে, আমার সন্তানেরা হয়তঃ আল্লাহ্র অনুগত হবে অথবা নাফরমান। যদি তারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে তবে আল্লাহ্ই তাদের জন্য যথেষ্ট ; কারণ, আল্লাহ্ পাক নেককারদের ব্যবস্থাপক ও মুরব্বী। আর যদি তারা অবাধ্যতা করে তবে সেজন্য আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।

বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মদ ইব্নে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বহু সম্পদের অধিকারী ছিলেন। (কিন্তু সবকিছুই আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন)। কেউ তাঁকে বললেন, এই সম্পদ আপনার সন্তানদের জন্য রেখে গেলে তাদের কল্যাণ হতো না? তিনি বললেন, না, আমি তা করবো না। বরং এ সম্পর্কে আমি আমার কল্যাণে আমার আল্লাহ্র কাছে জমা করছি। আর সন্তানদের জন্য সম্পদ নয় বরং সেই আল্লাহ্কে রেখে যাচ্ছি।

বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ আবু আবদি-রাব্বিহী (রহঃ)-কে বললেন ঃ হে আমার ভ্রাতা, তুমি বিপদের বোঝা কাঁধে নিয়ে বিদায় হবে আর সন্তানদেরকে সুখে রেখে যাবে—তা করো না। এতদশ্রবণে তিনি সম্পদ থেকে এক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ফী সাবীলিল্লাহ্ বিলিয়ে দিলেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে মু'আয (রহঃ) বলেন, মৃত্যুর সময় মানুষ তার সম্পদের ব্যাপারে এমন দু'টি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয় যে, এর চাইতে বড় বিপদের কথা কেউ কোনদিন শোনে নাই। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে কি? তিনি বললেন ঃ মৃত্যুকালে তার সমস্ত মাল-দৌলতই রেখে দেওয়া হয় ; পরন্তু, তাকে সমস্ত মালের হিসাব দিতে হয়।

অধ্যায় ঃ ৩৯

আমল, মীযান পাল্লা ও জাহান্নামের আযাবের বয়ান

আমার ভাই! মীযান পাল্লার চিন্তা-ফিকির থেকে উদাসীন থেকো না। আমলনামা ডান হাতে মিলবে না বাম হাতে সেই বিষয়ে গাফেল থেকো না। কারণ, সওয়াল-জওয়াবের পর মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক শ্রেণী হবে সম্পূর্ণ নেকীশূন্য। পাখীরা যেভাবে ঠোঁট মেরে দানা তুলে নেয় অনুরূপভাবে জাহান্নাম থেকে একটি 'কালো গর্দান' বের হয়ে তাদের গ্রাস করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আগুন তাদের সম্পূর্ণ গিলে ফেলবে। এবং ঘোষণা করা হবে ঃ ওদের কপাল খারাপ হয়ে গেছে, আর কোনদিন তা ভাল হবে না।

আর এক শ্রেণী হবে যাদের কোনই পাপ নাই। তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হবে ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র গুণগানকারীগণ উঠ, চল। অতঃপর তারা বেহেশ্তের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে। অনুরূপ 'রাত্রিজাগরণকারী'দের সম্পর্কে এবং দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য যাদেরকে আল্লাহ্র ইয়াদ ও বন্দেগী থেকে গাফেল করতে পারে নাই—তাদের সম্পর্কেও ঐ ঘোষণা করা হবে এবং তারাও বেহেশ্তে চলে যাবে। অতঃপর তাদের সকলের ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়া হবে ঃ ওরা চির নেকবখ্ত ও সৌভাগ্যশীল ; এরপর কখনও কোন দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্য তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

এরপর তৃতীয় শ্রেণীটি রয়ে যাবে, আর তাদের সংখ্যাই হবে সর্বাধিক। তারা ভালও করেছে, খারাপও করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওসব কু-কর্ম তাদের অজ্ঞাত থাকলেও আল্লাহ্ পাকের নিকট তা গোপন থাকে নাই। হয়তঃ তাদের নেকীর পরিমাণ বেশী অথবা বদীর পরিমাণ বেশী হবে। কিন্তু, অবশ্যই মহান আল্লাহ্ তাদের সম্মুখে সবকিছুই তুলে ধরবেন যাতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্র করুণা উপলব্ধি করে, অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও

আল্লাহ্র ইনসাফ তাদের কাছে প্রকাশিত থাকে। নেকী-বদীর বিবরণ সম্বলিত আমলনামাসমূহ উড়তে শুরু করবে এবং মীযান পাল্লা খাড়া করা হবে। সকলের দৃষ্টি আমলনামার দিকে নিবদ্ধ থাকবে যে, তা ডান হাতে আসছে নাকি বাম হাতে। অতঃপর মীযানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে যে, পাপের পাল্লা ভারী হচ্ছে না নেকীর পাল্লা। হায়, সে সময়টি হবে ভীষণ আতঙ্কজনক ; মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি তখন স্থির থাকবে না।

হযরত হাসান (রাযিঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হার কোলে শির-মুবারক রেখে আরাম করছিলেন। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আখেরাতের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা-মুবারকের উপর পতিত হলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি কাঁদছ কেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন, আখেরাতের কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা, তখন আপনার স্ত্রী-পরিজনের কথা কি আপনি স্মরণ করবেন? হুযূর বললেন ঃ

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهٖ فِىْ ثَلَاثِ مَوَاطِنَ فَاِنَّ اَحَدًا لَا يَذْكُرُ اِلَّا نَفْسَه
اِذَا وُضِعَتِ الْمَوَازِيْنُ وَوُزِنَتِ الْاَعْمَالُ حَتّٰى يَنْظُرَ ابْنُ اٰدَمَ
اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الصُّحُفِ حَتّٰى يَنْظُرَ اَبِيَمِيْنِهٖ
يَاْخُذُ كِتَابَهٗ اَوْ بِشِمَالِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ -

'সেই আল্লাহ্র শপথ—যার হাতে আমার জীবন-মরণ, তিন জায়গায় তো কারুরই কারো কথা স্মরণ থাকবে না ঃ যখন মীযান পাল্লা স্থাপন করতঃ আমলের পরিমাপ করা হবে। মানুষ ভীতি বিহ্বল থাকবে যে, তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়, নাকি বদীর পাল্লা। আমলনামা বিতরণের সময় তা ডান হাতে আসে নাকি বাম হাতে। আর পুলসিরাত পার হওয়ার সময়।'

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক আদম সন্তানকে মীযানের পাল্লাদ্বয়ের সম্মুখে এনে খাড়া করা হবে। প্রত্যেকের উপর একজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত করা হবে। যদি তার নেকীর পাল্লা ভারী হয় তাহলে উক্ত ফেরেশ্‌তা এত বুলন্দ আওয়াযে ঘোষণা করবে যে, সমস্ত মানুষ তা শুনতে পাবে ঃ অমুকের সন্তান অমুক চির সাফল্য ও সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হয়েছে ; এরপর কখনো সে দুর্ভোগ-দুভার্গ্যে পতিত হবে না। আর পাল্লা হাল্‌কা দেখতে পেলে সে ঘোষণা করবে ঃ অমুকের সন্তান অমুক চির হতভাগ্য হয়ে গিয়েছে, কোনদিন সে সৌভাগ্যের মুখ দেখবে না। তাছাড়া 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা আগুনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় লৌহ নির্মিত বিরাট বিরাট হাতুড়ী হাতে করে তার দিকে এগিয়ে যাবে। এবং ঐ জাহান্নামী দলকে ধরে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা এক ঘোষণা দিবেন, সেখানে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামও থাকবেন। বলবেন, হে আদম, যাও, জাহান্নামীদেরকে পাঠাও। হযরত আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামীরা সংখ্যায় কত? আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ হাজারে নয় শ' নিরানব্বই জন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এই হাদীস শ্রবণের পর সাহাবীগণ এমনই দিশাহারা হয়ে পড়লেন যে, তাঁদের হাসি একদম খতম হয়ে গেল। হুযূর তাদের এ অবস্থা দেখে ইরশাদ করলেন ঃ তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। সেই আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন-মরণ, তোমাদের সাথে আরও দু'টি জাতি থাকবে যাদের সংখ্যা সমগ্র বনী আদম ও বনী ইবলীসের (জ্বিনজাতি) ধ্বংসপ্রাপ্তদের চাইতেও বেশী হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এরা কারা? হুযূর বললেন ঃ ইয়াজুজ ও মাজুজ। এই সংবাদ শ্রবণে সাহাবীদের অস্থিরতা দূরীভূত হয়। হুযূর বললেন, তোমরা আমল করে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, সেই সত্তার কসম, যার মুঠোয় মুহাম্মদের জীবন, কিয়ামতের জনসমুদ্রে তোমরা হবে উটের পাঁজরের তিলকের মত কিংবা অন্য কোন জানোয়ারের সম্মুখের পায়ের চিহ্নের মত। (অর্থাৎ সহজেই তোমাদেরকে চিনে নেওয়া যাবে)।

হে গাফেল, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাজ-সামানের মোহে ধোকাগ্রস্ত, যে স্থান ত্যাগ করে তোমাকে চলে যেতে হবে তার চিন্তা পরিত্যাগ কর ; যে ঘাটে তোমাকে যেতে হবে সেই ঘাটের চিন্তামগ্ন হও। তোমাকে বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম অতিক্রম করা ব্যতীত কারুরই কোন গত্যন্তর নাই।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

'তোমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে। এটি আল্লাহ্‌র অবধারিত সিদ্ধান্ত। অতঃপর আমরা খোদাভীরুদেরকে নাজাত দিবো, আর যালিম-পাপিষ্ঠদিগকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

(মারইয়াম ঃ ৭১, ৭২)

তাহলে তোমার জাহান্নাম অতিক্রম চূড়ান্ত বিষয়, কিন্তু নাজাত পাওয়াটা অনিশ্চিত। তাই, অন্তর মাঝে সেই ভীতিপ্রদ ঘাঁটির দৃশ্যটা অনুভব কর, হয়তঃ তাতে তোমাকে নাজাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। চিন্তা কর, হাশরের মাঠের এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে মানুষের কি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ হবে। তারা কিয়ামতের প্রকৃত খবরাখবর ও সুপারিশকারীদের সুপারিশের অপেক্ষায় থাকবে, হঠাৎ করে ভয়াবহ রকমের অন্ধকার পাপিষ্ঠদিগকে ঘিরে ফেলবে ; দোযখের লেলিহান শিখা তাদের উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়ে যাবে ; তারা দোযখের বিকট চিৎকার ও গোস্বান্বিত গর্জন শুনতে পাবে। সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করবে যে, ধ্বংস অবধারিত ; এমনকি সৎলোকেরাও অশুভ পরিণামের আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এক আযাবের ফেরেশ্‌তা চিৎকার করে বলবে, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়—দুনিয়াতে যে নাকি অনেক বড় বড় আশা দিয়ে নিজেকে ধোকা দিয়েছে, জীবনকে অন্যায় কাজে ধ্বংস করেছে। ফেরেশ্‌তারা লোহার হাতুড়ী নিয়ে তার দিকে ছুটে যাবে, কঠোর ধমকা-ধমকি শুরু করবে এবং তাকে মাথা নীচু করে কঠিন শাস্তির জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করবে এবং বলবে ঃ

ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ○

'হাঁ, মজা চাখো, তুমি কিনা খুব প্রতাপশালী ও মর্যাদাশীল মানুষ। হায়, তাদেরকে এক সংকীর্ণ পরিসর, চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধ্বংসাত্মক উপকরণে পূর্ণ এমন এক কারাগারে বন্দী করা হবে যেখানের বন্দীর কোন মুক্তি নাই। পরন্তু, দোযখকে উত্তরোত্তর অধিকতর দাহিকাশক্তিতে প্রজ্জ্বলিত করা হবে। জ্বলন্ত 'জাহীম' তাদের আবাস, অত্যন্ত গরম পানি তাদের পানীয়। 'যাবানিয়া' নামক আযাবের ফেরেশ্‌তারা হাতুড়ীর দ্বারা তাদের মস্তক গুঁড়িয়ে দিবে। 'হাবিয়া' নামক দোযখ তাদের বক্ষে চেপে ধরবে। তাদের আশা-আকাংখা বলতে সেখানে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। কোন মতেই আর মুক্তি নাই, সুখ নাই স্বস্তি নাই। মাথা ও পদযুগল একত্র করে বাঁধা হবে। পাপের তিমিরে চেহারা থাকবে বিশ্রী কালো। চতুর্দিকে ওদের গগনবিদারী চিৎকার ধ্বনিত হবে ঃ 'হে মালেক! (দোযখের দারোগা), প্রতিশ্রুত আযাবের দুর্ভোগে শেষ হলাম। হে মালেক! কি শক্ত লোহা, কি ভারী হাতুড়ী। হে মালেক! আমাদের চামড়া দগ্ধিভূত হয়ে সারা। হে মালেক! আমাদের বের কর, মুক্তি দাও ; আর কোনদিন অন্যায়ের দিকে পা বাড়াবো না।' তখন আযাবের ফেরেশ্‌তারা বলবে ঃ না, না, কিছুতেই তোমরা 'আমান' পাবে না ; অপমানকর এ বন্দীশালা থেকে মুক্তি জুটবে না ; এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক, খবরদার! মুখ খুলবে না। তোমাদের মুক্তি দিলেও আবার তোমরা নিষিদ্ধ পথেই ছুটে চলবে। এতদশ্রবণে তারা নিরাশ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে। কিন্তু, সেই আক্ষেপ অনুতাপ তাদের কোন কাজে আসবে না। বরং জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় উপুড় করে ফেলে দেওয়া হবে। উফ্! তাদের উপরে আগুন, নীচে আগুন, ডানে আগুন, বাঁয়ে আগুন ; আগুনের ভিতর ডুবে থাকবে। আগুন তাদের খাদ্য, আগুন তাদের পানীয়, আগুন তাদের পোশাক, আগুন তাদের বিছানা-বালিশ।

মোটকথা, সর্বদিকে শুধু লেলিহান অগ্নিশিখা, আলকাতরার পোশাক, হান্টারের প্রচণ্ড আঘাত, জিঞ্জিরের দুর্বহ ভার। ভীড়ের মাঝে অস্থির ও নড়বড় পায়ে চলবে। মগজ অগ্নির উত্তাপে ফুটন্ত হাঁড়ির মত টগবগ করতে থাকবে। 'হায় ধ্বংস, হায় বরবাদি' চীৎকারে বাতাস ভারী করে তুলবে।

যখনই তারা 'হায় ধ্বংস' বলে চিৎকার করবে তখনই তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে, তাদের পেটের ভিতরের সবকিছু এবং চামড়া দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। তদুপরি, হাতুড়ীর প্রচণ্ড আঘাতে কপাল গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ; সেই যখমের পুঁজ মুখ দিয়ে বের হবে ; পিপাসার জ্বালায় কলিজা ফেটে যাবে ; চোখের মনি পানি হয়ে গালের উপর প্রবাহিত হবে। গালের গোশত খসে পড়ে যাবে। শরীরের সমস্ত, এমনকি চামড়াও জ্বলে-গলে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে পড়বে। চামড়া যখন চরমভাবে জ্বলে-জ্বলে কয়লা হবে তখন আবার তাকে নতুন চামড়ায় পরিণত করা হবে। রূহ্ হাড্ডিসার দেহের রগ ও হাড়ে বিরাজমান থাকবে। তাও অগ্নিশিখায় জ্বালায় কাতর আর্তনাদ করতে থাকবে। তারা অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু, মরতেও পারবে না। গরম পানির দরুন তাদের কালো চেহারা ও দৃষ্টিশক্তিহীন চোখের দিকে দেখলে তোমার কেমন লাগবে? তাদের জিহ্বা বাকশক্তিহীন, পিঠ ও হাড্ডিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ, কান কাটা, চামড়া ছিন্ন-ভিন্ন, হস্তযুগল গর্দানের সঙ্গে জিঞ্জিরাবদ্ধ। মাথা ও পা একসাথে বাঁধা। তারা চেহারা দ্বারা আগুনের উপর হাঁটবে, তখন লৌহ-শলাকা চোখের ভিতর ঢুকবে, আগুনের শিখা গোপন অঙ্গসমূহেও ছড়িয়ে পড়বে। জাহান্নামের ভয়ানক সাপ-বিচ্ছুরা দংশন করতে থাকবে। এ হচ্ছে তাদের অবর্ণনীয় মুসীবতের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র।

এখন তাদের ও জাহান্নামের তফসীলী পরিস্থিতি যে কি হতে পারে তাও একটু লক্ষ্য কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখের ভিতর সত্তর হাজার 'ওয়াদী' হবে, প্রতিটি ওয়াদীতে সত্তর হাজার ঘাঁটি থাকবে। প্রতিটি ঘাঁটিতে সত্তর হাজার অজগর ও সত্তর হাজার বিচ্ছু থাকবে। কাফের ও মুনাফিক জাহান্নামে পৌছার পর এ সবগুলোই তাদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বল্-হুয্ন্' (দুর্গতির গর্ত) ও 'ওয়াদীল-হুযুন' (দুশ্চিন্তাপূর্ণ নিম্নভূমি) থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাও। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, 'দুশ্চিন্তা-দুর্গতিপূর্ণ গর্ত বা নিম্নভূমি'র কি অর্থ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে জাহান্নামের এমন একটা এলাকা যা থেকে জাহান্নাম নিজেই সত্তরবার

আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চায়। আল্লাহ্ পাক তা রিয়াকার ক্বারী ও আলেমদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। এ হচ্ছে জাহান্নামের বিশালতা ও তার ওয়াদীসমূহের শাখাসমূহ। আর সেই ওয়াদীর সংখ্যা হবে মূলতঃ দুনিয়ার ওয়াদী তথা খাহেশাতের সংখ্যা হিসাবে। মানুষ যেহেতু বিশেষতঃ সাতটি অঙ্গের দ্বারা পাপ করে তাই সে অনুপাতে জাহান্নামেরও সাতটি দরজা হবে, একটি আর একটির উপর। সর্বোচ্চ হবে জাহান্নাম, তারপর 'ছাকার', তারপর 'লাযা', তারপর 'হুতামাহ্' তারপর 'ছাঈর', তারপর 'জাহীম', তারপর 'হাবিয়া'। তাহলে চিন্তা কর, হাবিয়ার গহীনতা কত গভীর। তার গভীরতার কোন সীমা-পরিসীমা নাই, যেরূপ দুনিয়ার খাহেশাতের কোন সীমা নাই। তাই, বলতে হয় যে, হাবিয়ার গভীরতার শেষ প্রান্ত নিরূপণ করতে যাওয়া মানে, হাবিয়া অপেক্ষা গভীরতর কোন হাবিয়ার সন্ধান করা। গহীন হাবিয়ার প্রান্ত মানে প্রান্তহীন আর এক হাবিয়া।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, 'জান, এ কিসের শব্দ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। তিনি বললেন, এ হচ্ছে একটি পাথর যা সত্তর বছর আগে জাহান্নামের ভিতর ছোঁড়া হয়েছিল, এইমাত্র তা জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছলো।' অতএব, চিন্তা কর, জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যকার ব্যবধান কত যে বিপুল। প্রতিটি স্তর যেমন বিশালায়তন, তেমনি তাদের দূরত্বও অনেক বিপুল। মানুষের দুনিয়ার দিকে ঝোঁক-প্রবণতায় যেমন ব্যবধান আছে, কেউ তো এত বেশী দুনিয়ামগ্ন যেন সে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে আছে, কেউ তাতে আরও কম প্রবেশে করেছে ইত্যাদি—সেই অনুপাতেই তারা জাহান্নামের আগুনে ডুবে যাবে। কারণ, আল্লাহ্ পাক কারুর উপর তিলমাত্রও যুলুম করবেন না। তাই, সব জাহান্নামীর আযাব সমান হবে না। বরং প্রত্যেকের আযাব তার অপরাধেরই অনুপাতে হবে। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হাল্কা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, তাকে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক করে দেওয়া হতো—তাহলে সেই সবকিছু দিয়েও সে ঐ আযাব হতে নাজাতের চেষ্টা করত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'জাহান্নামে সর্বাধিক লঘু শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক জোড়া আগুনের পাদুকা পরানো হবে যদ্দরুণ তার মস্তক ফুটতে থাকবে।' সর্বাধিক লঘু শাস্তির হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এ লঘুই যদি এত কঠিন হয় তবে কঠিনের অবস্থা কি। তোমার একটা আঙ্গুল আগুনের নিকটবর্তী করে তা কিছুটা অনুমান কর। কিন্তু, তোমার অনুমানে অবশ্যই তুমি ভুল করবে। কারণ, জাহান্নামের আগুনের সাথে দুনিয়ার আগুনের কোন তুলনাই চলে না। তবু, যেহেতু দুনিয়াতে এই আগুনের শাস্তিই সবচেয়ে কঠিনতর শাস্তি, সেজন্য জাহান্নামের আগুনকেও দুনিয়ার আগুনের উপমা দিয়েই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু, হায়! জাহান্নামীরা যদি সেখানে দুনিয়ার আগুন দেখতো তবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আনন্দ-উল্লাসে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তো।

এজন্যই কোন-কোন হাদীসে এসেছে যে, দুনিয়াতে প্রেরিত এ আগুনকে রহমতের সত্তর কিসিম পানির দ্বারা ধৌত করা হয়েছিল, যাতে করে দুনিয়াবাসীরা তা বরদাশত করতে পারে। বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে জাহান্নামকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। ফলে তা একদম লাল হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আবার এক হাজার বৎসর যাবত প্রজ্জ্বলিত করার পর একদা শ্বেতবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আরও এক হাজার বৎসর ধরে প্রজ্জ্বলনের পর তা একদম কৃষ্ণবর্ণ ও অন্ধকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নাম আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করেছিল যে, হে মা'বুদ, আমার এক অংশকে আর এক অংশ খেয়ে ফেলছে। এতে আল্লাহ্ পাক তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করেন ; একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা গরমের দিনে যে প্রচণ্ড তাপ অনুভব কর তা ঐ নিঃশ্বাসের তাপ, আর শীতকালে যে প্রচণ্ড শীত অনুভব কর তাও ঐ জাহান্নামের প্রচণ্ড শীতল অংশের শীত প্রবাহ।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, দুনিয়ার সর্বাধিক সুখী-স্বচ্ছন্দ কাফেরকে হাযির করা হবে। হুকুম হবে ঃ ওকে জাহান্নামের ভিতর একটা চুবানি দিয়ে আনো। চুবানির পর তাকে প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনো সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছিলে? সে বলবে, না, কখনও দেখি নাই। অতঃপর দুনিয়াতে সর্বাধিক দুঃখ-কষ্টপ্রাপ্ত একজন মু'মিনকে আনা হবে। হুকুম হবে, তাকেও একটা চুবানি দিয়ে নিয়ে আস। অতঃপর প্রশ্ন করা হবে ঃ জীবনে কখনও কোন কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, জ্বী-না, দেখি নাই।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, মসজিদের ভিতর যদি এক লক্ষ বা লক্ষাধিক লোক থাকে এবং এক জাহান্নামী এসে তাদের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তবে তৎক্ষণাৎ তাদের মৃত্যু ঘটবে।

পবিত্র কুরআনে যে বলা হয়েছে ঃ

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

কোন কোন আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুন তাদের চেহারায় একটিমাত্র থাবা মারবে এবং সেই একটিমাত্র লেলিহান শিখাতেই তাদের সমস্ত দেহ থেকে মাংসগুলো খসে পায়ের গোড়ালির কাছে থুবড়ে পড়বে। আরও চিন্তা কর, জাহান্নামীদের দেহ থেকে প্রবাহিত পুঁজ রক্তের কি বীভৎস দুর্গন্ধ হবে; অথচ,জাহান্নামীরা সে পুঁজের মধ্যে ডুবে যাবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদের এক বালতি পুঁজ যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তবে সমগ্র দুনিয়াবাসী সেই দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। জাহান্নামীরা যখন পিপাসার দহনে ছটফট করতে থাকবে এবং পানির জন্য ফরিয়াদ জানাবে তখন এই পুঁজই তাদেরকে পানি হিসাবে পান করতে দেওয়া হবে। তারা ডগডগ করে তা গলধঃকরণ করতে থাকবে, কিন্তু, তা গলা পর্যন্ত গিয়ে আটকে যাবে। এভাবে চতুর্দিক থেকে মৃত্যু যেন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। কিন্তু, সেখানে যে কারো মৃত্যু নাই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ○

'তারা যদি (পিপাসার জ্বালায়) আর্তনাদ করে তবে তেলের গাদের মত

পানি দ্বারা তাদের জবাব দেওয়া হবে ; যা তাদের চেহারাকে ঝলসিয়ে দিবে। অতীত বিশ্রী সে পানীয় এবং কি জঘন্য সেই আবাস!'

(কাহ্‌ফ ঃ ২৯)

তারপর দোযখীদের 'যাক্কূম' নামক খাদ্যের কথাও স্মরণ কর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ○ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ○ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ○ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ○

'হে পথ ও মতিভ্রষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা, পরন্তু 'যাক্কূম' বৃক্ষ হতে তোমরা খাদ্য গ্রহণ করবে এবং তা দিয়েই তোমরা উদর ভর্তি করবে। তদুপরি, গরম পানি পান করবে। আর তা পান করবে পিপাসাকাতর উষ্ট্রের মত।' (ওয়াক্বিয়াহ্ ঃ ৫১-৫৫)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ○ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ○ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ○ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ○

'তা (যাক্কূম) হচ্ছে একটি বৃক্ষ যা জাহান্নামের মূল থেকে উৎপন্ন হবে। সে বৃক্ষটির মাথাটা হবে সর্পরাজির মস্তকসমূহ সদৃশ। ওরা ঐ বৃক্ষ হতে খাদ্য গ্রহণ করবে, এমনকি, তা দিয়ে উদর ভর্তি করবে। তদুপরি, পুঁজমিশ্রিত ফুটন্ত গরম পানি পান করানো হবে।' (সাফ্‌ফাত ঃ ৬৪-৬৮)

আরও বলেছেন ঃ

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ○ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ○

'(একদল মানুষ) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে ; তাদেরকে ফুটন্ত গরম ঝর্ণার পানি পান করানো হবে।' (গাশিয়াহ্ ঃ ৪,৫)

একস্থানে বলেছেন ঃ

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَّجَحِيمًا ۙ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا أَلِيمًا ۝

'আমাদের নিকট রয়েছে (আগুনের) শিকলসমূহ, জ্বলন্ত জাহীম, এমন সব খাদ্য যা গলায় আটকে পড়বে এবং বহু যন্ত্রণাপদ শাস্তি।'

(মুয্যাম্মিল ঃ ১২, ১৩)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাক্কুমের একটি বিন্দুও যদি দুনিয়ার সমুদ্রমালায় পতিত হতো, তাহলে তা সমগ্র দুনিয়াবাসীর জীবনধারাকে বিপন্ন করে দিতো।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন ঃ সেই জিনিসের আরজু-আগ্রহ কর যে জিনিসের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। এবং যে জিনিসের ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন সেই আযাব গযব ও জাহান্নামকে ভয় কর। কারণ, তোমাদের এই দুনিয়ার মধ্যে জান্নাতের একটি মাত্র বিন্দু ও যদি তোমাদের সঙ্গে থাকতো, তবে ঐ একটি বিন্দু তোমাদের জন্য সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি ও আনন্দময় করে দিত। পক্ষান্তরে, দোযখের একটিমাত্র ফোঁটাও যদি এ দুনিয়ায় তোমাদের সঙ্গে থাকতো তবে ঐ একটি ফোঁটাই সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে খবীস-গলীয ও নোংরা করে ফেলতো।

হযরত আবু দার্দা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীদেরকে এমনি কঠিনতর ক্ষুধার যন্ত্রণাক্লিষ্ট করা হবে যা তাদের সমস্ত আযাবের বরাবর হয়ে যাবে। ফলে, তারা খাবারের জন্য চিৎকার করতে থাকবে। জবাবে তাদেরকে এমন খাবার দেওয়া হবে যা তাদের গলার ভিতর আটকে যাবে। হঠাৎ তাদের মনে হবে, দুনিয়াতে আমরা পানীয় বস্তু দ্বারা গলায় আটকানো খাদ্য অপসারণ করতাম। অমনি তারা কোন পানীয়ের জন্য চিৎকার করবে। ফলে, টাটকা গরম পানি তাদের

মুখের কাছে তুলে ধরা হবে, লৌহ-শলাকা দ্বারা। ঐ পানি তাদের মুখের কাছে যেতেই সম্পূর্ণ চেহারাটাকে ঝলসিয়ে দিবে। ঐ পানি পেটের মধ্যে ঢুকতেই আঁত ইত্যাদিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। তখন পরস্পর বলাবলি করবে, চল, জাহান্নামের মুহাফিয ফেরেশ্তাদের কাছে ফরিয়াদ করি। অতঃপর ফরিয়াদ জানিয়ে বলবে, তোমাদের মা'বুদকে ডেকে বল, তিনি যেন অন্ততঃ একদিনের জন্য আযাবকে আমাদের প্রতি হাল্কা করে দেন। জবাবে ফেরেশ্তাগণ বলবে ঃ

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ قَالُوا بَلٰى ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝

'কেন, তোমাদের নিকট তোমাদের নবী-রাসূলগণ প্রমাণাদি সহকারে আগমন করেছিলেন না? তারা বলবে ঃ তা অবশ্যই। ফেরেশ্তাগণ বলবে ঃ তাহলে চিৎকার পাড়তে থাক ; কাফের গোষ্ঠীর অনর্থক চিৎকারে কিছু যায় আসে না।' (গাফির ঃ ৫০)

জাহান্নামীরা বলবে, চল, মালেক ফেরেশ্তাকে ডেকে দেখি। অতঃপর মালেককে ডেকে বলবে ঃ হে মালেক! তোমার মা'বুদকে বল, তিনি যেন আমাদেরকে ধ্বংসই করে দেন! মালেক বলবেন ঃ তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই অবস্থান করতে হবে।

হযরত আ'মাশ (রহঃ) বলেন, আমার কাছে একটি হাদীস পৌছেছে যে, তাদের ফরিয়াদ ও মালেকের উক্ত জবাবের মাঝখানে এক হাজার বৎসর পেরিয়ে যাবে। হুযুর বলেন, অতঃপর জাহান্নামীরা পরস্পর বলবে ঃ সবাই নিজেদের আল্লাহ্কে ডাক, কারণ, আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম আর কেউ নাই। তখন আল্লাহ্কে ডেকে বলবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظٰلِمُونَ ۝

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দোষেই দুর্ভাগ্য আমাদের উপর

প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমাদের জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন। এরপরও যদি আমরা আবার অন্যায় করি তবে নিশ্চয়ই আমরা যালিম সাব্যস্ত হবো।' (মু'মিনূন ঃ ১০৭)

জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۝

'এই জাহান্নামের ভিতরেই লাঞ্ছিত হতে থাক ; আমার সাথে কথা বলবে না।' (মু'মিনূন ঃ ১০৮)

এতে তারা সর্বদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে হায় আক্ষেপ, হায় ধ্বংস বলে বুক ফাটা চিৎকার শুরু করবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيُسْقٰى مِنْ مَّاۤءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ

'তাদেরকে পানিস্বরূপ পুঁজ পান করানো হবে, ডগডগ গিলতে শুরু করবে, গলার নীচে পার করার উপায় হবে না।' (ইব্রাহীম ঃ ১৬, ১৭)

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ পুঁজ নিকটে নেওয়া হবে, তখন তার ঘৃণা লাগবে। যখন আরও নিকটবর্তী করা হবে তখন তার মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে, ফলে, মাথার খুলির উপর থেকে চামড়াটা খসে পড়ে যাবে। পান করার সঙ্গে সঙ্গে আঁতগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَسُقُوْا مَاۤءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاۤءَهُمْ ۝

'ওদেরকে টাটকা গরম পানি পান করানো হবে, ফলে, ঐ পানি তাদের আঁতসমূহকে কেটে টুক্‌রা টুক্‌রা করে দিবে।' (মুহাম্মদ ঃ ১৫)

এই হলো জাহান্নামীদের খাদ্য-খাবার ও যন্ত্রণাকাতর পিপাসিতের পানীয় পানি।

এবার জাহান্নামের বিশালকায় সাপ-বিচ্ছুর বিষম বিষাক্ত দংশনের

হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলোও দেখে নাও। এ সাপ-বিচ্ছুকে তাদের উপর নিযুক্ত করা হবে, ওরা তাদের শরীরে অবিরতভাবে দংশন করতে থাকবে, কামড়ের চোটে মাংস ও চামড়াকে ছিন্ন-ভিন্ন ও ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে। এতে এক মুহূর্তেরও বিরতি নাই।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে-ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক মাল দিয়েছেন কিন্তু, সে মালের যাকাত আদায় করে নাই, ঐ মালকে বিষাক্ত সর্পে পরিণত করে তার গর্দানের জিঞ্জির বানিয়ে দিবেন। ঐ সর্প তার চোয়ালে জড়িয়ে ধরে তাকে দংশন করবে আর বলবে ঃ আমি তোমার মাল, আমি তোমার সম্পদ-ভাণ্ডার। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের ভিতর বুখতী উষ্ট্রের দীর্ঘ গর্দানের মত অসংখ্য সাপ থাকবে। ঐ সাপ মাত্র একবার দংশন করলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বিষ-জ্বালা অনুভব হতে থাকবে। এবং খচ্চরের মত বিরাট বিরাট বিচ্ছু থাকবে যা একবার দংশন করলে চল্লিশ বৎসর যাবত দংশন-জ্বালা অনুভব হবে। এই সাপ-বিচ্ছু ঐ সকল লোকদের উপর নিয়োজিত হবে যারা দুনিয়াতে বখীল (কৃপণ) ছিল, দুশ্চরিত্র ছিল এবং যারা মানুষকে কষ্ট দিত। যারা এসব অপরাধে অপরাধী ছিল, তারাই এ আযাব ভুগবে, আর যারা এসব অপরাধ করে নাই, এসকল সর্পের দংশন থেকে তারা নিরাপদ থাকবে।

এখন তুমি জাহান্নামীদের বিশালায়তন দেহের কথা চিন্তা কর। আল্লাহ্ পাক তাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বৃহদায়তন করে দিবেন যাতে ঐ বিশাল দেহের প্রতিটি অংশ একই সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা এবং সাপ-বিচ্ছুর দংশনে জর্জরিত হতে থাকে। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে কাফেরের মাঢ়ির দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত এবং শরীরের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ মোটা। তিনি আরও বলেছেন ঃ কাফেরের নীচের ঠোঁট তার বুকের উপর ঝুলবে, আর উপরের ঠোঁট উপরের দিকে কুঞ্চিত হয়ে চেহারাকে

ঢেকে ফেলবে। অন্যত্র বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফেরের জিহ্বাকে টেনে দীর্ঘ করা হবে এবং লোকেরা সেই জিহ্বাকে দু'পায়ে দলে চলবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যখনি তাদের চামড়া জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে তখন আমরা সে-স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেবো।' (নিসা ঃ ৫৬) জাহান্নাম তাদেরকে প্রতিদিন সত্তর হাজার বার দগ্ধীভূত করবে। এক-একবার দগ্ধীভূত হওয়ার পর হুকুম হবে ঃ আবার আগের মত হয়ে যাও তখন আগের মত হয়ে যাবে।

এখন জাহান্নামীদের চিৎকার ও ক্রন্দনের কথা শোন। আহা, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের নিদারুন চিৎকার ও কান্না শুরু হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে (হাশর মাঠের দিকে) আনা হবে। জাহান্নামের দেহে সত্তর হাজার লাগাম থাকবে, প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা থাকবে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের মধ্যে ক্রন্দনরোল সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে অশ্রুজল নিঃশেষ হয়ে চক্ষুযুগল হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। এতে তাদের চেহারার ভিতর গর্তের মত হয়ে যাবে যাতে নৌকা চালাতে চাইলে তাও সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কান্না ও চিৎকারের অনুমতি প্রাপ্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তবুও এক রকম স্বস্তি থাকবে। অবশেষে তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে।

মুহাম্মদ বিন কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ জাহান্নামীরা পাঁচবার আল্লাহ্কে ডাকবে, তন্মধ্যে চারবার তিনি জবাব দিবেন। পঞ্চম বারের পর আর কখনও তাদের সাথে কথা বলবেন না। তারা বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ○

হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি-ই তো আমাদেরকে দুই-দুইবার মৃত্যু দান করেছেন এবং দুই-দুইবার জীবন দান করেছেন ঃ তবে কি আমাদের মুক্তির কোনও পথ আছে? (গাফির ঃ ১১)

জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ○

'তোমাদের এই দশা এই জন্য যে, এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো, তোমরা তা প্রত্যাখান করতে এবং তার সাথে শরীক করা হলে আস্থা-বিশ্বাস ভরে তা গ্রহণ করতে। ফলে, সেই আল্লাহ্র ফয়সালাই হবে কার্যকর, যিনি প্রতাপশালী এবং চির মহীয়ান।' (গাফির ঃ ১২)

অতঃপর তারা বলবে ঃ 'হে পরোয়াদেগার, আমরা স্বচক্ষে দেখলাম এবং স্বকর্ণে শুনলাম। তাই, আপনি আমাদের পুনরায় দুনিয়াতে পাঠান, আমরা সৎকর্মই করবো।' জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ○

'ইতিপূর্বে তোমরাই কি কসম করে বলতে-না যে, তোমাদের নাকি কোন লয়-ক্ষয় নাই?' (ইব্রাহীম ঃ ৪৪)

ওরা বলবে, হে রব্ব্, আমাদের মুক্তি দিন ; অতীতে যা করেছি তা আর হবে না, এখন শুধু সৎকর্মই করবো।'

আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ

'আমি কি তোমাদের এতটুকু পরিমাণ বয়স দিয়েছিলাম না, যাতে যেকোন উপদেশ গ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণের যথেষ্ট অবকাশ ছিল? পরন্তু, তোমাদের কাছে সতর্ককারীরও তো আগমন ঘটেছিল।' (ফাতির ঃ ৩৭)

অতঃপর তারা বলবে, হে রব্ব্, আমরা নিজেরাই নিজেদের কপাল মন্দ করেছি, বস্তুতঃই আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আপনি আমাদের মুক্তি দিন। আবারও যদি সে-নিষিদ্ধ পথে যাই, তাহলে আমরা যালিম বলে প্রতিপন্ন হবো।'

এইবার আল্লাহ্ পাক জবাব দিবেন ঃ

اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ٥

‘এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক। এবং আমার সাথে আর কথা বলো না।’ (মুমিনূন ঃ ১০৮)

এরপর আর কোনদিন তারা আল্লাহ্র সাথে কথা বলতে পারবে না। হায়! কি কঠিন সে–আযাব!

পবিত্র কুরআনে যে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ٥

‘আমাদের ছটফটে চিৎকার ও ধৈর্যধারণ ; সবই বরাবর ; আমাদের যে কোনও পরিত্রাণ নাই।’ (ইব্রাহীম ঃ ২১)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন যে, হযরত যায়দ ইব্নে আসলাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ ওরা একশত বৎসর ধৈর্যধারণ করে থাকবে, অতঃপর একশত বৎসর ছটফট ও চিৎকার করতে থাকবে, আবার একশত বৎসর যাবত ধৈর্যধারণ করে থাকবে, অতঃপর বলবে ঃ ‘আমাদের ছটফট করা ও ছবর করা সবই বরাবর।’

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি সুদর্শন ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝখানে হত্যা করা হবে। এবং বলা হবে, হে বেহেশ্তবাসীরা চির জীবনের পয়গাম লও, আর কোন মৃত্যু নাই ; হে জাহান্নামীরা, চির জীবনের সংবাদ শোন, আর কোনও মৃত্যু নাই।

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এক হাজার বৎসর পর জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। তিনি বলতেন, হায়, সেই ব্যক্তিটি যদি আমি হতাম। একবার হযরত হাসান (রাযিঃ)–কে এক কোণায় বসে ক্রন্দনরত দেখা গেলো। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার ভয় হয় যে, না–জানি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় কিনা। এবং আল্লাহ্র জন্য তা খুবই সামান্য ব্যাপার।

এ হচ্ছে জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার আযাবের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র। বস্তুতঃ

তাদের ব্যাপক দুঃখ–বেদনা, লাঞ্ছনা–গঞ্জনা, আক্ষেপ–অনুতাপের তো কোন সীমা নাই। কঠিন যন্ত্রণাপদ শাস্তির সাথে সাথে আরও যেসব কঠিনতর মানসিক শাস্তি তারা ভুগবে, তা হলো ঃ বেহেশ্তী সুখ ও নে'আমতের বঞ্চনা, আল্লাহ্র দীদারের বঞ্চনা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বঞ্চনা। এই অনুভূতি তাদের মর্মপীড়াকে আরো বৃদ্ধি করবে যে, তারা এ অমূল্য নে'আমত হারিয়েছে সামান্য ক'টা কানাকড়ি তথা ক্ষণকালীন জাগতিক স্বার্থে। সামান্য ক'দিনের ঘৃণ্য ভোগ–বিলাস ও অস্বচ্ছ সুখের বিনিময়ে আজ এই দুর্গতি! এই বঞ্চনা! মনে মনে আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে যে, হায়, কেন আমরা আপন পালনকর্তার আনুগত্য ছিন্ন করে মূলতঃ নিজেদেরকে ধ্বংস করলাম। কেন আমরা সামান্য ক'টা দিন নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখলাম না! আহা, যদি তা করতাম, তাহলে শেষ হয়ে যাওয়া সেই দিনগুলো তো শেষ হয়েই যেত ; কিন্তু, আজ আমরা পরোয়ারদেগারের পরম সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত এবং পুরস্কৃত হতাম।

বন্ধুগণ, ওদের অনুতাপের খবর যদি তোমাদের পথ দেখায়। হায় কি বঞ্চনা! কি করুণ দুর্গতি ও ভোগান্তি। জাগতিক কোন সুখ বা সুখের উপকরণ তো রইল না। পরন্তু, বেহেশ্তী নে'আমতরাজি না দেখতে পেলেও তো মর্মজ্বালা এত বাড়তো না। বেহেশ্তের নে'আমতসমূহ তাদেরকে দেখিয়ে নেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামত দিবসে কতিপয় মানুষকে দোযখের দিক হতে বেহেশ্তের দিকে নিয়ে আসা হবে। যখন তারা বেহেশ্তের নিকটবর্তী হবে, বেহেশ্তের সুঘ্রাণ শুঁকতে লাগবে, বেহেশ্তের সু–উচ্চ প্রাসাদমালা ও বেহেশ্তীদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক আয়োজিত তাবৎ নে'আমতসমূহের দিকে চোখ ধরবে, এমন সময় হুকুম আসবে, হে ফেরেশ্তারা, এখান হতে ওদের হটাও ; এ ওদের নসীবে নাই। ফলে, অবর্ণনীয় আক্ষেপ–পীড়িত মনে ওরা ফিরে যাবে। এবং বলবে, আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার প্রিয় বান্দাগণকে কত–কি নে'আমত ও পুরস্কারাদি দান করলেন, তা দেখানোর আগেই যদি আমাদেরকে জাহান্নামে ফেলে দিতেন, তাহলে জাহান্নাম আমাদের পক্ষে আরও সহজ হতো। জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ আমি যে তা দেখালাম, এ উদ্দেশেই তো দেখালাম।

তোমরা নির্জনতায় ভয়ংকর পাপরাশিতে লিপ্ত হয়ে যেন দস্তরমত আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে, আবার জন-কোলাহলে নিজেকে 'খোদার ধ্যানে মগ্ন' বলে প্রকাশ করতে অথচ, তা ছিল আমার সাথে তোমাদের অন্তরের হালতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমরা লোকের ভয় করলে ; কিন্তু, আমাকে ভয় করলে না ; মানুষের প্রতি সম্ভ্রম-সমীহ প্রদর্শন করলে কিন্তু, আমার বেলায় তা করলে না। মানুষের কত কিছু বর্জন করলে, কিন্তু, আমার জন্য বুঝি বর্জন করা গেলো না। তাই, চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি তোমাদের জন্য হারাম করেই দিয়েছি, সেই সাথে এই মর্মন্তুদ শাস্তিও তোমাদের চাখাচ্ছি!

হযরত আহমদ বিন হারব্ (রহঃ) বলেন, আফসোস, আমাদের প্রত্যেকেই সূর্যতাপের উপর ছায়াকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু, জাহান্নামের উপর জান্নাতকে প্রাধান্য দেয় না।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন ঃ হায়, কত-না সুস্থ-সবল দেহ, সুন্দর-সুদর্শন চেহারা এবং কত-না বাগ্মী ও ললিত কণ্ঠধারী জাহান্নামের অতলে পড়ে বিলাপ ও চিৎকার করছে।

হযরত দাউদ (আঃ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্, আপনার সূর্যের তাপই আমি সইতে পারি না, তবে কিরূপে আমি জাহান্নামের অগ্নিতাপ সহ্য করবো! আপনার রহমতের (বারিধর মেঘের) গর্জনই আমি সইতে পারি না ; তাহলে কিভাবে আমি আযাবের গর্জন সহ্য করবো!

হে মিসকীন মানুষ, এ'বড় ভয়ংকর বিপদসমূহের কথা ভেবে দেখ। জেনে রাখ, আল্লাহ্ পাক জাহান্নাম ও তার সমূহ ভয়ংকরতা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তাতে তিলমাত্র বেশীকম হবে না। তাই, এটা স্থিরীকৃত চূড়ান্ত বিষয়। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٥

'তাদেরকে 'পরিতাপ দিবসের' ভীতি প্রদর্শন কর, যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে। অথচ, তারা গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে এবং ঈমান গ্রহণ

করছে না।' (মারইয়াম ঃ ৩৯)

আমি কসম করে বলছি, যদিও এতে 'কিয়ামত দিবসে ফয়সালা হবে' বলে বলা হয়েছে, কিন্তু, আসলে তা অনাদিতেই চূড়ান্তকৃত সিদ্ধান্ত, যা কিয়ামত দিবসে প্রকাশিত হবে। উফ, কি আশ্চর্য! তবু তুমি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছ, তুচ্ছ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছ। অথচ, তোমার জানা নাই যে, তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে আছে। তুমি যদি জানতে চাও যে, তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তোমার কি পরিণাম হবে তাহলে তোমাকে একটা আলামত বলে দিচ্ছি যা দ্বারা তুমি একটা 'মোটামুটি ধারণা' করতে পার এবং তোমার 'আশার বাস্তবতা' যাচাই করে দেখতে পার। তা হলো, তুমি তোমার জীবনধারা, তোমার কার্য-কলাপের প্রতি লক্ষ্য কর। কারণ, প্রত্যেকেই যে-লক্ষ্যের জন্য সৃষ্ট, সে-লক্ষ্যের সহায়ক তওফীকও সে প্রাপ্ত হয়। তাই, যদি নিজেকে সৎকর্মসমূহে লিপ্ত এবং তওফীকপ্রাপ্ত দেখতে পাও, তাহলে তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। অবশ্যই তুমি জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্তদের একজন। আর যদি তোমার অবস্থা এমন হয় যে, যেকোন ভাল কাজে অগ্রসর হলে হাজার বাধা তোমাকে ঘিরে ধরে এবং তোমাকে শক্তভাবে প্রতিহত করে ; আবার কোন অন্যায়ের ইচ্ছা করলে তার সহায়ক তামাম উপকরণ সহজলভ্য হয়ে যায়, তাহলে তুমি ধরে নিতে পার যে, তোমার পরিণতি ভাল নয় ; কারণ, মানুষের কার্য-কলাপ তার পরিণামের ইঙ্গিতবাহক, যেভাবে বৃষ্টিপাত ভাল ফলনের এবং ধোঁয়া আগুনের ইঙ্গিতবাহক।

স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তো বলেছেন ঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ٥ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ٥

'সৎকর্মশীলগণ হবে জান্নাতবাসী আর অপকর্মকারীরা হবে জাহান্নাম-বাসী।' (ইনফিতার ঃ ১৩, ১৪)

অতএব, তুমি নিজেকে এ আয়াতের সম্মুখে ধর, তোমার অবস্থান নির্ণয়ের দ্বারা শেষ গন্তব্যও নির্ণীত হয়ে যাবে। তবে হাঁ, প্রকৃত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক পরিজ্ঞাত।

অধ্যায় ঃ ৪০

বন্দেগীর মর্তবা, আনুগত্যের মর্যাদা

হে স্নেহাস্পদ, তুমি বিশ্বাস কর, সকল সুখের মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আনুগত্য। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবে বারংবার আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এবং সেই একই উদ্দেশ্যে তিনি নবী–রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁরা মানব–সম্প্রদায়কে সর্বরকম পঙ্কিলতার সমূহ অন্ধকার হতে মুক্ত করে 'কুদ্‌সী মা'রিফাত' তথা আল্লাহ্‌র পরিচয় ও তাঁর প্রেম–বন্ধনের নূর ও আলোর দিকে নিয়ে যান ; যাতে তারা 'চির শান্তির জাহান' বেহেশ্‌তে মুত্তাকীদের জন্য তৈয়ার করে রাখা ঐ সকল নে'আমতের অধিকারী হতে পারে যা কেউ কোনদিন দেখে নাই, কোনদিন কানে শুনে নাই, এমনকি কারো মনে যার কল্পনাও কোনদিন জাগে নাই। সত্যি, আল্লাহ্ তো মানুষকে অহেতুক সৃষ্টি করেন নাই। বরং তিনি এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন যে, অন্যায়কারীদের তিনি সমুচিত জবাব দিবেন এবং সৎকর্মশীলদের শান্তিময় পুরস্কার দান করবেন। যদিও তিনি কারো আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নন এবং কারো অবাধ্যতাও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, কিংবা তার মহত্বে ও বড়ত্বেও কোনরূপ আঘাত হানে না। মাটির মানুষ দম্ভ–অহংকারে তার আনুগত্য ছিন্ন করলে তাতে তার কিছু যায়–আসে না ; স্বয়ং নূরের ফেরেশ্‌তারাই তো দিবারাত অব্যাহতভাবে তার তাস্‌বীহ্ ও গুণগানে রত। তাই, যে ভালো করবে, তাতে তার নিজের লাভ, আর যে খারাপ করবে তাতে আপনার ক্ষতি বৈ–কি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তো বে–নিয়ায, লা–মোহ্‌তাজ, আর তোমরা সবাই ভিখারী, তার মোহ্‌তাজ।

কি আশ্চর্য! আমরা যদি একটা গোলাম খরিদ করি, তাহলে আমরা চাই যে, গোলাম যেন তার তামাম খিদমত ও দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়, সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী কানাকড়ির বিনিময়ে তাকে খরিদকারী মনিবের প্রতি যেন সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। আবার মনিবও এক–একটি পদস্খলনের জন্যও তার উপর ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করে। কখনও তার ভাতা কিংবা

দানা–পানিও বন্ধ করে দেয়া হয় অথবা তাকে বিতাড়িত কিংবা বিক্রয়ই করে ফেলে। তাহলে, কি কারণে আমরা আমাদের আসল মনিবের আনুগত্য করি না– যিনি আমাদের এত সুন্দর গড়নে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পদস্খলন অজস্র বারিধারার বিন্দুমালার চেয়েও অনেক বেশী। তবু তিনি আমাদের প্রতি তার সেই নে'আমত ও অনুগ্রহসমূহ বন্ধ করেন নাই যা না–হলে আমাদের ধ্বংসই ছিল অনিবার্য। অথচ, একটিমাত্র অপরাধের জন্যেও তো তিনি আমাদের শক্তভাবে পাকড়াও করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না, বরং আমাদেরকে অবকাশ দেন, যাতে আমরা তওবা করতে পারি ; ফলে, তিনিও আমাদেরকে ক্ষমাদান ও পাপরাশি গোপন করতঃ আমাদের তার কাছে টানতে পারেন। আসলে, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই বুঝতে পারে যে, কে তার আনুগত্য পাওয়ার আসল ও উপযুক্ত অধিকারী। তাই, সে তার দিকে রোখ করে এবং জীবনের বাগডোর সম্পূর্ণ তার হাতে তুলে দেয়। কখনও কোন অন্যায় হয়ে গেলেও তওবা করে আপন স্রষ্টার দিকে রুজু হয়। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয় না। সে আল্লাহ্‌র সমূহ নে'আমতের শোকর ও আনুগত্যের মাধ্যমে 'তার প্রিয়পাত্র' হতে অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে, থেমে যায় না। কারণ, তার বুকভরা আশা যে, হয়তঃ সে–ও আশেকীনদের একজন হিসাবে গৃহীত হবে। সত্যি, একদিন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে—যখন সে তার মাওলার জন্য পাগলপারা এবং মাওলাও তার জন্য তদপেক্ষা অধিক দেওয়ানা।

হযরত আবু দার্‌দা (রাযিঃ) হযরত কা'ব আহ্‌বার (রাযিঃ)–কে বলেছিলেন যে, তাউরাতের কোন আয়াত শুনান না। তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ নেক্‌কাররা আমাকে দেখার জন্য পাগলপারা। আর আমি ওদের সাথে মিলনের জন্য ওদের চেয়ে অধিকতর পাগলপারা। এ আয়াতের পার্শ্ববর্তী এক আয়াতে আছে ঃ যে আমাকে তালাশ করে, সে আমাকে পায়। যে আমি ব্যতীত আর কাউকে তালাশ করে, সে তো আমাকে পেতে পারে না। তাউরাতের এ আয়াত শ্রবণ শেষে হযরত আবু দার্‌দা (রাযিঃ) বলতে লাগলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হুবহু এই কথাগুলো আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর পবিত্র মুখে শুনেছি।

হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ

(আঃ)-কে বললেন ঃ হে দাঊদ! যমীনবাসীদের এ খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, যে আমাকে ভালবাসে, আমিও তাকে ভালবাসি, যে আমার সাথে বসে, আমিও তার সাথে বসি, যে আমাকে স্মরণ করে আনন্দ পায়, আমিও তাকে স্মরণ করে আনন্দ পাই ; যে আমাকে সঙ্গী করে, আমিও তাকে আমার সঙ্গী করি ; যে আমাকে পছন্দ করে, আমিও তাকে পছন্দ করি ; যে আমার আনুগত্য করে, আমিও তার আনুগত্য করি। আমি যদি দেখতে পাই যে, অমুক বান্দা সত্যিকার অর্থেই প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবাসে, সে-ভালবাসা আমি গ্রহণ করি। এবং আমি তাকে এত বেশী মহব্বত করি যে, জগতে আর কেউই তার সমকক্ষ থাকে না। যে প্রকৃতঃই আমাকে খোঁজে, তার তো আমাকে পাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব, হে যমীনবাসী অহংকার ও অহমিকার জাল ছিন্ন করে আমার দেওয়া সম্মান, আমার বন্ধুত্ব ও আমার সাথে বৈঠকের সাথীত্ব গ্রহণ কর ; আমার সঙ্গে প্রেম কর ; আমিও তোমাদের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হবো এবং আবদ্ধ করবো। কারণ, আমি আমার প্রিয়দের সৃষ্টি করেছি সেই মাটি দিয়ে যে-মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি আমার খলীল ইব্‌রাহীমকে, মূসা কালীমুল্লাহ্‌কে, বাছাইকৃত পরম বন্ধু মুহাম্মদকে ; সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আমার প্রেমিকদের হৃদয় সৃষ্টি করেছি আমার খাস নূর দিয়ে এবং সে-হৃদয়সমূহকে সমৃদ্ধ করেছি আমার জালাল, প্রতাপ ও গরমি দিয়ে।

জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক তার কোন সিদ্দীকীন মর্তবার ওলীকে ইল্‌হামযোগে অবহিত করেছিলেন যে, আমার একদল বান্দা আছে যারা আমাকে চায় এবং আমিও তাদেরকে চাই ; তারা আমার জন্য প্রেমবিহ্বল, আমিও তাদের জন্য প্রেমবিহ্বল ; তারা আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাদেরকে স্মরণ করি ; তাদের চক্ষু আমাকে খোঁজে, আমার চক্ষু তাদেরকে খোঁজে। তুমি যদি তাদের পথ ধর, তাহলে তুমিও আমার ভালবাসা পাবে ; আর যদি তাদের পথ এড়িয়ে চল তাহলে আমার রোষানলে পতিত হবে। উক্ত ওলী বললেন, আমার রব্ব্, তাদের আলামত কি? আল্লাহ্ পাক বললেন, তারা দিনের বেলা ছায়াঘেরা স্থান খুঁজে ফিরে, যেভাবে কোন দয়ালু রাখাল তার ছাগপালের দিকে সযত্ন নজর রাখে ; অধীর আগ্রহে সূর্যাস্তের অপেক্ষায় থাকে, যেভাবে পাখীরা আপন-আপন বাসায় গমনের

জন্য সূর্যাস্তের সাথে সাথে ব্যাকুল হয়ে ছুটে। যখন রাত নামে, চারদিক অন্ধকারে ডুবে যায়, সকলে যার যার খাটের উপর আরামের বিছানা পাতে এবং প্রিয়-প্রিয়তমারা একান্ত নির্জনতায় মিলিত হয়, তারা তখন আপন পদযুগলের উপর দাঁড়িয়ে যায়, আমার সম্মুখে চেহারা ও মস্তক বিছিয়ে দেয়, আমাকে আমার 'কালাম' পড়ে শোনায়, আমার প্রদত্ত নে'আমতের কথা প্রেমের ভঙ্গিতে স্বীকার করে। ওদের কি এক নিদারুণ হালত হয়, কারো অশ্রু ঝরতে থাকে, কেউ চিৎকার করতে থাকে, কারো বুক চিরে আহ্ আহ্ ধ্বনিত হতে থাকে, কারো মুখ হতে অভিমান ভরে অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ রুকূ'তে, কেউ সিজদাতে। আমি দেখতে থাকি যে, আমার পাগলেরা আমার জন্য কত কষ্ট করছে, আমার মহব্বতে কত-কি ফরিয়াদ ও বেদনা প্রকাশ করছে। ওদেরকে আমি সর্বপ্রথম তিনটি পুরস্কার দান করি ঃ আমার নূরের একটা অংশ তাদের অন্তরে ঢেলে দিই ; ফলে, তারা সেই নূরের তারে আমার খোঁজ-খবর পায় যেভাবে আমিও তাদের খোঁজ-খবর পাই। দুই, সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন ও তার মধ্যকার সবকিছুকেও যদি ওদের মীযানে তুলে দেওয়া হয়, 'ওদের' সম্মুখে ঐ সবকিছুই আমার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ লাগে। তিন, সর্বদা আমি ওদের প্রতি দৃষ্টিমান থাকি। তাহলে, শুধু তুমি কেন, প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, যার প্রতি স্বয়ং মাওলা সর্বদা দৃষ্টিমান থাকে তাকে তিনি কি পুরস্কার দান করবেন।

হযরত দাঊদ (আঃ) সম্পর্কিত এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ পাক তাকে বলেছেন ঃ হে দাঊদ! আমার প্রেমপাগল বান্দাদের বলে দাও যে, যদিও আমি বিশ্ব-মাখলুকের দৃষ্টি হতে লুকিয়ে আছি, কিন্তু ; আমার ও তোমাদের মাঝখান থেকে তো পর্দা সরিয়ে দিয়েছি—যাতে তোমরা হৃদয়ের চোখ দিয়ে আপন মাওলাকে দেখতে পার—বল, এরপরও কি তোমাদের কোন মুশ্‌কিল? আমি দুনিয়াকে তোমাদের থেকে ছিন্ন করেছি ; কিন্তু, উদার হস্তে তোমাদেরকে আমি দ্বীন দিয়েছি। বল, এরপরও তোমাদের ক্ষতির কিছু আছে? বল, আমার সন্তুষ্টি যখন তোমাদের অন্বেষা, তাহলে, তামাম মাখলুকের অসন্তোষেও কি তোমাদের কোন ক্ষতি হবে?

অধ্যায় ঃ ৪১

শোকর ঃ কায়মনোবাক্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ্ পাক শোকরকে যিকিরের সাথে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

'তোমরা আমার যিকির কর, তবে আমিও তোমাদের যিকির করবো ; এবং আমার শোকর কর, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।' (বাকারাহ্ ঃ ১৫২)

অথচ, তিনি যিকিরকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন ঃ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ط

'নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্র যিকিরই সবচেয়ে বড়।' (আনকাবূত ঃ ৪৫)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেন ঃ

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ط

'আল্লাহ্র তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কি দরকার (?) যদি তোমরা শোকর কর এবং তাকে বিশ্বাস কর।' (নিসা ঃ ১৪৭)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝

'অবশ্য আমার শোকর-গুযার ও কৃতজ্ঞদের আমি 'বিনিময়' দান করবো।' (আলি-ইমরান ঃ ১৪৫)

অভিশপ্ত ইবলীস্ আল্লাহ্কে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

'আমি তাদের (মানবজাতির) সরলপথে ওঁৎ পেতে বসবো।' (আ'রাফ ঃ ১৬)

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এই 'সরলপথ' মানে 'শোকরের পথ'। অভিশপ্ত ইবলীস বলেছে ঃ হে আল্লাহ্, আপনার অধিকাংশ বান্দাকেই আপনি শোকর-গুযার পাবেন না।' (আ'রাফ ঃ ১৭)

স্বয়ং আল্লাহ্ পাকও বলেছেন ঃ

وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝

'আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুযারের সংখ্যা নগণ্য।' (সাবা ঃ১৩)

আবার তিনি শোকরের ক্ষেত্রে 'নে'আমত বর্ধনের' নিশ্চিত ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা শোকর কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে অতি অবশ্যই আরো বেশী দান করবো।' (ইব্রাহীম ঃ ৭)

কিন্তু, পাঁচটি ক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি বস্তু প্রদানকে নিশ্চিত না করে বরং শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। তা-হলো, দৌলত প্রদান, বিপদাপন্ন হালতে দো'আ শ্রবণ, রিযিক, গুণাহ্-ক্ষমা ও তওবা কবুল করা। তিনি বলেছেন ঃ

এক

فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ط

দুই

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ

তিন

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

চার

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج

পাঁচ

وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط

এক. আল্লাহ্ পাক অবিলম্বে তোমাদেরকে ধনবান করে দিবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। (তওবাহ অ ২৮)

দুই. তোমরা যে-সংকট হতে উদ্ধারের জন্য তাকে ডাকছো, তিনি তা দূরীভূত করে দিবেন, যদি তার ইচ্ছা হয়। (আনআম ঃ ৪১)

তিন. আল্লাহ্ পাক 'যাকে ইচ্ছা' বে-হিসাব রিযিক দান করেন। (বাকারাহ্ ঃ ২১২)

চার. তিনি তা (শিরক) ব্যতীত আর সব রকম গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেন, যার জন্য তার সে-অভিপ্রায় হয়। (নিসাঃ৪৮/১১৬)

পাঁচ.আল্লাহ্ পাক 'যার জন্য ইচ্ছা হয়' তার তওবা কবুল করেন। (তওবাহ্ ঃ ১৫)

পরন্তু, শোকর ও কৃতজ্ঞতা রব্বুল-আলামীনের রব্ব্-সুলভ একটি চরিত্রগুণও বটে। তিনি বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ٥

'এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত শোকর-গুযার (কৃতজ্ঞ) এবং অত্যন্ত সহনশীল।' (তাগাবুন ঃ ১৭)

আল্লাহ্ পাক শোকরকেই বেহেশ্তীদের 'কথার প্রারম্ভিকা' বলেও বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ

'এবং তারা (বেহেশ্তীরা) বলবে, আল্লাহ্ পাকেরই হাম্‌দ ও শোকর, যিনি আমাদেরকে তার প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখালেন।' (যুমার ঃ ৭৪)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

'তাদের আখেরী কথা হবে আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল-আলামীন।' (ইউনুস ঃ ১০)

শোকর সম্পর্কিত বর্ণনায় হাদীসের ভাণ্ডারও ভরপুর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ -

'শোকর-গুযার ভক্ষকের মর্তবা ছবরওয়ালা রোযাদারের মত।'

হযরত আতা (রহঃ) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার খিদমতে হাযির হলাম। এবং বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আপনার দেখা সর্বাধিক বিস্ময়কর যে-ঘটনাটা, তা আমাকে শোনান। এতদ্‌শ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তাঁর কোন্ বিষয়টাই এমন ছিল যা বিস্ময়কর নয়। এক রাতের ঘটনা। তিনি আমার ঘরে আসলেন। আমার বিছানায় আমার লেপে আমার সাথে শয্যা গ্রহণ করলেন। এতটা ঘেঁষে শুইলেন যে, আমার শরীরের চামড়া তাঁর শরীর মুবারকের চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর তিনি বলে উঠলেন, হে আবু বকর তনয়া, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার রব্বের ইবাদতে মগ্ন হবো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি বললাম, আপনার সান্নিধ্য আমার প্রিয় বস্তু ; কিন্তু, আপনার ইচ্ছাকেই আমি প্রাধান্য দিচ্ছি। এই বলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি উঠে গিয়ে একটি পানির মশক নিয়ে তা থেকে উযূ করলেন। উযূতে পানি বেশী একটা লাগান নাই। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এমনকি, তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে তাঁর বুকের উপর গিয়ে পড়ছিল। অতঃপর তিনি রুকূ' করলেন, রুকূ'তেও কাঁদলেন। অতঃপর সিজদায় পড়েও কাঁদলেন। সিজদা থেকে বসেও কাঁদলেন। এভাবেই নামায ও কান্না আর কান্নারত অবস্থায়ই হযরত বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য আহ্বান করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার এত কান্নার কারণ কি? অথচ, আল্লাহ্ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের (আপনার ধারণাকৃত) সর্বরকম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ

اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

'তবে কি আমি তার 'শোকর–গুযার গোলাম' হবো না?' আমি কেন তা করবো না, অথচ, আল্লাহ্ পাক আমার উপরেই তো এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰيَة

'আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে অসংখ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (বাকারাহ্ঃ ১৬৪) এ আয়াত তো দাবী করে যে, কান্না যেন কখনো বন্ধ না হয়। এই ভেদের প্রতিই ইঙ্গিত করে একটি বর্ণনা, যাতে বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর একটি ক্ষীণকায় পাথরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ছোট্ট এ পাথরটি থেকে বিপুল পানির ধারা প্রবাহিত হতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। আল্লাহ্ পাক তখনি পাথরটিকে বাকশক্তিমান করে দিলেন। পাথরটি বললো, যেদিন থেকে আমি এ আয়াতখানা শুনেছি ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ـ

'জাহান্নামের জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর', (বাকারাহ্ ঃ ২৪) সেই ভয়ে সেদিন থেকে আমি কাঁদছি। এ শুনে উক্ত পয়গম্বর (আঃ) পাথরটিকে জাহান্নাম হতে মুক্তিদানের জন্য দো'আ করলেন। আল্লাহ্ পাক তার মুক্তি মন্‌যুর করলেন।

উক্ত পয়গম্বর বেশ কিছুদিন পর আবার সেদিকে অতিক্রমকালে আবারো তাকে ক্রন্দনরত দেখে আরজ করলেন, হে পাথর, এখন আবার কান্না কেন? পাথর বললো, তা ছিল ভয়ের কান্না, আর এখন কাঁদছি শোকর ও আনন্দের কান্না।

বস্তুতঃ মানুষের দিলও পাথরের মত, বরং তদপেক্ষা কঠিন। এ কাঠিন্য তখনি দূর হয় যখন বান্দা ভয়ের হালতে ভয়ের কান্নাও কাঁদে, আবার কৃতজ্ঞতার হালতে শোকরের কান্নাও কাঁদে। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

يُنَادٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقُمِ الْحَمَّادُوْنَ ـ

কিয়ামত দিবসে ঘোষণা দেওয়া হবে যে, 'হাম্মাদীন্‌রা' উঠ।' তখন একটি দল দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের জন্য একটি 'পতাকা' স্থাপিত হবে এবং তারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। কোন সাহাবী প্রশ্ন করলেন যে, হাম্মাদীন কারা? জবাবে আঁ–হযরত বললেন ঃ যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র শোকর করে। আর এক বর্ণনা মতে, যারা সুখেও এবং দুঃখেও আল্লাহ্‌র শোকর করে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْحَمْدُ رِدَاءُ الرَّحْمٰنِ ـ

'হাম্‌দ ও শোকর হচ্ছে পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র চাদর।'

আল্লাহ্ পাক হযরত আইয়ূব (আঃ)–এর নিকট ওহী পাঠিয়েছিলেন যে, আমি আমার নে'আমতসমূহের বিনিময়ে আমার ওলীগণের শোকর পেয়েই খুশী হয়ে যাই। তাঁর নিকট প্রেরিত অন্য এক ওহীতে ছবরকারীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, ছবরকারীদের আবাস হবে চির শান্তি–নিকেতন জান্নাতে। জান্নাতে প্রবেশের পর আমি তাদের অন্তরে শোকরের সর্বোত্তম ভাষা ঢেলে দিবো। যখন শোকর করবে তখন আমি আরও বেশী শোকর দাবী করবো। যখন তারা আমার দিকে তাকাবে তখন আমি 'বিরাট ও বিপুল' দান করবো।

স্বর্ণ–চান্দি ও সম্পদরাজি সম্পর্কে যখন পবিত্র কুরআনে ভীতি–উচ্চারক আয়াতসমূহ নাযিল হলো হযরত উমর (রাযিঃ) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমরা কোন্ কোন্ মাল সংগ্রহ করতে পারি? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا ـ

'তোমাদের প্রত্যেকে সংগ্রহ করবে একটি যিকিরে–মশগুল যবান ও একটি শোকর গুযার দিল্।' এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালের বদলে 'কৃতজ্ঞ দিল্' যোগাড়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রাযিঃ)

বলেছেন ঃ

اَلشُّكْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

'শোকর ঈমানের অর্ধেক।'

এখানে জ্ঞাতব্য যে, শোকর ক্বলবের দ্বারাও হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও হয়। ক্বল্বী শোকর মানে, নেকী ও ভালাইর সংকল্প করা এবং সেই নেক সংকল্পকে সমগ্র মাখলুক থেকে গোপন রাখা। 'যবানী শোকর' অর্থ, মুখের দ্বারা আল্লাহ্‌র নে'আমতরাশির জন্য তার কৃতজ্ঞতা ও গুণকীর্তন করা। আর 'আঙ্গিক শোকর' অর্থ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নে'আমতসমূহকে তার বন্দেগী ও আনুগত্যের কাজে নিয়োজিত করা এবং খোদা-প্রদত্ত কোনও নে'আমতকে পাপ ও অন্যায়ের কর্মে না লাগানো। এমনকি, যে-কোন মুসলমানের দোষত্রুটি দেখলে তা গোপন রাখা চক্ষের শোকরের অন্তর্ভুক্ত। যে-কোন মুসলমানের কোন দোষের কথা শুনতে পেলে তা গোপন রাখা কানের শোকর। এভাবে, এ কাজগুলোও আল্লাহ্‌র নে'আমতের শোকর বলে বিবেচিত। আর মুখের দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তোষ ও প্রশংসা করে 'যবানী শোকর' আদায় করতে হয় ; শরীঅতে এরও নির্দেশ আছে। একবার রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকের সকালটা কেমন কাটলো। সে বললো, ভালো। তিনি আবারো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। সেও একই উত্তর দিলো। তৃতীয় বারের জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র শোকর, ভালো। তিনি বললেন, এ কথাটাই আমি শুনতে চেয়েছিলাম।

আমাদের অতীত বুযুর্গগণ এভাবে পরস্পর কুশল বিনিময় করতেন। এতে তাদের নিয়ত থাকতো শোকরের আমল করা। ফলে, জিজ্ঞাসিত জন হতেন শোকর আদায়কারী ও বন্দেগীকারী ; সাথে সাথে তার শোকর ও বন্দেগীর 'মাধ্যম' হিসাবে জিজ্ঞাসাকারীও বন্দেগী সম্পাদনকারীই হয়ে যেতেন। এ ধরনের কুশল বিনিময়ে নিছক ভাব বিনিময়ের প্রকাশ ঘটিয়ে রিয়া বা প্রদর্শন-প্রীতি তাদের উদ্দেশ্য হ'তো না।

স্মর্তব্য যে, মানুষের কুশল জানতে চাইলে হয়তঃ কেউ হাম্‌দ ও শোকর প্রকাশ করবে, কেউ অভিযোগ ও আপত্তিসূচক কিছু বলবে, আর কেউবা

নিশ্চুপ থাকবে। তন্মধ্যে শোকর তো ইবাদত।

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের মুখ থেকে অভিযোগ প্রকাশ হওয়া জঘন্য পাপ। সকল রাজার রাজা ঘটিত কোন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন অপরাধ নয় তবে কি? অথচ, সবকিছু তো তারই হাতে। আর বান্দা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন গোলাম। তাই, বালা-মুসীবতে, দুঃখ-কষ্টে ছবর করা যদি কঠিন হয় এবং সেজন্য কোন শেকায়েত করতেই হয়, তাহলে, বান্দার উচিত, তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র সম্মুখে পেশ করা। কারণ, মুসীবত ও পরীক্ষা তারই পক্ষ হতে। এবং মুসীবত হটানোর ক্ষমতাও তাঁরই হাতে। বস্তুতঃ মনিবের সম্মুখে গোলামের যিল্লত ও মিনতিতেই তার ইয্‌যত। আর অন্যের কাছে মনিবের বিরুদ্ধে দুই কথা বলাতে নিজেরই লাঞ্ছনা ও যিল্লত। বান্দার কাছে বান্দার অভিযোগ—কি ঘৃণ্যতম কাজ।

আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ

'তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করছ, তারা তো তোমাদেরকে রিযিক দানের ক্ষমতা রাখে না। অতএব, আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক চাও, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, আল্লাহ্‌র শোকর-গুযার কর।' (আনকাবূত ঃ ১৭)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ

'তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকছো, তারা তো তোমাদের মত বান্দাই।' (আ'রাফ ঃ ১৯৪)

এ সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মৌখিক শোকরও শোকরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটেছিল। তাদের মধ্য হতে একটি যুবক

হযরত উমর (রহঃ)–এর সাথে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বললেন, কোন বয়োজ্যেষ্ঠকে মওকা দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে। যুবকটি বললো, হে আমীরুল–মু'মিনীন, বয়সই যদি মাপকাঠি হতো, তবে মুসলমানদের মধ্যে আপনার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ লোক মওজুদ আছে। অতঃপর হযরত উমর (রহঃ) বললেন, আচ্ছা, বল কি বলবে। যুবক বললো, আমরা কোন 'আবেদন বহনকারী' প্রতিনিধি নই। কারণ, আপনার করুণাদৃষ্টি আবেদনের আগেই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু আমাদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা কোন ভীতি হতেও উদ্ধারপ্রার্থী নই। কারণ, আপনার ইনসাফ ও সুবিচার আমাদেরকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করেছে। আমরা কেবল 'কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক প্রতিনিধি' আমরা শুধু এ জন্যেই এসেছি যে, মৌখিকভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেই বিদায় হবো।

অধ্যায় ঃ ৪২

অহংকারের কুৎসা ও অপকারিতা

আল্লাহ্ পাক তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় অহংকারী দাম্ভিকের জঘন্যতা ও জঘন্য পরিণতি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

এক

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ

দুই

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

তিন

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

চার

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

পাঁচ

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝

ছয়

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝

এক. আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে রাখবো ঐ সকল লোকদেরকে যারা পৃথিবীতে না-হক অহংকার করে। (আ'রাফ ঃ ১৪৬)

দুই. আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারীর হৃদয়কে মোহরযুক্ত করে দেন। (গাফির ঃ ৩৫)

তিন. রাসূলগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য হঠকারী ব্যর্থকাম হল। (ইব্রাহীম ঃ ১৫)

চার. নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদের ভালবাসেন না। (নাহ্ল ঃ ২৩)

পাঁচ. তারা তাদের হৃদয়ে অহংকার লালন করে এবং তারা মারাত্মক সীমালংঘন করেছে। (ফুরকান ঃ ২১)

ছয়. যারা দম্ভ-অহংকারে আমার ইবাদত করতে নাক সিটকায়, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (গাফির ঃ ৬০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে বেহেশ্তে যেতে পারবে না। এবং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, সে জাহান্নামী হবে না। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ (হাদীসে-কুদ্সীতে) ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِيْ جَهَنَّمَ وَلَا اُبَالِيْ -

'অহংকার আমার চাদর ; মহত্ত্ব ও বড়ত্ব আমার ইযার (পোষাক বিশেষ)। অতএব, যে এতদুভয়ের যেকোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানিতে লিপ্ত হবে, লা-পরওয়া আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।'

হযরত আবূ সালামা ইব্নে আবদুর রহমান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 'সাফা' এলাকায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ)-এর মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত ঘটে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রাযিঃ) চলে গেলেন আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ) সেখানেই অবস্থান করলেন। তিনি তখন রোদন করছিলেন। তাই, উপস্থিত লোকজন তাঁকে বললেন, হে আবদুর

রহমানের বাপ, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর (রাযিঃ) বলে গেলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ

مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ اَكَبَّهُ اللّٰهُ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهِ

'যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে, আল্লাহ্ পাক তাকে উল্টামুখী জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ -

মানুষ নিজেকে বড় ভাবতে থাকে। এভাবে একদিন সে আল্লাহ্র দরবারে দাম্ভিক-অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন তার উপর ঐ সকল আযাব-গযব নাযিল হতে থাকে যা পূর্বেকার দাম্ভিকদের উপর নাযিল হয়েছিল।

একদা হযরত সুলাইমান ইব্নে দাউদ (আলাইহিমাস্-সালাম) মানুষ, জ্বিন, পাখী ও চতুষ্পদ জন্তুদের বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা তাঁর সাথে বের হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলো (এবং তখ্তে আরোহণ করলো)। তাদের মধ্যে মানুষের সংখ্যা ছিল দুই লাখ আর জ্বিনেরাও ছিল দুই লাখ। হযরত সুলাইমান (আঃ) তখ্তে আরোহণ করে বহু উর্ধ্বে উড়ে গেলেন, এমনকি, তিনি আকাশের মধ্য হতে ফেরেশ্তাদের তাসবীহ্ পাঠের ঝংকার শুনতে পেলেন। আবার তিনি তখ্তকে নীচে অবতরণের নির্দেশ দিলেন এবং এত নীচুতে পৌছলেন যে, তাঁর পদযুগল সমুদ্রের পানি ছুঁয়ে গেল। তখন একটা অদৃশ্য আওয়ায শোনা গেল ঃ

لَوْ كَانَ فِيْ قَلْبِ صَاحِبِكُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ لَخَسَفْتُ بِهِ اَبْعَدَ مِمَّا رَفَعْتُهُ

'তোমাদের সহচরের (হযরত সুলাইমানের) অন্তরে যদি এক কণা অহংকারও থাকতো, তাহলে, আমি তাঁকে যতটা ঊর্ধ্বে তুলেছিলাম, তদপেক্ষা বহু নীচে তাঁকে ধ্বসিয়ে দিতাম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাহান্নামের মধ্য থেকে এমন একটা 'বিস্ময়কর গর্দান' বের হবে যার শ্রবণশক্তিসম্পন্ন দু'টি কান থাকবে, দৃষ্টিরত দু'টি চোখ থাকবে, এবং বাকশক্তিমান একটি জিভ্ থাকবে। সে বলতে থাকবে ঃ আমি তিন শ্রেনীর মানুষের আযাবের জন্য নিয়োজিত—হঠকারী-দাম্ভিক, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে মা'বুদ স্বীকারকারী এবং প্রাণীর মূর্তি নির্মাণকারী। আর এক হাদীসে বলেছেন, কৃপণ, দাম্ভিক ও দুরাচারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাহান্নাম বললো, আল্লাহ্ আমাকে অহংকারী ও দাম্ভিকদের ঠিকানা মনোনীত করেছেন। জান্নাত বললো, আমার গর্ব এই যে, আল্লাহ্ পাক আমাকে দুর্বল, অক্ষম, অসহায় ও জিজ্ঞাসাকারীবিহীনদের আশ্রয় মনোনীত করেছেন। জবাবে আল্লাহ্ পাক জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার 'রহমত' ; আমার যে বান্দার প্রতি আমার ইচ্ছা হয়, তোমার মাধ্যমেই আমার করুণা প্রকাশ করবো। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব ; যাকে ইচ্ছা, তোমার দ্বারাই আমি শাস্তি প্রদান করবো। এবং তোমাদের প্রত্যেককেই পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى۔ وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الْاَعْلٰى
بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاخْتَالَ۔ وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ
بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ غَفَلَ۔ وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى۔ بِئْسَ الْعَبْدُ
عَبْدٌ عَتٰى وَبَغٰى وَنَسِيَ الْمَبْدَاَ وَالْمُنْتَهٰى

'কত জঘন্য সেই বান্দা যে দম্ভ-অহংকার প্রদর্শন করে এবং সীমালংঘন করে ; সবচেয়ে 'বড় দাম্ভিকের' (আল্লাহ্‌র) কথা তার মনে থাকে না। কত জঘন্য সেই বান্দা যে দম্ভ দেখায়, বড়ত্ব ফুটায় ; সেই মহান সত্তার কথা সে মনে রাখে না যিনি মহীয়ান-গরীয়ান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। কি জঘন্য সেই বান্দা যে গাফেল ও উদাসীন হয়ে আছে ; কবরস্থান ও পচন-গলনের কথা ভুলে বসে আছে। কি জঘন্য সেই বান্দা যে সীমাতিক্রম করে, অন্যায়-অবিচার করে ; নিজের শুরু এবং শেষকে ভুলে থাকে।'

হযরত সাবিত (রহঃ) বলেন, আমরা একটি হাদীসে জানতে পেরেছি, একদা কেউ বলছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, অমুক ব্যক্তিটি সাংঘাতিক অহংকারী। হুযুর বললেন ঃ তাকে কি মরতে হবে না?

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রদ্বয়কে ডেকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে দুইটি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি এবং দুইটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদের নিষেধ করে যাই, খবরদার! কখনো শিরক করবে না, অহংকার করবে না। আর তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার জন্য। কারণ, সাত আসমান, সাত যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-কে আর এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে অবশ্যই, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র পাল্লা ভারী হবে। এবং সাত আসমান, সাত যমীন ও তন্মধ্যকার সবকিছু দিয়ে যদি একটি বৃত্ত তৈরী হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌কে সেই বৃত্তের উপর রাখা হয়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ভারে সেই বৃত্তটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিচ্ছি সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহামদিহী পড়ার জন্য। কারণ, তা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুর তাস্‌বীহ্ এবং এরই বরকতে তারা সকলে রিযিকপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ঈসা-মাসীহ্ আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যাকে তার কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন, অতঃপর সে দম্ভ-অহংকারমুক্ত মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে সুসংবাদ, মোবারকবাদ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামীরা বদ-স্বভাব, উজবক, দাম্ভিক, সম্পদ স্তূপীকার ও কৃপণ হয়, আর জান্নাতীরা হয় দুর্বল, স্বল্পমাল। প্রিয়নবী আরও বলেছেন ঃ আখেরাতের জীবনে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট চরিত্রবানরাই হবে আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী ও প্রিয়তম। এবং বকবককারী, চিবিয়ে-

চিবিয়ে, শানিয়ে-শানিয়ে কথনাভ্যাসী ও গরিমাকারীরা জাহান্নামী।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতে অহংকারীদের হাশর হবে পিপীলিকার আকৃতিতে, তারা মানুষের পদযুগলে দলিত হতে থাকবে। তাদের ক্ষুদ্রাকৃতির ফলে প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকেও তাদের চাইতে বড় দেখাবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের 'বুলাস' নামক বন্দীশালায় নিয়ে বন্দী করা হবে। ভয়ংকর আগুন চতুর্দিক হতে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। জাহান্নামীদের দেহ-গলিত রক্ত-পূঁজ তাদেরে পান করতে দেওয়া হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ অহংকারীরা ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাকের নিকট তুচ্ছতা ও ঘৃণ্যতার জন্য পিপীলিকার আকারে মানুষের পদপিষ্ট হবে। হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বলেন, একবার আমি বেলাল ইব্নে আবি বুরদার নিকট গেলাম। এবং তাকে বললাম, তোমার পিতা তাঁর পিতার সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের ভিতর 'হাবহাব' নামক একটি ওয়াদী আছে, আল্লাহ্ পাক যতসব দম্ভ-দর্পকারীদের তাতে নিক্ষেপ করবেন। অতএব, হে বেলাল, সাবধান! তা যেন তোমার আবাস না হয়।

প্রিয় নবী আর এক হাদীসে বলেছেন ঃ জাহান্নামে একটি ইমারত আছে, অহংকারীদেরকে তাতে ঢুকিয়ে পরে তার সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিনি আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ-

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে দম্ভ-অহংকারের ফুৎকার হতে পানাহ্ চাই।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ যার দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় এবং সে তিনটি দোষ—অহংকার, ঋণ ও আত্মসাৎ থেকে মুক্ত থাকে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলেন, কোনও মুসলমান কোনও মুসলমানকে অবজ্ঞা করবে না। কারণ, ছোট মুসলমানও আল্লাহ্র নিকট বড় ও সম্মানীয়।

হযরত ওয়াহ্ব (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাক 'জান্নাতে আদ্ন'কে সৃষ্টি করার পর তার দিকে নজর করে বললেন ঃ অহংকারীদের জন্য তুমি হারাম। হযরত মুহাম্মদ ইব্নে হুসাইন ইব্নে আলী (রহঃ) বলেন, কারো অন্তরে কম-বেশী যতটুকু অহংকার ঢুকবে, ঠিক ঐ পরিমাণে তার বুদ্ধি-বিবেক হ্রাস পাবে।

হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এমন কি বদী আছে যার বর্তমানে নেকী নিস্ফল হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন ঃ অহংকার।

হযরত নো'মান ইব্নে বশীর (রহঃ) মিম্বরে বসে বলেছিলেন যে, শয়তানের কতগুলো জাল আছে, যদ্দ্বারা সে শিকার করে এবং শিকারের কতগুলো ক্ষেত্রও আছে। তা' হলো, আল্লাহ্-প্রদত্ত নে'আমতের দরুন দম্ভ-গর্ব করা, আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অহংকার করা, নিজেকে বড় ধারণা করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিবিরুদ্ধ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। আমরা আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাই, তিনি যেন ইহ-পরকালে এই মুসীবত থেকে নিরাপদ রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهٗ بَطَرًا-

'যে-ব্যক্তি টাখনুর নীচে লুঙ্গী (কোর্তা, পায়জামা) টেনে চলে, আল্লাহ্ পাক তার দিকে নজর করেন না।'

তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি একটি চাদর পরিধান করে অহংকারী ভঙ্গিতে ডান-বাম কাঁধের উপর দৃষ্টি ফেলে মনে মনে ফুলে উঠছিল। আল্লাহ্ পাক তাকে যমীনের ভিতর ধ্বসিয়ে দিলেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে অতল তলে ধ্বসে যেতে থাকবে। হযরত যায়দ্ বিন আসলাম (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাযিঃ)-এর দরবারে গিয়েছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্নে ওয়াকিদ তাঁর নিকট দিয়ে একটি নতুন কাপড় পরিহিত অবস্থায় কোথাও যাচ্ছিল। হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) বলে উঠলেন, হে প্রিয় বৎস, লুঙ্গিটা উপরে তুলে নাও। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهٗ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'যে-ব্যক্তি অহংকারের জন্য কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ্ পাক ক্বিয়ামতের দিন তার দিকে তাকিয়ে দেখবেন না।'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ যখন আমার উম্মত অহংকার সহকারে চলবে এবং রোম ও পারস্য তাদের খিদমতগার হবে তখন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে তাদের এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর লেলিয়ে দেওয়া হবে। প্রিয়নবী আরও বলেছেন ঃ

مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهٖ وَاخْتَالَ فِيْ مِشْيَتِهٖ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ غَضْبَانُ.

'যে অন্তরে নিজেকে বড় ভাবে, চাল-চলনে অহংকারী ভঙ্গী প্রদর্শন করে, যখন সে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হবে তখন আল্লাহ্ পাক তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন।'

আবূ বকর হুযালী (রহঃ) বলেন, আমরা হাসান বসরী (রহঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। ইবনুল-আহ্তাম কয়েক ভাঁজে পুরুষ্ট করে বানানো একটি রেশমী জুব্বা পায়ের গোছা পর্যন্ত ঝুলিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছিল, জুব্বার দুই পাটের মাঝখান থেকে কাবা (পোশাক বিশেষ) দেখা যাচ্ছিল। সে ডান ও বাম কাঁধের দিকে চেয়ে-চেয়ে অহংকারপূর্ণ ভঙ্গীতে চলছিল। হযরত হাসান তার দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন, উফ্, নাক উঁচু করে, গাল বাঁকা করে, দুই পাঁজরে দৃষ্টি ঢেলে-ঢেলে কিরূপ দাম্ভিক চালে হেলে দুলে চলছে। হে আহ্মক, দুই বাহুর প্রতি তোর এ সদম্ভ দৃষ্টি? অথচ, আল্লাহ্র দেওয়া অসংখ্য নে'আমতের শোকর আদায়ের কোন তোয়াক্কা নাই, কোন নে'আমতের ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্র কি নির্দেশ আছে, সেই মোতাবেক আমল নাই, তাতে আল্লাহ্র যে প্রাপ্য আছে তা পূরণের চেষ্টা নাই। ওর প্রতিটি অঙ্গেই তো আল্লাহ্ এক-একটি নে'আমত ; অথচ, এখন ওর প্রতিটি অঙ্গেই শয়তানের দখল। আল্লাহ্ কসম, সে যদি স্বাভাবিকভাবে চলতো কিংবা পাগলের মত উঠ-পড়-খাড়াও ঢঙ্গেও হাঁটতো, তবু তা-ই ছিল এ চলন অপেক্ষা অনেক ভালো। ইবনুল-আহতাম তাঁর এ কথাগুলো শুনে তাঁর নিকট এসে অপরাধ স্বীকার করলো। তিনি বললেন, আমার কাছে অপরাধ স্বীকারের দরকার নাই। তুমি আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। তুমি কি শোন নাই যে, আল্লাহ্ পাক কি বলেছেন (?) ঃ

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝

'তুমি যমীনের উপর সদম্ভে চলো না ; নিশ্চয়ই তুমি যমীনকে চিরতে পারবে না এবং পাহাড় সমান উঁচুতেও পৌঁছতে পারবে না।'(ইস্রা ঃ ৩৭)

আর একবার সুন্দর রেশমী পোশাক পরিহিত একটি যুবক হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে আদম সন্তান, তোমার মধ্যে যৌবনের বড় গর্ব, আকর্ষণীয় চাল-চলনের বড় আসক্তি! মনে হয় তুমি কবরে আছ, নিজের আমল ও ফলাফল দেখে ফেলেছ। কি সর্বনাশ! হে যুবক, তোমার অন্তরের চিকিৎসা কর। আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত অন্তরই তো দেখতে চান।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) তাঁর পুত্রকে দাম্ভিক ঢঙে চলতে দেখে ডেকে এনে বললেন, ওরে, জানিস তুই কে? তোর মাকে আমি মাত্র একশত টাকায় খরিদ করেছি (অর্থাৎ এতটুকু মহরের বিনিময়ে বিবাহ করেছি)। আর তোর বাবা? আল্লাহ্ যেন মুসলিম সমাজে তোর বাবার মত আর কাউকে সৃষ্টি না করেন।

হযরত ইব্নে উমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তিকে গোড়ালির নীচে লুঙ্গী ছেড়ে চলতে দেখে বললেন ঃ 'শয়তানের কিছু ভাই-বেরাদর আছে।' কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

হযরত মুতাররিফ ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রহঃ) জনাব মুহাল্লাকে একটি রেশমী জুব্বা পরে অহংকৃত চোখে নিজের এ-কাঁধে ও-কাঁধে নযর করতে দেখে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্, এই ঢঙের চাল-চলন আল্লাহ্-রাসূলের চোখে ঘৃণ্য-জঘন্য। মুহাল্লাব বললেন, আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, অবশ্যই ; এক বিশ্রী রক্ত ফোঁটা দিয়ে তোমার শুরু এবং দুর্গন্ধপূর্ণ একটি মুর্দা লাশ হবে তোমার পরিণতি। এ দু'য়ের মাঝখানে তুমি দুর্গন্ধপূর্ণ গলিজ বহনকারী। এতদশ্রবণে মুহাল্লাব সেখান থেকে চলে গেলেন এবং সেই অহংকারী চাল-চলন বর্জন করে দিলেন।

অধ্যায় ঃ ৪৩
দিন রাত ও আসমান-যমীনে ধ্যান করে জ্ঞান আহরণ

আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র কিতাবের অসংখ্য জায়গায় তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর তথা চিন্তা-ভাবনা করে সত্যানুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

যেমন তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَةَ

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবা-রাতের আগমন নির্গমনে অনেক নিদর্শন বর্তমান।' (বাকারাহ ঃ ১৬৪)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

'আল্লাহ্ তিনি, যিনি দিন ও রাতকে পরস্পরের 'উত্তরপক্ষ' করেছেন।' (ফুরকান ঃ ৬২)

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, এর অর্থ, একটি আলো দেয়, তো অন্যটি অন্ধকার ছড়ায় ; একটি বৃদ্ধি পায়, তো অপরটি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।'

জনৈক ব্যক্তি কি চমৎকার বলেছেন ঃ 'হে মানুষ, অগ্রনিশিতে তুমি সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত। মনে রেখ, রাত পোহাতেই অসংখ্য বিপদ তোমার দরজায় হানা দিচ্ছে। 'খবরদার, পয়লা প্রহরের সহানুভূতিতে যেন খুব বিভোর হয়ে না পড়। কারণ, অনেক নিশির ঊষাকালে আগুনও জ্বলে উঠে।'

আর এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ এ রাতগুলো দেখে মনে হয়, যেন তা মানুষের মিঠা পানির ঘাট। হয়তঃ এ জন্যই ওরা সেখানে জীবনকে কেবলই

বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত করছে। কখনও বা তাকে সংকুচিত ভাবছে। দুঃখের নিশি ওদের কাছে অতি দীর্ঘ। আবার সুখের নিশিগুলো অত্যন্তই সংকীর্ণ।

আল্লাহ্ পাক তাঁর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাকারীদের প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

'যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোওয়া অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা করে (বলে), হে প্রতিপালক, আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।' (আলি-ইমরান ঃ ১৯১)

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, অনেকে স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللّٰهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوا قَدْرَهُ

'তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কর, কিন্তু খোদ আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা করো না। কারণ, আল্লাহ্কে তার স্ব-অবস্থানে রেখে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমাদের নাই।'

এক হাদীসে আছে, একদিন তিনি কতিপয় লোকের নিকট গেলেন যারা 'তাফাক্কুর' (চিন্তা-গবেষণা) করছিল। হুযুর পুরনূর বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা যে কোন কথা বলছ না? তারা বললো, আমরা আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এভাবে তার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর, কিন্তু তাকে নিয়ে চিন্তা করতে যেওনা। দেখ, মাগরিবে একটি শ্বেত ভূখণ্ড আছে যার আলো তার শুভ্রতা এবং তার শুভ্রতাই তার আলো। সূর্যের সেই ভূখণ্ড অতিক্রমণে চল্লিশ দিন সময় লাগে। সেখানে

এমন এক মাখলুক বাস করে যারা পলকমাত্রও না-ফরমানী করে নাই। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শয়তান কি তাদেরকে আক্রমণ করে না? হুযূর বললেন, তারা জানেই না যে, শয়তান নামক কোন মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে কি-না। তারা বললো, ঐ সম্প্রদায়টি কি আদমের আওলাদ? হুযূর বললেন, তারা জানেই না যে, হযরত আদম (আঃ) সৃষ্ট হয়েছেন কি-না।

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, একদিন আমি এবং উবাইদ বিন উমাইর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে উবাইদ, আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতে কে তোমাকে বাধা দেয়? উবাইদ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী ঃ

زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا -

'—'মাঝে মাঝে' সাক্ষাত কর, এতে মহব্বত বাড়বে।'

অতঃপর হযরত উবাইদ (রহঃ) বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্ময়কর কোন ঘটনা শোনান, যা আপনি স্বয়ং অবলোকন করেছেন। এতদ্শ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। বললেন, ওরে, হুযূর পুরনূরের প্রতিটি বিষয়ই ছিল বিস্ময়কর। একদিন তিনি 'আমার রাত্রে' আমার কাছে সজ্জা গ্রহণ করলেন। এতটা কাছে এলেন যে, তাঁর দেহ-মুবারকের চামড়া আমার চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর বলতে লাগলেন, (হে আয়েশা,) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হবো। অতঃপর তিনি একটি পানির মশক থেকে উযূ করে নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। নামায শেষে কিছুক্ষণ কাৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে হযরত বেলাল (রাযিঃ) এসে ফজরের নামাযের আহ্বান জানালেন। বেলাল হুযূরকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কাঁদছেন কেন, অথচ আল্লাহ্ পাক তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের তামাম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করেছেন? হুযূর বললেন, বেলাল, তুমি কি সর্বনাশা

কথা বলছ, কেন আমি কাঁদবো না (?) অথচ, এ রাত্রেই আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের পরিবর্তনে নিখুঁত ও প্রকৃত জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান আছে।'

(আলি-ইমরান ঃ ১৯০)

তিনি আরও বললেন, যে এ' আয়াত পড়লো কিন্তু, এতে চিন্তা-ফিকির করলো না, তার ধ্বংস অনিবার্য। হযরত আওযাঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই চিন্তা-ফিকিরের সীমারেখা কি? তিনি বললেন, আয়াতটি পাঠ করা এবং তা বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইন্তেকালের পর জনৈক বসরাবাসী সফর করে তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করে তাঁকে হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, হযরত আবূ যর (রাযিঃ) দিনভর ঘরের এক কোণে বসে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুহূর্তকালের চিন্তা-ফিকির রাতভর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, ফিকির হচ্ছে একটি আয়না যাতে তুমি তোমার ভাল-মন্দসমূহ দেখতে পাবে।

কেউ হযরত ইবরাহীম (রহঃ)-কে বললো ; আপনি দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তামগ্ন থাকেন। জবাবে তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকিরই বিবেক-বুদ্ধির নির্যাস।

হযরত সুফইয়ান ইব্নে উইয়াইনাহ্ (রহঃ) প্রায়শঃই জনৈক ব্যক্তির এ ছন্দটি আবৃত্তি করতেন ঃ

اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهٗ فِكْرَةٌ　　فَفِىْ كُلِّ شَيْئٍ لَّهٗ عِبْرَةٌ -

'মানুষ যদি চিন্তা-ফিকিরে অভ্যস্ত হয় তাহলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই

এমন এক মাখলুক বাস করে যারা পলকমাত্রও না-ফরমানী করে নাই। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, শয়তান কি তাদেরকে আক্রমণ করে না? হুযুর বললেন, তারা জানেই না যে, শয়তান নামক কোন মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে কি-না। তারা বললো, ঐ সম্প্রদায়টি কি আদমের আওলাদ? হুযুর বললেন, তারা জানেই না যে, হযরত আদম (আঃ) সৃষ্ট হয়েছেন কি-না।

হযরত আতা' (রহঃ) বলেন, একদিন আমি এবং উবাইদ বিন উমাইর হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম! তিনি পর্দার আড়ালে থেকে আমাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, হে উবাইদ, আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতে কে তোমাকে বাধা দেয়? উবাইদ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী ঃ

زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا -

'—'মাঝে মাঝে' সাক্ষাত কর, এতে মহব্বত বাড়বে।'

অতঃপর হযরত উবাইদ (রহঃ) বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্ময়কর কোন ঘটনা শোনান, যা আপনি স্বয়ং অবলোকন করেছেন। এতদ্‌শ্রবণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কাঁদতে লাগলেন। বললেন, ওরে, হুযুর পুরনূরের প্রতিটি বিষয়ই ছিল বিস্ময়কর। একদিন তিনি 'আমার রাত্রে' আমার কাছে সজ্জা গ্রহণ করলেন। এতটা কাছে এলেন যে, তাঁর দেহ-মুবারকের চামড়া আমার চামড়াকে স্পর্শ করছিল। অতঃপর বলতে লাগলেন, (হে আয়েশা,) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত হবো। অতঃপর তিনি একটি পানির মশক থেকে উযূ করে নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। অতঃপর সিজদায় গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভিজিয়ে ফেললেন। নামায শেষে কিছুক্ষণ কাৎ হয়ে শুয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে হযরত বেলাল (রাযিঃ) এসে ফজরের নামাযের আহ্বান জানালেন। বেলাল হুযুরকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি কাঁদছেন কেন, অথচ আল্লাহ্ পাক তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের তামাম ভুল-বিচ্যুতির ক্ষমা ঘোষণা করেছেন? হুযূর বললেন, বেলাল, তুমি কি সর্বনাশা

কথা বলছ, কেন আমি কাঁদবো না (?) অথচ, এ রাত্রেই আমার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের পরিবর্তনে নিখুঁত ও প্রকৃত জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান আছে।'

(আলি-ইমরান ঃ ১৯০)

তিনি আরও বললেন, যে এ' আয়াত পড়লো কিন্তু, এতে চিন্তা-ফিকির করলো না, তার ধ্বংস অনিবার্য। হযরত আওযাঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এই চিন্তা-ফিকিরের সীমারেখা কি? তিনি বললেন, আয়াতটি পাঠ করা এবং তা বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা।

হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াছে' (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইন্তেকালের পর জনৈক বসরাবাসী সফর করে তাঁর স্ত্রীর নিকট গমন করে তাঁকে হযরত আবূ যর (রাযিঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, হযরত আবূ যর (রাযিঃ) দিনভর ঘরের এক কোণে বসে চিন্তা-ফিকির ও ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, মুহূর্তকালের চিন্তা-ফিকির রাতভর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন, ফিকির হচ্ছে একটি আয়না যাতে তুমি তোমার ভাল-মন্দসমূহ দেখতে পাবে।

কেউ হযরত ইবরাহীম (রহঃ)-কে বললো ; আপনি দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তামগ্ন থাকেন। জবাবে তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকিরই বিবেক-বুদ্ধির নির্যাস।

হযরত সুফইয়ান ইব্‌নে উইয়াইনাহ্ (রহঃ) প্রায়শঃই জনৈক ব্যক্তির এ ছন্দটি আবৃত্তি করতেন ঃ

إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ -

'মানুষ যদি চিন্তা-ফিকিরে অভ্যস্ত হয় তাহলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই

সে মূল্যবান শিক্ষা খুঁজে পাবে।’

হযরত তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, হে রূহুল্লাহ্, অদ্য এই পৃথিবীতে ‘আপনার মত’ আরো কেউ আছে? তিনি বললেন, হাঁ, যার কথা যিকির, যার নীরবতা ফিকির এবং যার প্রতিটি নজর একটি শিক্ষা, নিঃসন্দেহে সে আমার মত। (অর্থাৎ নবুয়তের পার্থক্য ব্যতীত আর সবকিছুতেই সে আমার সমকক্ষ।)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যার কথা ‘হিকমত’ না হয়ে অন্যকিছু হয়, তা অনর্থক কথা ; যার নীরবতা চিন্তা-ফিকিরে কাটে না, সে তা ভুল করছে। যার দৃষ্টি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য হয় না, সেটা তার গাফলতির পরিচয় বহন করছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ

‘আমি আমার নিদর্শনাবলী থেকে ঐ সকল লোকদের বারিত ও বাধাপ্রাপ্ত করি, যারা পৃথিবীতে না-হকভাবে অহংকার প্রদর্শন করে।’ (আ’রাফ ঃ ১৪৬)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ, আমি তাদের হৃদয়-সমূহকে আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার তওফীক হতে বঞ্চিত করে দিই।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَعْطُوْا اَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ

‘তোমরা তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে তাদের প্রাপ্য ইবাদতের অংশ প্রদান কর। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, চক্ষুর সে-অংশটা কি? তিনি বললেন ঃ পবিত্র কুরআন দেখা, তার ভিতর চিন্তা-ফিকির করা এবং বিস্ময়কর বিষয়াবলী থেকে উপদেশ গ্রহণ করা।’

মক্কার নিকটবর্তী একটি এলাকার জনৈকা মহিলা বলেছেন, মুত্তাকী-পরহেযগারদের অন্তর যদি তাদের চিন্তা ও ধ্যানের চোখ দিয়ে দেখতে পেতো যে, তাদের দৃষ্টির অন্তরালে আখেরাতের কি অফুরান ও মূল্যবান নে’আমত

তাদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে, তা’ হলে এ ভঙ্গুর জগতে তাদের অবস্থান ও জীবন-যাপন কঠিন হয়ে যেত, তারা অস্থির ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো।

হযরত লোকমান (আঃ) দীর্ঘ-দীর্ঘ সময় একাকী বসে কাটাতেন। তাঁর মনিব তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেই বলতেন, লোকমান, তুমি এভাবে দীর্ঘ সময় একাকী বসে থাক? লোকদের সাথে বসলে তোমার ভালো লাগতো, মন উৎফুল্ল থাকতো। জবাবে তিনি বলতেন ঃ দীর্ঘতম নিঃসঙ্গ বৈঠক দীর্ঘতর ফিকিরের সহায়ক এবং দীর্ঘ ধ্যান-ফিকির জান্নাতের পথ-প্রদর্শক।

হযরত ওয়াহ্ব বিন-মুনাব্বিহ্ (রহঃ) বলতেন, যেকোন মানুষ দীর্ঘসময় ধ্যান-ফিকিরে কাটালে অন্তরে ইল্‌ম পয়দা হবে এবং সেই ইল্‌মের উপর আমলও নসীব হবে। হযরত উমর ইব্‌নে আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাকের নে’আমতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা শ্রেষ্ঠতম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহঃ) শান্ত ও স্থিরভাবে চিন্তামগ্ন দেখে হযরত ছাহ্‌ল ইব্‌নে আলী (রহঃ)-কে প্রশ্ন করলেন ঃ কোথায় গিয়ে পৌঁছলেন? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতে।

হযরত বিশ্‌র (রহঃ) বলেন, মানুষ যদি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব-বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতো, তাহলে কস্মিনকালেও তারা পাপে লিপ্ত হতো না। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ

رَكْعَتَانِ مُقْتَصِدَتَانِ فِىْ تَفَكُّرٍ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ بِلَا قَلْبٍ

‘ধ্যান ও ফিকির সহকারে হাযির দিলে মধ্যম ধরনের দুই রাকআত নামায, দিল্‌বিহীন ধ্যান-ফিকিরবিহীন সারারাত্রির নফলের চেয়ে উত্তম।’

একদা হযরত আবূ শুরাইহ্ (রহঃ) পথে হাঁটছিলেন। হঠাৎ বসে পড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, চিন্তা করেছি যে, বয়স তো শেষ হয়ে গেল, আমল তো কিছুই করতে পারি নাই, মৃত্যুও সন্নিকটবর্তী!

হযরত আবূ সুলাইমান (রহঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের চক্ষুদ্বয়কে রোদনে অভ্যস্ত কর। তিনি আরও বলেছেন, দুনিয়ার ফিকির আখেরাতকে আড়ালে

ফেলে দেয় এবং তা ওলীদের জন্য আযাবস্বরূপ। আর আখেরাতের ফিকির অন্তরে হিকমত ও জ্ঞান জন্মায় এবং অন্তরকে জীবন দান করে।

হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) বলেন, কোন কিছু থেকে উপদেশ গ্রহণের দ্বারা ইল্‌ম বাড়ে, যিকরুল্লাহ্‌র দ্বারা মহব্বত বাড়ে, চিন্তা-ফিকির দ্বারা আল্লাহ্‌-ভীতি বাড়ে।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, শুভ ও সুন্দরের ফিকির সেই শুভর উপর আমলের দিকে টেনে নেয়। অন্যায়ের প্রতি অনুতাপ তা বর্জনে সহায়তা করে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রকৃত বুদ্ধিমান বান্দারা যিকিরের সাথে ফিকিরের এবং ফিকিরের সাথে যিকিরের অভ্যাসওয়ালা হয়। এর ফলে তাদের অন্তর বাকশক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং হিকমতের কথা বলতে শুরু করে। (হিকমত ঐ নিখুঁত ও গভীর নূরানী জ্ঞান যা নবীর শিক্ষার মুতাবিক হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় ও মহব্বত সৃষ্টিতে সহায়ক হয়)

হযরত ইসহাক বিন খলফ্‌ (রহঃ) বলেন, হযরত দাউদ ত্বাঈ (রহঃ) এক পূর্ণিমারাতে ঘরের ছাদের উপরে অবস্থান করে আসমান ও যমীনের বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজি সম্পর্কে ফিকিরে মশগুল ছিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করছিলেন। এতই চিন্তা-বিভোর হলেন যে, আচমকা সেখান থেকে তাঁর পড়শীর বাড়ীর মধ্যে পড়ে গেলেন। বাড়ীওয়ালা কোন চোর ধারণা করে তরবারি হাতে উলঙ্গ অবস্থাতেই বিছানা ছেড়ে ছুটে এলেন। হযরত দাউদ (রহঃ)-কে দেখে তরবারি নামালেন ও বিরত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে আপনাকে ছাদ হতে নীচে ফেলে দিলো? তিনি বললেন, আমি তো কিছুই টের করতে পারলাম না।।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মজলিশ হলো, তাওহীদের ময়দানে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসা এবং মা'রিফাতের সমীরণ আঘ্রাণ করা, এশ্‌কের দরিয়া হতে মহব্বতের শরাব পান করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সু-ধারণা সহকারে হৃদয়ের চোখ দিয়ে তাকে উপভোগ করা। হে মানুষ, এর চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন মজলিশ আমি জানি না, এর চাইতে সুমিষ্ট কোন শরাব আমি চিনি না। বড় ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এ দৌলতপ্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন ঃ

اِسْتَعِيْنُوْا عَلَى الْكَلَامِ بِالصَّمْتِ وَعَلَى الْاِسْتِنْبَاطِ بِالْفِكْرِ.

'সুন্দর বাকশক্তির জন্য নীরবতার সাহায্য গ্রহণ কর এবং অনুদঘাটিত জ্ঞান উদঘাটনের জন্য চিন্তা-ফিকিরের সাহায্য গ্রহণ কর।'

তিনি আরও বলেছেন, স্রষ্টার নিদর্শনাবলীতে গভীর নযর অহংকার হতে মুক্তির ওষুধ। সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা ভ্রান্তিতে পড়া ও অনুশোচনা থেকে রক্ষা করে ; চিন্তা ফিকির সাবধানতা, দূরদর্শিতা ও চেতনা উৎপাদন করে ; জ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শকরণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের মযবুতি ও অন্তর্দৃষ্টিতে শক্তি যোগায়। অতএব, সিদ্ধান্তের পূর্বেই চিন্তা করে নাও ; অগ্রসর হওয়ার আগেই পরামর্শ করে ফেল।

তিনি আরও বলেছেন, চারটি গুণ সম্মানের চাবিকাঠি ঃ এক. গভীর ও পোক্ত জ্ঞান (হিকমত), চিন্তা-ফিকির তার স্তম্ভ ; দুই. কলুষমুক্ত চরিত্র—মনের কুমন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ এর মূল শক্তি ; তিন. শক্তিশীলতা—গোস্বা নিয়ন্ত্রণ এর ভিত্তি ; চার. ইনসাফ—অন্তরের পবিত্রতা ও ভারসাম্যই এর বুনিয়াদ।

অধ্যায় ঃ ৪৪
মৃত্যুর কষ্ট

হযরত হাসান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুযন্ত্রণার আলোচনায় বলেছিলেন যে, তাতে তরবারির দ্বারা তিনশত বার আঘাতের সমান কষ্ট হয়। একবার তাঁকে মৃত্যুকষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ সবচেয়ে সহজ মৃত্যুর উদাহরণ একরকম, যেমন, আকণ্ঠ কাঁটাপূর্ণ একটি গুল্মকে যদি ভেড়ার পশমের স্তূপে ঢুকিয়ে দিয়ে পুনরায় বের করে আনা হয় তবে তার সাথে সাথে অবশ্যই পশমও বেরিয়ে আসে। একবার তিনি এক মরণাপন্ন রোগীর নিকট গমন করলেন। অতঃপর বললেন, আমি জানি যে, এর কিরূপ কষ্ট হচ্ছে। এর প্রতিটি রগ-রেশা স্বতন্ত্রভাবে মৃত্যুযন্ত্রণার শিকার হচ্ছে।

হযরত আলী (রাযিঃ) লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলতেন, যুদ্ধ না করলেও তোমাদের মরতে হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আলীর জীবন, শয্যায় পড়ে মৃত্যুর চেয়ে তলোয়ারের সহস্র ঘা আমার নিকট অধিক হাল্কা।

হযরত আওযাঈ (রহঃ) বলেন, আমরা আমাদের ইলমে আসা এক হাদীসে জেনেছি যে, হাশরের জন্য পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্তই মুর্দা ব্যক্তি তার মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে।

হযরত শাদ্দাদ ইব্‌নে আওছ্ (রাযিঃ) বলেন, মৃত্যু মু'মিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে ভয়ংকর ভীতি। মৃত্যুযন্ত্রণা করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা, কাঁচির দ্বারা টুকরা টুকরা করা, এমনকি, চুলার উত্তপ্ত পাতিলে উত্তাপিত হওয়ার চেয়েও অধিক যন্ত্রণাপ্রদ। মুর্দাকে যদি পুনর্জীবিত করা হতো এবং সে দুনিয়াবাসীকে তার মৃত্যুকষ্টের খবর শোনাতো, তাহলে জীবনের তাবৎ সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে যেত, আরামের ঘুম হারাম হয়ে যেত।

হযরত যায়দ বিন আসলাম তাঁর পিতার বর্ণনায় বলেন ঃ কোন মু'মিনের যদি তার পূর্বনির্ধারিত মর্তবাসমূহের কোন বিশেষ মর্তবায় পৌছানোর ঘাটতি

থাকে, তাহলে আল্লাহ্ পাক তার মৃত্যু যন্ত্রণাপ্রদ করে দেন, যাতে সে এই মৃত্যু যন্ত্রণার উছীলায় তার জন্য নির্ধারিত সেই বেহেশ্‌তী মর্তবায় উত্তীর্ণ হতে পারে। পক্ষান্তরে, কাফেরের যদি এমন কোন শুভ কর্ম থেকে থাকে যার প্রতিদান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহলে, তার মৃত্যুকে সহজ করে দেন, যাতে সে তার শুভকর্মের প্রতিদান পেয়ে যায়। অতঃপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

জনৈক ব্যক্তি প্রত্যেক মরণাপন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে ফিরতো ঃ মৃত্যুকে তুমি কেমন পাচ্ছো? যখন সে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ মৃত্যুকে আপনি কেমন অনুভব করছেন? তিনি বললেন, মনে হয় সাত আসমান ভেঙ্গে যমীনে পড়েছে, যেন সূচের ছিদ্র দিয়ে আমার জান বের করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَوْتُ الْفُجَاءَةِ رَاحَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَاَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ ـ

'আকস্মিক মৃত্যু মু'মিন ব্যক্তির জন্য নিস্কৃতি ও আরামের কারণ হয় আর না-ফরমানের জন্য দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ হয়।'

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ شَعْرَةً مِّنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ وُضِعَتْ عَلٰى اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَمَاتُوْا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِاَنَّ فِىْ كُلِّ شَعْرَةٍ اَلْمَوْتَ وَلَا يَقَعُ الْمَوْتُ بِشَيْءٍ اِلَّا مَاتَ ـ

'মৃতের একটি চুলও যদি সাত আসমান ও যমীনবাসীদের উপর রেখে দেওয়া হতো, তবে বি-ইযনিল্লাহ্, তাদের সকলের মৃত্যুই অবধারিত হতো। কারণ, প্রতিটি চুলেই মৃত্যু বিদ্যমান। আর মৃত্যু যে বস্তুর উপরেই পতিত হবে, অবশ্যই তার মৃত্যু ঘটবে।'

এক রেওয়ায়াতে আছে ঃ মৃত্যু যন্ত্রণার একটি ফোঁটা যদি বিশ্বের পাহাড়-

পর্বতের উপর রেখে দেওয়া হয়, তাহলে তা পানির মত গলে যাবে। বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর ওফাতের পর আল্লাহ্ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আমার খলীল, মৃত্যুকে আপনি কেমন পেলেন? তিনি বললেন, কোন জীবিত পশুর পশমের ভিতর লোহার কাঁটা ঢুকিয়ে পরে টান দিলে যে অবস্থা হয়। আল্লাহ্ পাক বললেন, আমি তো আপনাকে আসানী প্রদান করেছি।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আঃ)-এর রূহ্ যখন আল্লাহ্র দরবারে পৌছে গেল, তখন তাঁর প্রতিপালক বললেন, হে মূসা, মৃত্যুকে কেমন অনুভব করলে? তিনি বললেন, জ্বলন্ত পাতিলের ভিতর কোন জীবন্ত পাখীকে ছেড়ে দিলে পরে সে উড়েও যেতে পারছে না এবং তার মৃত্যুও হচ্ছে না যে, তবু তার একটা রক্ষা হয়ে যেতে পারে। আমার অবস্থাটা ছিল ঠিক সেই পাখীর মত। আর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেছিলেন ঃ আমার এমন লাগছিল যেমন কসাইর হাতে কোন জীবিত বকরীর চামড়া খসানো হচ্ছে।

বর্ণিত আছে, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাতের সময় তাঁর নিকটে রাখা একটি পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে সেই হাত দ্বারা নিজের চেহারা মুছে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَىَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ —আয় আল্লাহ্! আমার মৃত্যুর কষ্টকে লাঘব করে দাও। হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) বলেছিলেন, আব্বা গো! আহা, তোমার এতো কষ্ট! হুযুর বলেছিলেন, (ফাতেমা!) আজকের পর আর কোনদিন তোমার আব্বার কোন কষ্ট হবে না।

হযরত উমর (রাযিঃ) কা'ব আহ্বার (রহঃ)-কে বলেছিলেন, হে কা'ব, মৃত্যু সম্পর্কে কিছু শোনাও। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, মউতের উদাহরণ এ রকম, যেমন একটি বিপুল কাঁটাপূর্ণ শাখা কারো পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই কাঁটা যখন প্রতিটি রগে রগে বিঁধে গেল, তখন এক ব্যক্তি হেঁচকা টান দিয়ে তা বের করে আনলো। এভাবে যা বের হওয়ার তা বেরিয়ে এলো, আর যা থাকার তা রয়ে গেল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعَالِجُ كَرْبَ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِهِ وَإِنَّ مَفَاصِلَهُ لَيُسَلِّمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ .....

'মৃত্যুকালে বান্দা মৃত্যু যন্ত্রণার শিকার হতে থাকে তখন তার দেহের প্রতিটি জোড়া অপর জোড়াকে আস্সালামু আলাইকা বলে সালাম জানায়।'

আর বলে ঃ তোমার ও আমার মাঝে ক্বিয়ামত পর্যন্তের জন্য এ বিচ্ছেদ ঘটছে। —হে ভ্রাতা! এ হচ্ছে আল্লাহ্র ওলী ও প্রিয়জনদের মৃত্যুকষ্টের অবস্থা। তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো দিবারাত একের পর এক কত যে পাপের মধ্যে ডুবে আছি।

পরন্তু, মৃত্যুর কষ্টের সাথে আরও অধিক বিপদ ভোগ করতে হবে। কারণ, মৃত্যুর কষ্ট তিন প্রকার ঃ রূহ্ বের হওয়াকালীন কষ্ট ; মালাকুল মউতের আকৃতি দর্শন, মালাকুল মউতকে দেখে অন্তরে ভীতি সৃষ্টি। অত্যন্ত শক্তিশালী পাপীও যদি তাকে তার আসল আকৃতিতে দেখতে পায়, তবে কিছুতেই সে তা বরদাশত করতে পারবে না। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম মালাকুল মউতকে বলেছিলেন, ফাসেক-ফাজেরের রূহ্-কবযের সময় তোমার যে আকৃতি হয় তা-কি আমাকে দেখাতে পার? মালাক্ বললেন, আপনার সেই ক্ষমতা নাই! তিনি বললেন, হাঁ, আছে। মালাক্ বললেন, তাহলে আপনি অন্য দিকে মুখ ফিরান। তিনি মুখ ফিরালেন। অতঃপর তিনি তার দিকে তাকিয়ে দেখেন, কালো বর্ণের একটি লোক ; খাড়া-খাড়া চুল ; দুর্গন্ধপূর্ণ দেহ ; কালো পোশাক পরিহিত ; নাক-মুখ দিয়ে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর হুশ ফিরে এলো। তখন মালাকুল মউত তার প্রথম আকৃতিতে ছিলেন। তিনি বললেন, হে মালাকুল মউত, গুনাহ্গার বান্দা যদি মৃত্যুকালে কেবলমাত্র তোমার ঐ আকৃতিটাই দেখতে পায় তবে তা-ই যথেষ্ট।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম খুবই আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন লোক ছিলেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিতেন। একদিন তিনি দরজা বন্ধ করে বের হয়ে গেলেন। অতঃপর

তাঁর বিবি দেখতে পেলেন, একটি লোক ঘরের ভিতরে। তিনি বললেন, কে এই লোকটিকে ঘরের ভিতর ঢুকালো? হযরত দাঊদ (আঃ) এসে দেখলে তো লোকটা তাঁর কঠোর আচরণের শিকার হবে। ইতিমধ্যে হযরত দাঊদ (আঃ) এসে গেলেন এবং লোকটাকে দেখলেন। বললেন, তুমি কে? সে বললো, আমি সেই ব্যক্তি যে কোন রাজা-বাদশার পরোয়া করে না এবং কারো পর্দাও আমাকে ঠেকাতে পারে না। তিনি বললেন, তাহলে অবশ্যই তুমি মালাকুল মউত। ব্যস, তিনি সেখানেই চাদর মুড়ি দিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একটি পড়ে থাকা খুপরির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটিকে পায়ের দ্বারা নাড়া দিয়ে বললেন, ওহে, আল্লাহ্‌র হুকুমে তুমি আমার সাথে কথা বল। সে বললো, হে রূহুল্লাহ্, আমি অমুক সময়কার এক বাদশা। আমি আমার সিংহাসনারোহী ; মাথায় শাহী মুকুট ; আমার পাশেই আমার সৈন্যদল ; তার ওপর আমার শান-শওকত, শৌর্য-বীর্য। এমনি অবস্থায় মালাকুল মউত এসে আমার সম্মুখে হাযির হলো। আমার প্রতিটি অঙ্গ আমার দেহ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এবং আমার রূহ্ বের হয়ে গেল। হায়, সেই সবকিছু থেকে এভাবে আমাকে জুদা হতে হলো ; মুহুর্তের মধ্যে আমার সব পরিচিত অপরিচিত হয়ে গেল।

এ হচ্ছে মৃত্যুর বিভীষিকা চিত্র, না-ফরমানেরা যার সম্মুখীন হবে, আর আনুগত্যশীলদেরকে এ থেকে হিফাযত করা হবে। আল্লাহ্‌র নবীগণ সাধারণতঃ শুধু রূহ্ কবযের কষ্টের কথাই বর্ণনা করেছেন ; মউতের ফেরেশ্‌তার আকৃতি দর্শন আলাদা বিপদ। মানুষ স্বপ্নেও যদি সেই আকৃতিটি দেখতে পায় তবে সমগ্র জীবন তাকে একটা আতঙ্ক বহন করতে হবে। তাহলে, মৃত্যুকালের অবস্থাটা কি হতে পারে? অবশ্য, আনুগত্যশীল বান্দাগণ তাকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সুরতে দেখতে পাবে।

হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একটা ইবাদতের ঘর ছিল। বের হওয়ার সময় ঘরটি বন্ধ করে যেতেন। একদিন তিনি বাইরে থেকে এসে দেখলেন, তাঁর সেই ঘরের ভিতর একটি লোক। তিনি বললেন, কে তোমাকে এই ঘরে ঢুকিয়েছে?

সে বললো, ঘরের মালিক। তিনি বললেন, আমিই তো এর মালিক। সে বললো, যিনি আমাকে ঢুকিয়েছেন তিনি তোমার-আমার চেয়ে বড় মালিক। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কোন্ ফেরেশ্‌তা? সে বললো, আমি মালাকুল মউত। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে তোমার সেই আকৃতিটা দেখাতে পার যে-আকৃতিতে তুমি মু'মিনের রূহ্ কবয কর। সে বললো, হাঁ। তাহলে অন্যদিকে মুখ ফিরাও। তিনি মুখ ফিরালেন। মুখ ঘুরিয়ে দেখেন, একটি সুন্দর চেহারা, সুন্দর পরিচ্ছদ ও সুগন্ধপূর্ণ যুবক। তিনি বললেন, হে মালাকুল মউত, মু'মিন তার মৃত্যুকালে আর কিছু না-হোক, অন্ততঃ তোমার চেহারাটাও যদি দেখে তবে তা-ই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

মৃত্যুকালীন আর একটি বিষয় হলো, আমলনামা-লিখক দুই ফেরেশ্‌তার সাক্ষাত। হযরত ওহাইব (রহঃ) বলেন, আমরা এক রেওয়ায়াতে পেয়েছি, মানুষের মৃত্যু হয় না, যতক্ষণ না সে তার আমল লিখক ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের সাক্ষাতপ্রাপ্ত হয়। যদি সে আনুগত্যশীল হয় তবে তারা বলে ঃ জাযাকাল্লাহু আন্না খাইরান, কত ভাল মজলিসে তুমি আমাদের বসার সুযোগ করে দিয়েছ এবং কত যে ভাল আমল তুমি আমাদের কাছে জমা করেছ। আর যদি ফাসেক-ফাজের হয় তাহলে তারা বলে ঃ লা জাযাকাল্লাহু আন্না খাইরান, কত খারাপ মজলিসে তুমি আমাদেরকে বসিয়েছ, কত খারাপ আমল আমাদের সম্মুখে করেছ, কত খারাপ কথা আমাদেরকে শুনিয়েছ, আল্লাহ্ যেন তোমার কোন কল্যাণ না করেন। মুর্দা তখন অপলকনেত্রে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরপর আর কখনও সে দুনিয়াতে ফিরে আসবে না।

ফাসেক-ফাজেরের জন্য মৃত্যুকালের তৃতীয় বিপদ হলো জাহান্নামের ঠিকানা দেখা। মৃত্যুকষ্টকালে তাদের সকল শক্তি খতম হয়ে যায়, রূহ্ও বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু, যতক্ষণ না তারা মালাকুল মউতের মুখে দু'টির যেকোন একটি সংবাদ শ্রবণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের রূহ্ বের করা হবে না ঃ হয়তঃ বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, দোযখের সুসংবাদ নাও, অথবা বলা হবে, হে আল্লাহ্‌র ওলী, বেহেশ্‌তের সুসংবাদ নাও। বস্তুতঃ এজন্যই আল্লাহ্ওয়ালাগণ ভীত-ত্রস্ত থাকেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَنْ يَّخْرُجَ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ مَصِيْرُهٗ وَ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ ـ

'তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বের হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ঠিকানা অবগত হবে এবং যতক্ষণ না তার গন্তব্যস্থল বেহেশ্‌ত কিংবা দোযখ অবলোকন করবে।'

অধ্যায় ঃ ৪৫

কবর ও সওয়াল জওয়াবের বর্ণনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুর্দাকে যখন কবরের ভিতর রাখা হয় তখন কবর তাকে বলে, হে আদম সন্তান, কে তোমাকে আমার ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল? তুমি কি জান নাই যে, আমি পরীক্ষার ঘর, অন্ধকার ঘর, নির্জন ঘর, পোকা-পঙ্গের ঘর? কেন তুমি আমার ব্যাপারে ধোকাগ্রস্ত ছিলে, যখন তুমিই আমার মাঝে অনেককে সোর্পদ করেছিলে? মুর্দা যদি নেককার হয় তবে এক জওয়াবদাতা কবরকে জওয়াব দিয়ে বলবে ঃ তোমার অবগত হওয়া দরকার যে, সে ভালাইর হুকুম করতো, খারাবি থেকে বারণ করতো। কবর বলবে, তাহলে আমি তার জন্য সবুজ বাগানে রূপান্তরিত হচ্ছি। তখন মুর্দার দেহটি নূরে পরিণত হবে। তার রূহ্ আল্লাহ্‌র দরবারে চলে যাবে।

উবাইদ বিন উমাইর লাইছী (রহঃ) বলেন, প্রতিটি কবর তার মৃতকে বলে, আমি তো অন্ধকার ঘর, নির্জন ঘর ; তুমি যদি তোমার জীবনে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীল থেকে থাক তাহলে অদ্য আমি তোমার জন্য রহমতস্বরূপ। আর যদি নাফরমান থেকে থাক তাহলে অদ্য আমি তোমার জন্য আযাবস্বরূপ। যে আমার মাঝে আনুগত্যশীল হিসাবে প্রবেশ করে, সে উৎফুল্ল হয়ে বের হয়ে যায়, আর যে নাফরমানরূপে প্রবেশ করে, সে বের হয় ধ্বংসের শিকার হয়ে।

হযরত মুহাম্মদ বিন সুব্‌হ্ বলেন, আমরা একটি হাদীসে পেয়েছি যে, মুর্দাকে কবরস্থ করার পর যদি তার উপর আযাব-গযব শুরু হয় তাহলে তার প্রতিবেশী মুর্দারা বলে, হে ব্যক্তি, আমরা যারা তোমার প্রতিবেশী ছিলাম এবং তোমার আগেই বিদায় হয়ে এসেছি, আমাদের এ বিদায়ের মাঝে তোমার জন্য চিন্তা-ভাবনার বা শিক্ষাগ্রহণের কিছু ছিল না কি? তুমি কি দেখ নাই যে, আমাদের তামাম আমল বন্ধ হয়ে গেছে? তুমি তো মওকা পেয়েছিলে। তোমার অগ্রবর্তীরা যেসব ভুল করেছিল, কেন তুমি সেই ভুলমুক্ত

হওয়ার চেষ্টা করলে না? তাছাড়া, জগতের একেকটি মাটিখণ্ড তাকে বলবে, হে দুনিয়ার বাহ্যিক রূপে বিভ্রান্ত ব্যক্তি, কেন তুমি তোমার ঐ সব আপনজনদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করলে না, যারা তোমার পূর্বে অনুরূপ ধোকার শিকার হয়ে অবশেষে কবরের পেটে সোপর্দ হয়েছে? তুমি স্বচক্ষে দেখছিলে, তার বন্ধুরা তাকে খাটিয়ায় তুলে এমন এক ঠিকানার দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে যাওয়া অবধারিত বিষয়।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন, আমরা একটি রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয়, তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বাকশক্তি দান করেন। তখন তারা তাকে বলে, হে নিঃসঙ্গ কবরবাসী, তোমার স্বজন-বন্ধুজন সকলেই তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ; তোমার আপন বলতে এখানে আর কেউ নাই।

হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, মুর্দাকে কবরে রাখার পর তার নেক আমলসমূহ তথা নামায-রোযা, হজ্জ, জিহাদ, সাদ্‌কা প্রভৃতি তাকে ঘিরে নেয়। আযাবের ফেরেশ্‌তারা যখন পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে ঃ সরে যাও ; এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ দু' পায়ের উপর ভর করে সে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর তারা মাথার দিক থেকে আসবে। তখন রোযা বলবে, এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ বান্দা তার দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তোষের উদ্দেশে বহু অনাহার ও পিপাসার কষ্ট বরদাশত করেছে। অতঃপর তারা তার শরীরের উপর আক্রমণ করতে চাইবে। হজ্জ ও জিহাদ তখন বলে উঠবে, সরে যাও। কারণ, সে দৈহিক কষ্ট বরদাশত করে আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ ও জিহাদ করেছে। অতএব, তার উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না। অতঃপর তারা তার হস্তদ্বয়কে লক্ষ্য বানাবে। তখন সদ্‌কা বলতে শুরু করবে, আমার সাথীর কাছ থেকে সরে যাও। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশে এই হস্তদ্বয়ের বহু দান-সদ্‌কা আল্লাহ্ পাকের হাতে পৌঁছেছে। তাই, তার উপর আযাবের কোনই অবকাশ নাই। তখন সেই মুর্দাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মোবারকবাদ গ্রহণ কর ; স্বার্থক জীবন, স্বার্থক এ মৃত্যু। ব্যস, রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ এসে তার জন্য বেহেশ্‌তী বিছানা ও চাদর বিছিয়ে দিবে। কবরকে তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এবং একটি বেহেশ্‌তী ফানুস

প্রজ্জ্বলিত করা হবে ; কবর হতে পুনরুত্থানের দিব[illegible] র কবরকে আলোকিত করে রাখবে।

হযরত উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাইদ ইব্‌নে উমাইর বলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের ভিতর মুর্দাকে [illegible] বসানো হয়, যখন সে তাকে বিদায় দিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের পায়ের পতন-ধ্বনি শুনতে পায়। অতঃপর সর্বপ্রথম কবরই তাকে সম্বোধন করে বলে, ওরে সর্বনাশা আদম সন্তান, আমার ও আমার সংকীর্ণতা সম্পর্কে কি তোমাকে সাবধান করা হয় নাই? আমার দুর্গন্ধ, বিভীষিকা ও কীট-পতঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক করা হয় নাই? বল, তবে তুমি আমার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ?

হযরত বারা ইব্‌নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযায় গিয়েছিলাম। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঝুঁকিয়ে তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনবার বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট কবর-আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

অতঃপর ইরশাদ করলেন, মু'মিন যখন আখেরাতের দিকে রওয়ানা হয়, আল্লাহ্ পাক তখন এমন একদল ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন যাদের চেহারা সূর্যের মত। তাদের সঙ্গে থাকে তার জন্য আনা হানূত (সুগন্ধ) ও কাফন। তারা তার সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। যখন রূহ্ বের হয়ে যায়, তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সকল ফেরেশ্‌তা তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দো'আ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই চায় যেন সেই দিক দিয়ে প্রবেশ করে। যখন তার রূহ্কে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এক ফেরেশ্‌তা বলে, আয় রব্ব, এই আপনার অমুক বান্দা। আল্লাহ্ বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি নে'আমত তৈরী করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ

হওয়ার চেষ্টা করলে না? তাছাড়া, জগতের একেকটি মাটিখণ্ড তাকে বলবে, হে দুনিয়ার বাহ্যিক রূপে বিভ্রান্ত ব্যক্তি, কেন তুমি তোমার ঐ সব আপনজনদের দেখে শিক্ষা গ্রহণ করলে না, যারা তোমার পূর্বে অনুরূপ ধোকার শিকার হয়ে অবশেষে কবরের পেটে সোপর্দ হয়েছে? তুমি স্বচক্ষে দেখছিলে, তার বন্ধুরা তাকে খাটিয়ায় তুলে এমন এক ঠিকানার দিকে নিয়ে চলেছে যেখানে যাওয়া অবধারিত বিষয়।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন, আমরা একটি রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয়, তার আমলসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বাকশক্তি দান করেন। তখন তারা তাকে বলে, হে নিঃসঙ্গ কবরবাসী, তোমার স্বজন-বন্ধুজন সকলেই তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ; তোমার আপন বলতে এখানে আর কেউ নাই।

হযরত কা'ব (রহঃ) বলেন, মুর্দাকে কবরে রাখার পর তার নেক আমলসমূহ তথা নামায-রোযা, হজ্জ, জিহাদ, সাদ্কা প্রভৃতি তাকে ঘিরে নেয়। আযাবের ফেরেশ্তারা যখন পায়ের দিক থেকে আসে, তখন নামায বলে ঃ সরে যাও ; এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ দু' পায়ের উপর ভর করে সে দীর্ঘ সময় আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর তারা মাথার দিক থেকে আসবে। তখন রোযা বলবে, এখানে তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না ; এ বান্দা তার দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র সন্তোষের উদ্দেশে বহু অনাহার ও পিপাসার কষ্ট বরদাশত করেছে। অতঃপর তারা তার শরীরের উপর আক্রমণ করতে চাইবে। হজ্জ ও জিহাদ তখন বলে উঠবে, সরে যাও। কারণ, সে দৈহিক কষ্ট বরদাশত করে আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও জিহাদ করেছে। অতএব, তার উপর তোমাদের কোন ক্ষমতা চলবে না। অতঃপর তারা তার হস্তদ্বয়কে লক্ষ্য বানাবে। তখন সদ্কা বলতে শুরু করবে, আমার সাথীর কাছ থেকে সরে যাও। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে এই হস্তদ্বয়ের বহু দান-সদ্কা আল্লাহ্ পাকের হাতে পৌঁছেছে। তাই, তার উপর আযাবের কোনই অবকাশ নাই। তখন সেই মুর্দাকে লক্ষ্য করে বলা হবে, মোবারকবাদ গ্রহণ কর ; স্বার্থক জীবন, স্বার্থক এ মৃত্যু। ব্যস, রহমতের ফেরেশ্তাগণ এসে তার জন্য বেহেশ্তী বিছানা ও চাদর বিছিয়ে দিবে। কবরকে তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। এবং একটি বেহেশ্তী ফানুস

প্রজ্জ্বলিত করা হবে ; কবর হতে পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত সেই ফানুস কবরকে আলোকিত করে রাখবে।

হযরত উবাইদুল্লাহ্ ইব্নে উবাইদ ইব্নে উমাইর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরের ভিতর মুর্দাকে উঠিয়ে বসানো হয়, যখন সে তাকে বিদায় দিয়ে প্রত্যাবর্তনকারীদের পায়ের পতন-ধ্বনি শুনতে পায়। অতঃপর সর্বপ্রথম কবরই তাকে সম্বোধন করে বলে, ওরে সর্বনাশা আদম সন্তান, আমার ও আমার সংকীর্ণতা সম্পর্কে কি তোমাকে সাবধান করা হয় নাই? আমার দুর্গন্ধ, বিভীষিকা ও কীট-পতঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক করা হয় নাই? বল, তবে তুমি আমার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ?

হযরত বারা ইব্নে আযেব (রাযিঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযায় গিয়েছিলাম। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঝুঁকিয়ে তার কবরের পাশে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনবার বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

'আয় আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট কবর-আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

অতঃপর ইরশাদ করলেন, মু'মিন যখন আখেরাতের দিকে রওয়ানা হয়, আল্লাহ্ পাক তখন এমন একদল ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন যাদের চেহারা সূর্যের মত। তাদের সঙ্গে থাকে তার জন্য আনা হানূত (সুগন্ধ) ও কাফন। তারা তার সুদূর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। যখন রূহ্ বের হয়ে যায়, তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সকল ফেরেশ্তা তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দো'আ করে এবং আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই চায় যেন সেই দিক দিয়ে প্রবেশ করে। যখন তার রূহ্কে আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এক ফেরেশ্তা বলে, আয় রব্ব, এই আপনার অমুক বান্দা। আল্লাহ্ বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি নে'আমত তৈরী করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ

'এই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি এবং আবার এ মাটির মধ্যেই নিয়ে যাব।' (তোয়াহা ঃ ৫৫)

মুর্দা, প্রত্যাবর্তনকারীদের পাদুকার পতনধ্বনি শুনতে পাচ্ছে অবস্থাতেই তাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ হে ব্যক্তি, তোমার রব্ব্ কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? সে বলে ঃ আমার রব্ব্ আল্লাহ্ ; আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঐ মুহূর্তটায় ফেরেশ্তাদ্বয় অত্যন্ত কঠোর ধমক দিয়ে প্রশ্ন করে। এবং সেটাই হচ্ছে মৃতের আখেরী পরীক্ষা। যাক, সে যখন উপরোক্ত জবাব দেয় তখন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দান করে ঃ হে, তুমি সত্য বলেছ। বস্তুতঃ এ কথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে-পাকে ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

'ঈমানদারদিগকে আল্লাহ্ পাক 'মযবূত বাণীর' সাহায্যে মযবূতি প্রদান করেন।' (ইব্রাহীম ঃ ২৭)

অতঃপর সুখী মুখ, সুগন্ধ দেহ, সুন্দর লেবাস পরিহিত এক আগন্তুকের আগমন। এসে বলে, সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমার প্রতিপালকের রহমতের এবং চিরস্থায়ী নে'আমতে পূর্ণ জান্নাতের। মুর্দা বলে, আপনি কে? আল্লাহ্ আপনাকে পরম সুখী রাখুন। আগন্তুক বলে, আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহ্র শপথ, আমি অবগত আছি, তুমি ছিলে আল্লাহ্র বন্দেগীর পানে দ্রুতগতিশীল এবং তার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ছিলে শ্লথগতি, অতএব, আল্লাহ্ পাক তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন। অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ওর জন্য একটা বেহেশ্তী বিছানা বিছাও ; বেহেশ্তের দিকে ওর জন্য একটা দরজা খুলে দাও। ফলে, বেহেশ্তী বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। তখন সে বলে উঠবে ঃ আয় আল্লাহ্, দ্রুত ক্বিয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি 'আমার স্বজন-পরিজন' ও 'আমার মাল-দৌলতের' মাঝে চলে যেতে পারি।

আঁ-হযরত বলেন, কিন্তু কাফের, কাফেরের যখন দুনিয়া ছেড়ে পরকালের দিকে যাত্রার সময় হয় তখন তার নিকট একদল কঠিনপ্রাণ কঠোরাচরণ ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয়। তাদের সঙ্গে থাকে আগুনের পোশাক ও গন্ধকের সালোয়ার। তারা তাকে—ঘিরে ফেলে। যখন তার রূহ্ বের হয়ে যায় তখন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীকার ও আসমানের সমস্ত ফেরেশ্তা তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করে এবং আসমানের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি দরজাই কামনা করে যেন এই রূহ্কে সেদিক দিয়ে না ঢুকানো হয়। তার রূহ্ নিয়ে যখন উর্ধ্বে গমন করা হয়, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এবং ফেরেশ্তাদের পক্ষ হতে বলা হয়, আয় আল্লাহ্, আপনার অমুক বান্দা, কোন আসমান, কোন যমীনই তাকে গ্রহণ করলো না। আল্লাহ্ বলবেন, যাও, তাকে নিয়ে গিয়ে দেখাও যে, আমি তার জন্য কি কি আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কারণ, আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি ঃ 'এ মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি ; পুনরায় এ মাটির মধ্যেই তোমাদের নিয়ে যাবো।' —যাক, সে প্রত্যাবর্তনকারীদের পাদুকার পতনধ্বনি শুনতে পাচ্ছে অবস্থাতেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ হে, তোমার রব্ব্ কে? তোমার নবী কে? তোমার দ্বীন কি? সে বলবে ঃ লা আদ্রী—আমি তো কিছুই জানি না। তাকে বলা হবে ঃ তোমার জানার দরকারও নাই। অতঃপর কুৎসিত মুখ, দুর্গন্ধময় দেহ ও বিশ্রী পোশাক পরিহিত জনৈক আগন্তুক এসে বলবে ঃ হে, আল্লাহ্র অসন্তোষ ও যন্ত্রণাপ্রদ চিরস্থায়ী আযাবের সুসংবাদ নাও। কাফের বলবে, আল্লাহ্ যেন তোমাকেও আযাব-গযবেরই সুসংবাদ দান করে। আচ্ছা, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার 'জঘন্য আমল' আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্র অবাধ্যতায় তুমি ছিলে দ্রুতগামী আর আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছিলে লেংড়াগতি। অতএব, আল্লাহ্ যেন তোমাকে জঘন্য বদলাই প্রদান করেন। অতঃপর তার উপর একজন অন্ধ-বধির-বোবা ফেরেশ্তা নিযুক্ত হবে, তার হাতে থাকবে একটি লোহার গদা, সমগ্র জ্বিন-ইনসান মিলেও যদি সেই গদাটিকে উঠাতে চেষ্টা করে তবু তা উঠানো সম্ভব হবে না। এবং তা দ্বারা যদি কোন পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় তাহলে সে পাহাড় মাটিতে মিশে যাবে। ফেরেশ্তা ঐ লৌহ-গদা দিয়ে তাকে একটি আঘাত করবে, সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে মিশে যাবে। পুনরায় রূহ্ সংযোগে

তাকে জীবিত করা হবে। অতঃপর তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে এমন এক আঘাত করবে যার আওয়াজ জ্বিন-ইনসান ব্যতীত আর সকলেই শুনতে পাবে। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ ওর জন্য দু'টি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দাও। দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। ফলে, আগুনের দু'টি তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হবে এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে।

হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযী (রহঃ) এ আয়াতখানা পাঠ করতেন ঃ

حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۝

'অবশেষে যখন মৃত্যু তাদের কাউকে গ্রাস করে ফেলে তখন বলে, হে প্রতিপালক, আমাকে আবার (দুনিয়াতে) পাঠান, আশা করি আমি নেক আমল উপার্জন করবো, যা আগে বর্জন করেছিলাম।'

(মুমিনূন ঃ ৯৯, ১০০)

তিনি বলেন, মৃত্যুকে বলা হয়, তুমি কি জিনিস চাও? কোন্ বস্তুর আগ্রহ কর? এ জন্য ফিরে যেতে চাও যে, যাতে মাল জমা করতে পার, প্রাসাদ নির্মাণ করতে পার এবং ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে পার? সে বলে, জ্বী-না, বরং এই আশায় যে, আমি যে অতীতে আপনার হুকুম লংঘন করেছি, এখন যেন তদস্থলে নেক আমল উপার্জন করতে পারি। জবাবে আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ 'তা কখনও না, এটা বুলিসর্বস্ব একটা কথা মাত্র, (মৃত্যুকালে) যা আওড়িয়েই থাকবে।'

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন তার কবর মাঝে বস্তুতঃ একটি সবুজ বাগানে অবস্থান করে। তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং এমনকি, তা পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে যায়। জান, এ আয়াতখানা কি বিষয়ে নাযিল হয়েছে?

فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

'অবশ্যই তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন-ক্লিষ্ট জীবন।'

(তোহায়া ঃ ১৩৪)

সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। হুযূর বললেন, 'এ আয়াত কাফেরের কবর আযাব সম্পর্কে অবতীর্ণ। কাফেরের উপর ৯৯টি বিষাক্ত সর্প লেলিয়ে দেওয়া হবে। বলতে পার, কি রকম হবে সেই সর্প? প্রতিটি সর্পই হবে সাত মাথা বিশিষ্ট। অনুরূপ ৯৯টি সর্প ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকবে, তার দেহের ভিতর তাদের (বিষাক্ত ও জ্বালাময়) নিশ্বাস ছাড়তে থাকবে।'

সাপ-বিচ্ছুর এই সংখ্যা দেখে আশ্চর্যবোধের কিছু নাই। কারণ, এ সংখ্যা হবে মানুষের অশুভ চরিত্রের সংখ্যার অনুপাতে। যেমন, অহংকার, রিয়া, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি। কারণ, খারাপ চরিত্রের দু'টি ভাগ আছে, কতগুলো মৌলিক আর কতগুলো হচ্ছে সে মূল হতে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখা ও তার বিভিন্ন প্রকার। বস্তুতঃ ঐ চরিত্রগুলোই সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হবে। অতএব, বেশী জঘন্য চরিত্রটি বিষধর অজগরের রূপে দংশন করবে, অপেক্ষাকৃত কম খারাপ চরিত্রটি বিষাক্ত বিচ্ছুরূপে দংশন করবে। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ের চরিত্রসমুহ সাধারণ সাপের মত আঘাত করবে। অন্তর-চক্ষুষ্মাণ আওলিয়াগণ তাদের অর্ন্তদৃষ্টিতে হুবহু এ সকল কুচরিত্রকেই সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি আকারে দেখতে পান। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার বিষয়টি 'নবুয়তের নূর' ব্যতীত জানা অসম্ভব! যাই হোক, এই জাতীয় হাদীসসমূহের একটি বাহ্যিক দিক ও অর্থ আছে, তাও নির্ভুল। এবং একটি রহস্যপূর্ণ দিকও আছে যা আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকলেও অন্তর-চক্ষুওয়ালাদের চোখে তা সুস্পষ্ট। তাই, এ ধরণের রেওয়ায়াতে মূল হাকীকত উন্মোচন সম্ভবপর না হলেও এর প্রকাশ্য দিকটিকে অস্বীকার করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। বরং ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো তা স্বীকার করা এবং মেনে নেওয়া।

অধ্যায় ঃ ৪৬

ইলমুল-ইয়াকীন, আইনুল-ইয়াকীন ও বিচার দিবসের জিজ্ঞাসাবাদের বয়ান

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ٥

'অর্থাৎ যদি তোমরা ক্বিয়ামতকে ইয়াকীন সহকারে জানতে, তাহলে অবশ্যই তা তোমাদেরকে প্রাচুর্য ও গর্ব-গরিমার প্রতিযোগিতা হতে বিরত রাখত এবং তোমরা তোমাদের কল্যাণের পথকে গ্রহণ করতে ও অকল্যাণের পথসমূহ বর্জন করে দিতে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তোমাদের যদি সেই ইয়াকীনি ইল্ম ও জ্ঞান থাকতো যা নবী-রাসূলদের মধ্যে ছিল যে, মাল ও বংশ মর্যাদার গর্ব-গৌরব ক্বিয়ামত দিবসে কোন কাজে আসবে না, তাহলে তোমরা প্রাচুর্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার গর্ব করতে না।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ٥

'অবশ্যই তোমরা জাহান্নামকে অবলোকন করতে।'

আল্লাহ্ পাক এখানে কসম করে বলেছেন যে, অবশ্যই তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে জাহান্নাম ও তার বিভীষিকা চাক্ষুষ অবলোকন করবে।

স্মর্তব্য যে, ইল্মুল-ইয়াকীন ও আইনুল-ইয়াকীনের মধ্যকার ব্যবধান সম্পর্কে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. ইল্মুল-ইয়াকীন ছিল নবী-রাসূলগণের এবং তা ছিল তাঁদের নবুয়্যতলব্ধ জ্ঞান। আর আইনুল-ইয়াকীন (চাক্ষুস দেখার দ্বারা অর্জিত জ্ঞান) হচ্ছে ফেরেশ্তাদের সাথে-সম্পর্কিত। কারণ, তারা বেহেশ্ত, দোযখ, লাওহে মাহ্ফুয, কলম, আরশ, কুরসী স্বচক্ষে অবলোকন করে।

দুই. ইল্মুল ইয়াকীন হচ্ছে মউত ও কবর সম্পর্কিত জীবিতদের জ্ঞান।

কারণ, তারা শুধু এতটুকুই জানে যে, মৃতরা কবরে শায়িত আছে। কিন্তু তাদের বাস্তব অবস্থাদি তারা জানে না। আইনুল-ইয়াকীন হচ্ছে স্বয়ং মৃতদের জ্ঞান। কারণ, তারা কবর ও কবর-জীবনকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে, হয়তঃ তা তাদের জন্য দোযখের একটি গর্ত কিংবা একটি বেহেশ্তী বাগান।

তিন. ইলমুল-ইয়াকীন মানে, ক্বিয়ামতের বিশ্বাস, আর আইনুল-ইয়াকীন মানে, ক্বিয়ামত ও ক্বিয়ামতের দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে অবলোকন করা।

চার. ইল্মুল-ইয়াকীন মানে বেহেশ্ত ও দোযখের বিশ্বাস, আর আইনুল-ইয়াকীন মানে বেহেশ্ত-দোযখকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

'পরন্তু, সেদিন তোমরা নে'আমতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তোমরা দেহ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, খাদ্য, পানীয় ও জীবন যাপনের উপকরণাদি প্রভৃতি যেসকল নে'আমত ভোগ করেছ সে-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা এই নে'আমতদাতার পরিচয় জেনেছিলে কিনা, তার শোকর ও বন্দেগী পালন করেছ কিনা, নাকি তার কৃতঘ্নতা ও অবাধ্যতা করেছ।

হযরত ইব্নে আবী হাতেম ও ইব্নে মারদুইয়াহ্ হযরত যায়দ বিন আসলাম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে তাকাসুর পাঠ করতঃ তার ব্যাখ্যা প্রদান করে বলছিলেন ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ٥

'প্রাচুর্যের গর্ব ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ইবাদত হতে গাফেল করে রেখেছে।'

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٥

'যতক্ষণ না তোমরা কবর প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যতক্ষণ তোমাদের মৃত্যু না হবে।'

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

'কক্ষণও এমন থাকবে না (বরং) যখন তোমরা কবরে ঢুকবে অবশ্যই তখন বিশ্বাস ও অবগত হয়ে যাবে।'

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

'আবার বলছি, কক্ষণও এমন থাকবে না ; কবর হতে যখন হাশর মাঠে যাবে, অবশ্যই তখন অবগতি হয়ে যাবে।'

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

'কক্ষণও এমন থাকবে না, (বরং) অবশ্যই তোমাদের ইয়াকীন জ্ঞান ও প্রতীতি জন্মাবে যখন তোমরা তোমাদের আমলের হিসাবের জন্য আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।'

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

'অবশ্যই তোমরা জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ করবে।'

কারণ, পুলসিরাত স্থাপিত হবে জাহান্নামের মধ্যখানে। সেখানে মুসলমানদের কেউ সম্পূর্ণ নাজাত পেয়ে যাবে, কাউকে খানিকটা আঁচড়ে খেতে হবে এবং কেউ কেউ দোযখেই নিক্ষিপ্ত হবে।

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

'পরন্তু, তোমরা নে'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করা, ঠাণ্ডা পানি পান করা, ছায়াময় গৃহে বাস করা সম্পর্কে এবং সুন্দর দেহ, স্বাস্থ্য ও নিদ্রার সুখ ও আরাম প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন, এখানে 'নাঈম' (নে'আমত) মানে, আফিয়ত তথা নীরোগ ও নিরাপদ স্বাস্থ্য ও জীবন। হযরত আবূ কিলাবাহ্ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ আমার উম্মত কতিপয় লোক ঘি ও খাঁটি মধু সংমিশ্রিত করে তা ভক্ষণ করবে।

হযরত ইকরিমা (রাযিঃ) বলেন, এ আয়াত নাযিলের পর সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা আবার কোন্ নে'আমতের মধ্যে আছি? আমরা তো যবের রুটি দিয়ে আধ-পেটা আহার করে কাটাই। আল্লাহ্ পাক তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ

أَلَيْسَ تَحْتَذُونَ النِّعَالَ وَتَشْرَبُونَ الْمَاءَ الْبَارِدَ؟ فَهٰذَا مِنَ النَّعِيمِ -

'তোমরা কি পাদুকা পরিধান কর না? ঠাণ্ডা পানি পান কর না? এ সবই তো আল্লাহ্‌র নে'আমতের অন্তর্ভুক্ত।'

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন সূরায়ে তাকাসুর অবতীর্ণ হলো এবং হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা তা পাঠ করতে করতে 'আনিন্নাঈম' (নে'আমত সম্পর্কে) পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোন্ নে'আমত সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে? আমাদের ভোগ্যবস্তু বলতে তো শুধু পানি আর খেজুর, ব্যস। পরন্তু, সর্বদাই আমরা শত্রুর সম্মুখীন। তাই, সর্বদাই আমাদের গর্দানে থাকে ঝুলন্ত তলোয়ার। এ অবস্থায় এমন কি নে'আমত আছে যা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা হতে পারি? আঁ-হযরত বললেন, মনে রেখ, প্রশ্ন অবশ্যই হবে (এসব সম্পর্কেও হবে।)

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামত দিবসে বান্দা সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসিত হবে নে'আমত সম্পর্কে। বলা হবে, আমি কি তোমার শরীরকে সুস্থতা দান করি নাই? আমি কি তোমায় ঠাণ্ডা পানি পান করাই নাই?

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ থেকে বের হতেই হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ)-র সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, এই মুহূর্তে তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কি? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, ক্ষুধা আমাদেরকে আসতে বাধ্য করেছে। তিনি

বলতে লাগলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন-মরণ, যে-বস্তু তোমাদেরকে ঘরের বার করেছে, সেই একই বস্তু আমাকেও ঘরের বাইরে এনেছে। ঠিক আছে, আমার সঙ্গে চল। তাঁরা হুযূরের সাথে রওনা হলেন। হুযুর এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে গেলেন। ঘটনাক্রমে সে বাড়ীতে ছিল না। তাঁর স্ত্রী হুযূরকে দেখতে পেয়ে মারহাবা ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলো। হুযুর বললেন, সে কোথায়? মহিলা বললেন, আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে সে আনসারী এসে গেলেন। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا اَحَدٌ الْيَوْمَ اَكْرَمَ اَضْيَافًا مِّنِّيْ -

'আলহামদুলিল্লাহ্! অদ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মেহমানওয়ালা আর কেউ নাই।'

অতঃপর তিনি তাঁর বাগান হতে একটি খেজুরছড়া নিয়ে এলেন। যাতে শুকনা খেজুরও ছিল, তাজা খেজুরও ছিল। বললেন, এ থেকে ভক্ষণ করুন। অতঃপর তিনি একটি বকরী যবেহ্ করতে প্রস্তুত হলেন। হুযুর বললেন, দেখ, দুধেল বকরী যেন যবেহ্ না কর। আনসারী সেমতে (অদুগ্ধবতী) একটি বকরী যবেহ্ করলেন। তাঁরা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে বকরীর গোশত খেলেন, ঐ খেজুর খেলেন এবং মিঠা পানি পান করলেন।

অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هٰذَا النَّعِيْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন-মরণ, অবশ্যই তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে এই নে'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'

অধ্যায় ঃ ৪৭

আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র বা স্মরণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।' (বাকারাহ ঃ ১৫২)

হযরত সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কখন আমাকে স্মরণ করেন, তা আমি জানি।' লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,—'আমি যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করি, তখনই তিনি আমাকে স্মরণ করেন।'

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

'তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।' (আহ্‌যাব ঃ ৪১)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ

'তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে আস, তখন মাশ্'আরে হারামের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। আর তাকে স্মরণ কর এমনিভাবে যেমন তোমাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে।' (বাকারাহ ঃ ১৯৮)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ

اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط

'তোমরা হজ্জের যাবতীয় কাজ যখন পূর্ণ কর, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে থাকো ; বরং আল্লাহ্‌র স্মরণ তদপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত।' (বাকারাহ ঃ ২০০)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'তারা (জ্ঞানবান ব্যক্তিরা) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়েও, বসেও শুয়েও।' (আলি-ইমরান ঃ ১৯১)

আরও বলেন ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج

'অতঃপর তোমরা যখন নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।' (নিসা ঃ ১০৩)

অতঃপর হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, —'এর অর্থ হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, অর্থাৎ,—দিবসে, রাত্রিতে, স্থলভাগে, জলভাগে, আবাসে, প্রবাসে, সুখে, দুঃখে, অভাবে, ঐশ্বর্যে, প্রাচুর্যে, সুস্থে, অসুস্থে, জাহেরে, বাতেনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।'

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের জঘন্যতা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

'তারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র (মুখে)-ও করে না ; কিন্তু খুবই কম।'(নিসা ঃ ১৪২)

যিক্‌র সম্বন্ধে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

'তুমি স্বীয় অন্তঃকরণে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর বিনয়ের সাথে এবং ভয়ের সাথে। আরও স্মরণ কর প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় উচ্চস্বর ব্যতিরেকে নিম্নস্বরে। আর গফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (আ'রাফ ঃ ২০৫)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط

'আল্লাহ্‌র স্মরণ সবচেয়ে বড়।' (আনকাবূত ঃ ৪৫)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) উক্ত আয়াতের দুই অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ এক,—আল্লাহ্ তা'আলার তোমাদেরকে স্মরণ করা, তোমাদের যিক্‌রের চাইতে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মহান। দুই,—আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা অন্যান্য সবকিছু হতে শ্রেষ্ঠ।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'গাফেলদের মধ্যে পরিণামের কথা স্মরণকারী ব্যক্তি এমন, যেমন শুষ্ক জ্বালানী কাষ্ঠের স্তূপে পত্রপল্লবশোভিত জীবন্ত বৃক্ষ।' তিনি আরও বলেছেন ঃ 'গাফেলদের মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী ব্যক্তি এমন, যেমন জেহাদের ময়দান হতে পলাতক ব্যক্তির তুলনায় গাযী বা বীরপুরুষ।'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَنَا مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ بِىْ ـ

'আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিক্‌রে তার ঠোঁট সঞ্চালন করে, আমি তার সাথে থাকি।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'আল্লাহ্‌র আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যিক্‌রের চাইতে অধিক কার্যকরী আর কোন আমল নাই।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন,—ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে যিক্‌র জিহাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ? হুযূর বললেন ঃ 'হাঁ, যিক্‌র জিহাদের চাইতেও উত্তম ; তবে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে যদি তোমার তরবারী ভেঙ্গে যায় আর তুমি পুনরায় তা দিয়ে জিহাদ করতে থাকো, আবার যদি ভেঙ্গে যায় পুনরায় ভাঙ্গা পর্যন্ত লড়তে থাকো, তাহলে এ জিহাদ হবে যিক্‌রের চাইতেও শ্রেষ্ঠ।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْتَعَ فِىْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

'যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগিচায় পায়চারি করতে আগ্রহী, সে যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।'

একদা হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, শ্রেষ্ঠতম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ 'মৃত্যুকালে আল্লাহ্ তা'আলার যিকরে রসনা সিক্ত করা।'

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌ররত অবস্থায় অতিবাহিত কর, তাহলে তোমাদের এমন সময় আসবে যখনকার সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা নিষ্পাপ হবে।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন ঃ 'সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা জিহাদের ময়দানে তুমুল লড়াই ও উদার মনে দান-খয়রাত অপেক্ষাও উত্তম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, —আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا ذَكَرَنِىْ عَبْدِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِذَا ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْ مَلَائِهٖ وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا مَشٰى اِلَىَّ هَرْوَلْتُ اِلَيْهِ۔

'যদি আমার বান্দা আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে মানবদলে স্মরণ করে, আমি তাকে তদপেক্ষা উত্তম দলে স্মরণ করি। অনুরূপ বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়। আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, আর যদি সে এক হাত অগ্রসর হয় আমি উভয় বাহু বিস্তৃত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ .... رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ۔

'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা সেই (কিয়ামতের) দিন নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন যেদিন আর কোন ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হলো—ওই সব লোক যারা নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেছে এবং ভয় ও ভক্তিতে তাদের চোখ হতে অশ্রু বয়ে পড়েছে।'

হযরত আবূ দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমলের কথা বলবো, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করবে, যা স্বর্ণ রৌপ্য ছদ্‌কা করা অপেক্ষা অধিক কল্যাণপদ, যা আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অধিক কল্যাণজনক, আমি কি এমন আমল সম্বন্ধে তোমাদেরকে সংবাদ দিবো? সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলুন, তা কোন আমল। হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ

আল্লাহ্‌র যিক্‌র অর্থাৎ 'সদাসর্বদা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা।'

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ شَغَلَهٗ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ۔

'যে ব্যক্তিকে আমার যিক্‌রের মগ্নতা আমার দরবারে দো'আ বা প্রার্থনা করা হতে বিরত রাখে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে অধিক দান করে থাকি।'

হযরত ফুযাইল (রহঃ) বলেন ঃ আমি এক রেওয়ায়াতে পেয়েছি যে,

'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,—হে আমার বান্দা! ফজরের পর কিছু সময় এবং আছরের পর কিছু সময় আমার যিক্‌র ও ধ্যান কর, তাহলে এ দু'য়ের মাঝের (দিবা-রাত্রির) জন্য আমি তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করে নিবো।'

এক বুযুর্গ বলেছেন,—আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ'যে ব্যক্তির অন্তরে আমার যিক্‌র ও স্মরণের প্রতি অধিক আগ্রহ ও আকর্ষণ লক্ষ্য করি তার জিম্মাদার আমি হয়ে যাই। তার যাবতীয় অভাব দুর করি, সর্বদা তার তত্ত্বাবধান করি, তার সাথে কথা বলি এবং তাকে ভালবাসি।'

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন ঃ 'যিক্‌র দুই প্রকার,—এক, অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ জাগরুক রাখা—এটা অত্যন্ত চমৎকার ও ফযীলতময় আমল। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম ও অধিক ফযীলতময় হচ্ছে যিক্‌রের দ্বিতীয় প্রকার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও হারাম কার্যাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং তা থেকে বিরত হওয়া।'

বর্ণিত আছে, 'মৃত্যুর সময় প্রতিটি রূহ্ প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির হয়ে যায় এবং এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় ; কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী ব্যক্তি তখন পিপাসার্ত হয় না।'

হযরত মু'আয ইব্‌নে জাবাল (রাযিঃ) বলেন ঃ 'বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে অবস্থানকালে কোন বিষয়ের আফ্‌সূস ও অনুতাপ করবে না, কেবল পৃথিবীতে অবস্থানকালে যে সময়টুকু তারা আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে নাই সেই সময়টুকুর জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপ করবে।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে কোন মানব দল কোথাও বসে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে, ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপন পার্শ্বচরদের (ফেরেশ্‌তাদের) নিকট তাদেরকে স্মরণ করেন।'

হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ হয়েছে,—'যে মানব দল একমাত্র আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে একত্র হয় এবং তাঁকে স্মরণ করে, তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী এই বলে ঘোষণা দেয়,—'ওহে! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের গুনাহের স্থলে নেকী দান করা হয়েছে।'

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْهِ
وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى النَّبِيِّ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যেসব লোক (দুনিয়াতে) কোন মজলিসে বসলো অথবা সাধারণ কোন বৈঠক করলো, যদি তাতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র না করে বা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরূদ পাঠ না করে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন সেজন্যে তাদের আফ্‌সূস করতে হবে।'

হযরত দাঊদ আলাইহিস্ সালাম বলেছেন ঃ 'হে মহান প্রভু প্রতিপালক! আপনি যখনই আমাকে দেখবেন আপনার যিক্‌র ও স্মরণকারীদের দল ত্যাগ করে আমি অন্যত্র যেতে মনস্থ করছি সেই মুহূর্তেই আপনি আমার পা ভেঙ্গে দিন, যাতে আমি সেখানে পৌঁছতে না পারি। কারণ যাকেরীনের জমাত আপনার দেওয়া আমার জন্য এক খাছ নে'আমত, যার কোন তুলনা হয় না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَجْلِسُ الصَّالِحُ يُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ اَلْفَىْ اَلْفِ مَجْلِسٍ
مِّنْ مَجَالِسِ السُّوْءِ۔

'নেক মজলিস ও সৎ সাহচর্য মু'মিন ব্যক্তির বিশ লক্ষ পাপানুষ্ঠানের ক্ষমার কারণ হয়।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ 'দুনিয়ার যে ঘরগুলোতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে থাকে, সেই ঘরগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চমকাতে থাকে, আসমান থেকে ফেরেশ্‌তাগণ তা অবলোকন করতে থাকেন।

হযরত সুফিয়ান ইব্‌নে উয়াইনাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ 'যখন কোন জমাত (মানবদল) কোথাও আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মগ্ন হয়, তখন শয়তান ও দুনিয়া তাদের থেকে দূরে সরে যায়। শয়তান দুনিয়াকে বলে,—দেখছো না, এরা তো প্রচুর সওয়াব লুটে নিয়ে যাচ্ছে? তখন দুনিয়া বলে,—'নিশ্চিন্ত থাক,

তারা যিক্‌র ছেড়ে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে আমি তাদের ঘাড়ে ধরে তোমার কাছে নিয়ে আসবো।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে। একদা তিনি বাজারে গেলেন। সেখানে লোকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, ওহে! তোমরা এখানে ঘুরাফেরা করছো, অথচ মজসিদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস (সম্পত্তি) বিতরণ করা হচ্ছে। এ কথা শুনে লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে কোনই সম্পত্তির সন্ধান পেলো না। হযরত আবূ হুরাইরাহ্‌র নিকট তারা এ পরিস্থিতির কথা বললে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা সেখানে কি দেখেছো? তারা বললো, দেখেছি কিছু লোক আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌রে মগ্ন আর কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াতে রত। হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বললেন ঃ বস্তুতঃ এগুলোই তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস বা সম্পদ।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ ও আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার একদল পর্যটক ফেরেশ্‌তা রয়েছেন যারা আমলনামা লিপিবদ্ধকারীদের বাইরে ; তাদের কাজ হলো, পৃথিবীতে যিক্‌রের মজলিস তালাশ করে বেড়ানো। যখনই তারা কোন মজলিসে লোকদেরকে যিক্‌র করতে দেখেন তখন তারা একে অপরকে ডাকতে থাকেন—আস, তোমাদের কাম্যবস্তু এখানেই। অতঃপর তারা যিক্‌রকারীদেরকে আপন আপন ডানা দ্বারা আসমান পর্যন্ত ঘিরে নেন। তখন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'আমার বান্দারা কি করছে? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা, প্রশংসাবাদ ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশ্‌তাগণ বলেন ঃ আপনার কসম, তারা কখনও আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখতো তাহলে কি করতো? তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলেন ঃ যদি তারা আপনাকে দেখতো তাহলে তারা আপনার আরো বেশী ইবাদত করতো এবং আরো বেশী মর্যাদা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়?

ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর দেন, দোযখ হতে। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কি দোযখ দেখেছে? ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর করেন, হে রব্ব্! আপনার কসম, তারা কখনও তা দেখে নাই। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা যদি দোযখ দেখতো, তাহলে কেমন হতো? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ তারা যদি দোযখ দেখতো তবে তা হতে পলায়ন করতো এবং মারাত্মক ভয় করতো। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ তারা কি চায়? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ তারা আপনার কাছে বেহেশ্‌ত চায়। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা কি বেহেশ্‌ত দেখেছে? ফেরেশ্‌তারা বলেন ঃ হে রব্ব্! আপনার কসম, তারা কখনও বেহেশ্‌ত দেখে নাই। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ যদি তারা বেহেশ্‌ত দেখতো তাহলে কেমন হতো? ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর দেন ঃ যদি তারা বেহেশ্‌ত দেখতো, নিশ্চয়ই বেহেশ্‌তের লোভ করতো, আপনার কাছে প্রার্থনা জানাতো এবং তারা অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ.

'হে ফেরেশ্‌তারা! আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি ঃ আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।'

তখন ফেরেশ্‌তারা বলে উঠেন; তাদের অমুক ব্যক্তি যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; সেতো শুধু তার নিজের কাজেই এসেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ.

'তারা (যিক্‌রকারীগণ) এমন সভাসদ, যাদের সহচর (ও সহ-উপবিষ্ট)-ও বঞ্চিত হয় না।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র হচ্ছে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

'এক, লা-শরীক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার এই দো'আটি পড়বে ঃ

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ۔

'এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নাই, তিনি লা–শরীক, রাজত্ব তাঁরই, তাঁর সমস্ত প্রশংসা, যিনি সকল ক্ষমতার আধার।'

আল্লাহ্ তা'আলা এই দো'আ পাঠকারী ব্যক্তিকে দশজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব দান করেন, তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হয়, একশত গুনাহ্ মাফ করা হয়, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে হিফাযত করা হয় এবং এরচেয়ে উত্তম আর কোন আমল হয় না। তবে হাঁ, এ দো'আই যদি কেউ অধিক পরিমাণে পাঠ করে, তবে সে অধিক ফযীলতের অধিকারী হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে আসমানের দিকে দৃষ্টি করে নিম্নের দো'আটি পড়বে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে, অতঃপর যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُـهٗ۔

'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নাই, তিনি এক, তার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।'

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত